পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 350 Wednesday, 25 November, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩৫০ সংখ্যা ✱ ৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩, বুধবার, ২৫ নভেম্বর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

সর্ষের তেল ও চিনির দাম বাড়ায় উদ্বিগ্ন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ নভেম্বরঃ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমানো নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বৈঠক কৃষি বিপণন দফতরের সঙ্গে। অকালে ঝড়-বৃষ্টির জেরে প্রচুর ফলন নষ্ট হয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে সবজির দাম বৃষ্টি হয়েছে। চাল, নুন, চিনি বাদ নেই কিছুই। কিন্তু কেন বাড়ছে এই দাম? খতিয়ে দেখতে ময়দানে নামতে নির্দেশ টাস্ক ফোর্সকে। শুধু তাই নয়, সূত্রের খবর এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরষের তেল এবং চিনির দাম বৃদ্ধি নিয়েও উদ্বিগ্ন হন। মঙ্গলবার বৈঠকে উপস্থিত ছিল মার্কেট অ্যাসোসিয়েশন, কৃষি বিপনন দফতর। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছে, রাজ্য সরকার ব্যবসায়ীদের সাহায্য করছেন। প্রতি সময় তাদের পাশে রয়েছেন। তারপরও কেন মানুষ উপকৃত হচ্ছে না। এরপর বৈঠকে দফতরের আধিকারিকের কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রী। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমানোর উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে আধিকারিকদের বৈঠকের নির্দেশ বাজার কমিটিগুলোর সঙ্গে। সূত্রের খবর, এমনকী একটি হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ তৈরিরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে সেই হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে ব্যবসায়ীদের যোগাযোগ রাখতে হবে আধিকারিকের। পাশাপাশি বাজার নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করতে বলছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধিতে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। চাল, ডাল, ভোজ্যতেল, আলু, পেঁয়াজ ও শাকসবজি থেকে শুরু করে জ্বালানি ও ওষুধ-প্রায় সব কিছুর দামই ঊর্ধ্বমুখী। ফলে সংসারের মাসিক বাজেট সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ। এই পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ।

ঘুমিয়ে ছিলেন ওরা, ৭ জনকে পিষে দিল গাড়ি!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ নভেম্বরঃ ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত সাড়ে দশটা। সারাদিনের ক্লান্তি শেষে শহরের ব্যস্ত রাস্তাগুলো যখন একটু একটু করে নিস্তব্ধ, ঠিক তখনই এক মুহূর্তের বেপরোয়া গতিতে ঘটে গেল ভয়ঙ্কর ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাতের ওপর উঠে গেল হালতু থেকে ঢাকুরিয়া স্টেশনগামী একটি দ্রুতগতির গাড়ি। আহত অন্ততপক্ষে ৭ জন। যাঁদের মধ্যে চারজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। প্রতিদিনের মতোই রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে বা কাজ শেষ করে বাড়ির পথে ফিরছিলেন কেউ কেউ। কেউ আবার ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে সামান্য বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। গাড়িটিকে অনেকটা জোরে আসতেও দেখেছিলেন অনেকে। কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাননি এমনটা হবে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, কিছু বুঝে ওঠার আগেই গাড়িটি আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা উঠে পড়ে ফুটপাতে। রাস্তার ধারে থাকা মানুষগুলো কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁদের সজোরে ধাক্কা মারে গাড়িটি। পথচারীদের পিষে দিয়েও থামেনি গাড়ি। শেষ পর্যন্ত রাস্তার ধারের একটি বন্ধ দোকানে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মেরে থামে সেটি। ধাক্কার তীব্রতায় ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় দোকানের একাংশ। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন সাতজন। স্থানীয় বাসিন্দারাই আহতদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ঘাতক গাড়িও দুমড়ে-মুছড়ে গিয়েছে। তবে ঘাতক গাড়ির চালক পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালায় কসবা থানার পুলিশ। ঘাতক গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পরবর্তীতে তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্ত চালককেও আটক করেছে পুলিশ। জানা যাচ্ছে, গাড়িটিতে একজন পুরুষ ও এক মহিলা ছিলেন। এক জন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, ''গাড়িটা আসছিল দেখলাম। হুশ করে চলে এসে ফুটপাতে তুলে দেয়। দম্ দম আওয়াজ, আর্তনাদ, আমরা কিছু মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে যাই, কী করব বুঝতে পারছিলাম না। তার মধ্যে গাড়িটা দিয়ে পাশের দোকানেও মারে।''

‘বাংলায় হজ ভবন হলে, গুরু নানকের নামে ভবন কেন হবে না?’

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডানকুনি, ২৪ নভেম্বরঃ গুরু নানকের নামে ভবন তৈরির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার গুরু নানক জয়ন্তী উপলক্ষে ডানকুনিতে গুরুদ্বারায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকেই তিনি জানান, গুরু নানকের নামে ভবন তৈরি হবে। একইসঙ্গে প্রশ্ন তোলেন, ''বাংলায় যদি হজ ভবন তৈরি হতে পারে, তাহলে কেন গুরু নানকের নামে ভবন তৈরি হবে না?'' এদিন, শিখ ধর্মাবলম্বীদের জন্য বেশ কিছু পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন শুভেন্দু। ডানকুনিতে গুরুদ্বারায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''প্রকাশ পরবের দিন প্রণাম করতে আজ এখানে এলাম। আমার সঙ্গে মন্ত্রী উমেশ রাই আছেন। এই গুরুদ্বারার সঙ্গে আমার অনেক দিনের সম্পর্ক। আপনারা সুযোগ দিয়েছেন আমি বার বার এসেছি। ১৪ নভেম্বর



কলকাতায় বড়বাজার গুরুদ্বারাতে গিয়েছিলাম।'' এরপরই শিখ ধর্মাবলম্বীদের নিজের 'আত্মীয়' হিসেবে তকমা দিয়ে পরিকল্পনার কথা জানান তিনি। বলেন, ''এখানে কমিউনিটি হল তৈরি করা হবে। আপনাদের উন্নতি কল্পে এখানে কাজ হবে। বড় জমি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেবা কেন্দ্র এটা। ন্যাশনাল হাইওয়ে নিয়ে একটা সমস্যা আছে, সেটা কথা হলে মিটিয়ে নেওয়া হবে।'' গুরু নানকের নামে ভবন তৈরির ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''গুরু নানকজির নামে তৈরি করা হবে ভবন। তার থেকে বড় প্রাপ্তি আর কিছু নেই।'' এরপরই প্রশ্ন তুলে বলেন, ''এই রাজ্যে যদি হজ ভবন থাকে, তাহলে গুরু নানকের নামে কেন ভবন থাকবে না?'' বিগত সরকারকে আক্রমণ করে শুভেন্দু বলেন, ''আগের সরকার একটা সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু হিসেবে স্বীকৃতি দিত। কিন্তু আমাদের সরকার সকলকে সমমর্যাদা দেয়। শিখ-জৈন সকলেই সংখ্যালঘু তাদের উন্নতিতে কাজ হবে।'' এদিন গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে শুভেন্দু বলেন, ''গঙ্গাসাগর মেলার জন্য একাধিক ক্যাম্প তৈরি করা হচ্ছে। ডানকুনিতে তৈরি হবে ক্যাম্প। পুলিশ এবং সরকারি আধিকারিক থাকবে দায়িত্বে। ৯ থেকে ১৭ জানুয়ারি চলবে। সেখানেও সেবা দেওয়ার অনুরোধ জানাব। আপনাদের আত্মীয় আমি। ওল্ড অলওয়েস গোল্ড। যখন কোথাও ঢুকতে দিত না তখন এখানে আসতাম।''

ছ'বছর পর ফের একসঙ্গে বিজেপি-অকালি দল!

গুরু নানকের জন্মজয়ন্তীতে পাঞ্জাবে জোটের ঘোষণা অমিত শাহর

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বরঃ অবশেষে সমস্ত জল্পনার অবসান। ছ'বছরের দূরত্ব ঘুচিয়ে পাঞ্জাবে ফের হাত মেলাল বিজেপি এবং শিরোমণি অকালি দল। মঙ্গলবার প্রথম শিখ গুরু, গুরু নানক দেবের জন্মজয়ন্তীতে নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে এই



জোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন এবং শিরোমণি অকালি দলের সভাপতি সুখবীর সিং বাদল। এদিন জোটের কথা ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, অকালি দল ফের শিবিরে যোগ দেওয়ায় এনডিএ এবার পূর্ণতা পেল। পাঞ্জাবকে মাদকমুক্ত করার অঙ্গীকার করে শাহ বলেন, ''আমি আবারও বলতে চাই, আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা পাঞ্জাবকে মাদকমুক্ত করব। বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন এবং সুখবীর সিং বাদলজির মধ্যে তিন দিন ধরে বিস্তারিত আলোচনার পর এই লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।'' পাঞ্জাবের মানুষের ওপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে অমিত শাহ আরও বলেন, ''আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এই জোটকে পাঞ্জাবের মানুষ আশীর্বাদ করবেন। আমরা নিশ্চিতভাবেই রাজ্যে এনডিএ সরকার গড়ব এবং পাঞ্জাবকে তার পুরনো গৌরব ফিরিয়ে দেব।'' অন্যদিকে, সাংবাদিক বৈঠকে সুখবীর সিং বাদল এই জোটকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়, বরং এক আবেগের জোট বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ''এই জোট অতীতে পাঞ্জাবে এমন সরকার উপহার দিয়েছে যা রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধি নিয়ে এসেছিল।''

● এরপর ৬ পাতায়...

যৌন হেনস্থার বিতর্কের মাঝেই ব্রাত্যর বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগ

তদন্তে বিচারপতি বসুর কমিশন!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ নভেম্বরঃ যৌন হেনস্থা ও ধর্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগের রেশ কাটতে না কাটতেই এ বার ব্রাত্য বসুর বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। রাজ্য সরকার গঠিত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বাধীন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি দমন কমিশনে নাকি এই সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ ও নথিপত্র জমাও পড়ে গেছে। নথি



খতিয়ে দেখে ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বসু। সূত্রের খবর, কমিশনের দফতরে জমা পড়া অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে, পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে বাংলা অকাদেমির চেয়ারম্যান পদে থাকাকালীন একাধিক দুর্নীতিতে জড়িয়েছিলেন ব্রাত্য। মূলত আকাদেমির তরফে দেওয়া বিভিন্ন পুরস্কার নির্বাচন থেকে শুরু করে বই ছাপানোর ক্ষেত্রে ব্যাপক আর্থিক ও প্রশাসনিক বেনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই সংক্রান্ত একাধিক নথিপত্র কমিশনের কাছে পেশ করা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে নথিগুলি খতিয়ে দেখার পরই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। উল্লেখ্য, এর আগেই মহিলাদের ফোনে কুপ্রস্তাব দেওয়া এবং যৌন হেনস্থার অভিযোগে বিদ্ধ হয়েছেন এই নাট্যকার, অভিনেতা তথা রাজনীতিক। ওই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে 'জিরো এফআইআর' দায়ের হয়েছে। দুই মহিলার অভিযোগ ছিল, ব্রাত্যের কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় তাঁদের বদলি-সহ নানা ভাবে হেনস্থা করা হয়েছিল। যদিও ব্রাত্য সমস্ত

● এরপর ৬ পাতায়...

মেডিক্যালে ঘেরাও-নিগ্রহের ঘটনায় তিন জুনিয়র ডাক্তারকে বউবাজার থানায় তলব

শর্ত ভাঙলে গ্রেফতারির হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ নভেম্বরঃ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে তাণ্ডব এবং প্রশাসনিক কর্তাদের ঘেরাও-নিগ্রহের ঘটনায় এ বার তিন ইন্টার্নকে সমন পাঠাল পুলিশ। বউবাজার থানার তরফে ওই তিন জুনিয়র ডাক্তারকে নোটিস দিয়ে জানানো হয়েছে, সমন হাতে পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে থানায় হাজিরা দিতে হবে। হাসপাতালের উপাধ্যক্ষের দায়ের করা এফআইআর-এর ভিত্তিতেই তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বুধবার রাতে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে বহিরাগতদের হামলার ঘটনার ঠিক আগেই সেখানে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। চোরবাগান কাণ্ডের পর সংবাদমাধ্যমে মুখ খোলার জেরে কর্তৃপক্ষ আট জন ইন্টার্নকে শোকজ করেছিলেন। সেই শোকজ হওয়া ইন্টার্নদের সমর্থনেই সে দিন অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন জুনিয়র ডাক্তারদের একাংশ। অভিযোগ, ওই বিক্ষোভ চলাকালীন হাসপাতালের উপাধ্যক্ষকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয়। সেই মর্মে বউবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন উপাধ্যক্ষ। তার ভিত্তিতেই এফআইআর রুজু করে তদন্তে নামে পুলিশ। যে তিন ইন্টার্নকে এ বার সমন পাঠানো হয়েছে, তাঁরাও ওই শোকজ হওয়া আট জনের তালিকায় ছিলেন। নিগ্রহের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁদের বয়ান নথিভুক্ত করতে চায় পুলিশ। বউবাজার থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলার তদন্তের স্বার্থে বিএনএসএস-এর ৩৫(৩) ধারায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। নোটিসে তিন দিনের মধ্যে থানায় হাজির হয়ে তদন্তে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে, তদন্তের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কয়েকটি শর্ত মেনে চলতে হবে। সেগুলি হল-• ভবিষ্যতে কোনও অপরাধমূলক কাজে জড়ানো যাবে না। • মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও প্রমাণ নষ্ট, পরিবর্তন বা বিকৃত করা যাবে না। • মামলার তথ্য সম্পর্কে অবগত কোনও ব্যক্তিকে কোনও ধরনের হুমকি দেওয়া বা প্রলোভিত করা যাবে না।



• আদালত যখনই নির্দেশ দেবে, তখনই হাজির হতে হবে। • তদন্তকারী আধিকারিক যখনই প্রয়োজন মনে করবেন, তখনই তদন্তে যোগ দিতে হবে এবং পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। • তদন্তের স্বার্থে সমস্ত তথ্য সত্যভাবে জানাতে হবে। কোনও প্রাসঙ্গিক তথ্য গোপন করা যাবে না। • তদন্তের প্রয়োজনে চাওয়া সমস্ত প্রমাণ ও নথিপত্র জমা দিতে হবে। • মামলার সঙ্গে যুক্ত সহযোগী বা অপরাধের সঙ্গীকে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে পুলিশকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। • তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় কোনও প্রমাণ নষ্ট করা, সরিয়ে নেওয়া বা পরিবর্তন করা যাবে না। • মামলার পরিস্থিতি অনুযায়ী তদন্তকারী আধিকারিক বা থানার ওসি পরবর্তী সময়ে যে শর্ত আরোপ করবেন, সেগুলিও মেনে চলতে হবে। নোটিসে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময়ে থানায় হাজির না হলে বা নোটিসের শর্তগুলি পালন না করলে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, ২০২৩-এর ৩৫(৬) ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হতে পারে। অন্যদিকে, বুধবার রাতের সেই হামলায় কারা জড়িত ছিল এবং ঐতিহ্যবাহী এই চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠানে ঢুকে এমন তাণ্ডব চালানোর সাহস কারা পেল, তা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠছে। ঘটনার সময় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সমালোচনা শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে ১৭ বছর পুরনো একটি আইন নতুন করে কার্যকর করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি, গত শুক্রবারই হামলার ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ্যে এনে 'অভিযুক্ত'দের চিহ্নিত করার দাবি করেছিলেন মেডিক্যালের ইন্টার্নরা এবং পুলিশি তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন।

‘বাবাকে খুন করার জন্যই নিরাপত্তা সরানো হয়েছিল!’

রাজীব গান্ধি হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিস্ফোরক রাহুল

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বরঃ উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বাবার শেষকৃত্যে যোগ দিতে তাঁকে খুব শিগগিরই দেশে ফিরতে হতে পারে! এমনই আশঙ্কার কথা আগেই মা সোনিয়া গান্ধিকে জানিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। আর বাস্তবে ঠিক সেটাই ঘটেছিল। ১৯৮৪ সালে তাঁর ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধি শিখ দেহরক্ষীদের হাতে খুন হওয়ার মাত্র



কয়েক বছর পর ১৯৯১ সালের মে মাসে বাবার শেষকৃত্যে অংশ নিতে দেশে ফিরে এসেছিলেন রাহুল। মায়ের স্মৃতিকথা নিয়ে বোন প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে এক নতুন ভিডিওয় হাজির হয়ে রাহুল দাবি করেছেন, তাঁর বাবার নিরাপত্তা এই কারণেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল যাতে তাঁকে খুন করা যায়। ইন্দিরা গান্ধির হত্যাকাণ্ডের পর দেশের প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেন রাজীব গান্ধি। দীর্ঘ বছর তিনি বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরতেন এবং কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনীতে থাকতেন, যা নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের কটাক্ষের মুখেও পড়তে হয়েছিল তাঁকে। এরপর আসে ১৯৮৯ সালের নির্বাচন, যেখানে পরাজিত হন রাজীব। সেই সময় বিরোধী জোটের নেতা ভি পি সিং, যাঁর জোট নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল, অভিযোগ তোলেন যে কমান্ডো বাহিনীর ঘেরাটোপে থাকা রাজীব সাধারণ মানুষের সংস্পর্শ হারিয়ে ফেলেছেন। ১৯৯১ সালে বিহারের এক

● এরপর ৬ পাতায়...

উত্তরপ্রদেশ ভোটের আগে জোটের অঙ্কে 'ধাক্কা'!

কংগ্রেসের ১৩০ আসনের দাবির পাল্টা ২৬ আসন ছাড়লেন অখিলেশ



সংবাদ সংস্থা, লখনউ, ২৪ নভেম্বরঃ আগামী বছরের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগে জোটের আসন সমঝোতা নিয়ে জোর টানাপড়েন শুরু হল সমাজবাদী পার্টি এবং কংগ্রেসের মধ্যে। শরিক সমাজবাদী পার্টির কাছে ১৩০টি আসনে লড়ার দাবি জানিয়ে তালিকা পাঠিয়েছিল কংগ্রেস। তার ঠিক একদিনের মাথায় পাল্টা চাল দিয়ে হাত শিবিরকে মাত্র ২৬টি আসনের প্রস্তাব দিল অখিলেশ যাদবের দল। সমাজবাদী পার্টি সূত্রে খবর, কংগ্রেস নেতাদের হাতে ইতিমধ্যেই ২৬টি আসনের একটি তালিকা তুলে দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে গত নির্বাচনে কংগ্রেসের জেতা দুটি আসন, রামপুর খাস এবং ফরেন্দা। পাশাপাশি, যে চারটি আসনে কংগ্রেস দ্বিতীয় স্থানে ছিল, অর্থাৎ মথুরা, খেরাগড়, জগদীশপুর এবং কিদওয়াই নগর, সেগুলিও ছাড়া হয়েছে। এছাড়া বাকি যে ২০টি আসন কংগ্রেসকে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে সপা, সেগুলি হল, বাগপত, মোদীনগর, হাপুর, জেওয়ার, সিয়ানা, খুরজা, খৈর, ইগলাস, মান্ট, আগ্রা উত্তর, ফতেপুর সিক্রি, বিলগ্রাম-মাল্লাওয়ান, গোবিন্দ নগর, নানপারা, গোরক্ষপুর শহর, খাজানি, পদরৌনা, ফাজিলনগর, পিন্দ্রা এবং বারাণসী ক্যান্টনমেন্ট। কংগ্রেসের সঙ্গে আসন রফা নিয়ে আলোচনার জন্য গঠিত সমাজবাদী পার্টির বিশেষ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ফৈজাবাদের সাংসদ অবধেশ প্রসাদকে। দলীয় সূত্রে খবর, দলিত সম্প্রদায়ের নেতা অবধেশ প্রসাদকে এই প্যানেলে রেখে সপা তাদের 'পিডিএ' (পিছড়ে অর্থাৎ অনগ্রসর, দলিত এবং সংখ্যালঘু) প্রতিনিধিত্ব সম্পূর্ণ করল। সপা-র এই আলোচনা কমিটিতে অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন প্রবীণ নেতা তথা অখিলেশ যাদবের কাকা রামগোপাল যাদব, সাংসদ ইকরা চৌধুরী, রাজীব রাই এবং দলের রাজ্য সভাপতি শ্যামলাল পাল। অন্যদিকে, কংগ্রেসের তরফে এই বৈঠকের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে উত্তরপ্রদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত এআইসিসি নেতা রাজেন্দ্র পাল গৌতম, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আরাধনা মিশ্র, কার্যকরী সভাপতি ইমরান মাসুদ এবং বিধায়ক বীরেন্দ্র চৌধুরীকে। উল্লেখ্য, আসন রফার আলোচনার শুরুতে কংগ্রেস ১৮১টি আসনের তালিকা জমা দিয়েছিল। কিন্তু রাজ্যের বিগত নির্বাচনগুলিতে

● এরপর ৬ পাতায়...

বাসভাড়া বাড়ার ইঙ্গিত পরিবহণমন্ত্রীর

সমীক্ষার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে, জানালেন অর্জুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ নভেম্বরঃ রাজ্যে বাসভাড়া বাড়ানোর ইঙ্গিত দিলেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। বেসরকারি বাস মালিকদের ভাড়া বৃদ্ধির আবেদনের প্রেক্ষিতে সমীক্ষা (সার্ভে) শুরু করছে পরিবহণ দফতর। সেই রিপোর্ট হাতে আসার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে কেবল বেসরকারি নয়, উন্নত পরিষেবা ও আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সমান্তরালভাবে সরকারি বাসের ভাড়াও যে কিছুটা বাড়তে পারে, সেই ইঙ্গিতও দিয়েছেন মন্ত্রী। পাশাপাশি, সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাত্রার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে 'ভুয়ো বুকিং' বা অন্তর্ঘাত রুখতে কড়া পদক্ষেপ করার কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি। পরিবহণমন্ত্রী জানান, বেসরকারি বাস অপারেটররা ন্যূনতম ভাড়া ১৮ টাকা করার দাবি জানিয়ে আবেদন জমা দিয়েছেন। মন্ত্রীর মতে, কেবল সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে গোটা রাজ্যে ভাল পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য বেসরকারি অপারেটরদের সহযোগিতাও জরুরি। তাঁর কথায়, ''ডিজেলের দাম বেড়েছে, চালকদের বেতন



বেড়েছে, যন্ত্রাংশের দামও বেড়েছে। তাই ওঁদের ১৮ টাকার দাবি সরাসরি না মেনে একটি সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সমীক্ষা করে ওঁদের ন্যায্য দাবি দেখা উচিত।'' রেলের উদাহরণ টেনে অর্জুন সিংহ বলেন, ''রেলের ভাড়া বাড়লেও পরিষেবা ও স্টেশনের মানোন্নয়ন হয়েছে। তেমনই রাজ্যেও আধুনিক ও বাতানুকূল (এসি) বাস স্ট্যান্ড এবং দূষণমুক্ত এসি ইলেকট্রিক বাস চালাতে গেলে বাড়তি খরচের সংস্থান প্রয়োজন।'' শহরের দূষণ কমাতে রাজ্য সরকার 'গ্রিন এনার্জি' বাসের ওপর জোর দিচ্ছে বলে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ''ইতিমধ্যেই প্রায় ১৪৭টি গ্রিন এনার্জি বাস আনা হচ্ছে এবং আগামী দিনে আরও প্রায় ১,০০০ বাস রাস্তায় নামানো হবে। উন্নত পরিষেবা দিতে গেলে সরকারি বাসের ভাড়াও সমান্তরালভাবে বাড়াতে হবে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, ওটা তো প্যারালালি (সমান্তরালভাবে) চলবে।'' সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার দুর্বলতা নিয়ে আত্মসমালোচনাও শোনা গিয়েছে পরিবহণমন্ত্রীর গলায়। তাঁর আক্ষেপ, সরকারি বাস ভাঙা অবস্থায় চললেও বা ডিজেল চুরি হলেও তা দেখার লোক থাকে না, কারণ অনেকের মধ্যেই মানসিকতা তৈরি হয়েছে যে সরকারি সম্পত্তি মানে নিজের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা যায়। এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের 'বাহন' পোর্টালের নিয়মকানুন কঠোরভাবে মানার ওপর জোর দেন তিনি। দূরপাল্লার সরকারি বাসে আসন বুকিং ঘিরে এক গুরুতর সমস্যার কথা তুলে ধরেন অর্জুন। তাঁর অভিযোগ, অনেক ক্ষেত্রে মহিলারা অনলাইনে

● এরপর ৬ পাতায়...

কার্তিক পূর্ণিমা ও দেব দীপাবলি উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর



নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর ঃ পবিত্র কার্তিক পূর্ণিমা এবং দেব দীপাবলি উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রদ্র মোদী। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী এই পবিত্র উৎসবের নিঃস্বার্থ সেবার বার্তার কথা তুলে ধরেন এবং সকলের জীবনে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ইতিবাচকতার কামনা করেন।এদিন সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লেখেন, কার্তিক পূর্ণিমা ও দেব দীপাবলি উপলক্ষ্যে আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই পবিত্র উৎসব নিঃস্বার্থ সেবার বার্তা বহন করে। পবিত্র স্নান, দান ও পুণ্যকর্ম এবং দীপদান সমৃদ্ধ এই ঐতিহ্য সকলের জীবনে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং ইতিবাচকতা নিয়ে আসুক। এটিই আমার আন্তরিক কামনা।

কাশ্মীরে শীতের আমেজ, আপাতত শুষ্ক আবহাওয়ার পূর্বাভাস

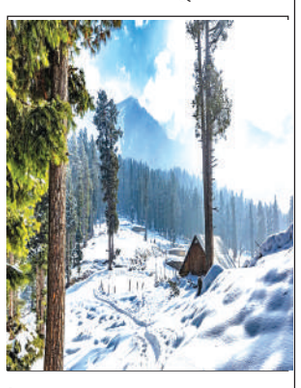

শ্রীনগর, ২৪ নভেম্বর ঃগত ২৪ ঘণ্টায় কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে রাতের তাপমাত্রা আরও কমেছে। এর ফলে সমগ্র উপত্যকায় শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। ঠান্ডায় বা।ছে শ্রীনগর, গুলমার্গ ও পহেলগামে। অন্যদিকে, জম্মু অঞ্চলে রাতের তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রয়েছে।আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, উপত্যকায় তাপমাত্রার পারদ ক্রমশ নিম্নমুখী হওয়ায় শীতের কাম। আরও জোরালো হয়েছে। তবে জম্মু বিভাগে রাতের তাপমাত্রায় বড় কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি এবং তা মোটের ওপর স্থিতিশীল রয়েছে। এদিকে, আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে বলে পূর্বাভাসে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

বারাণসীতে জল সংরক্ষণের বার্তা

বারাণসী, ২৪ নভেম্বর ঃ দেব দীপাবলি উপলক্ষে গঙ্গা-সহ বিভিন্ন জলাশয় ও জলাধার সংরক্ষণের বার্তা দিল নমামি গঙ্গে। মঙ্গলবার উত্তর প্রদেশের বারাণসীর শ্রী কাশী বিশ্বনাথ ধামে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আযোজন করা হয়। সেখানে ভগবান শিব (ত্রিপুরারি) ও মা গঙ্গার আরতির মাধ্যমে নদী ও জলাশযের পরিচ্ছন্নতা এবং জল সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয।শ্রী কাশী বিশ্বনাথ ধামের গঙ্গা দ্বারে আযোজিত এই কর্মসূচিতে নমামি গঙ্গের স্বেচ্ছাসেবীরা অংশ নেন। ভগবান শিব ও মা গঙ্গার সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রকৃতি এবং জলসম্পদের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও গঙ্গাষ্টকম পাঠের মাধ্যমে বিশ্বকল্যাণ এবং জলসম্পদের নির্মলতা বজায় রাখার প্রার্থনা করা হয়।কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বারাণসী পুরনিগমের স্বচ্ছতা বিষয়ক ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর তথা গঙ্গাসেবক রাজেশ শুক্লা। তিনি জানান, দেব দীপাবলি শুধু আলোর উসব নয, মা গঙ্গার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও জলসম্পদের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেওযারও একটি বিশেষ উপলক্ষ। গঙ্গার পাশাপাশি কাশীর

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

মোথাবাড়ি হিংসা মামলাঃএনআইএ দফতরে হাজিরা বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের



কলকাতা, ২৪ নভেম্বর ঃ মালদার মোথাবা।ড়িতে ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে হওয়া হিংসার ঘটনার তদন্তে এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি-র মুখোমুখি হলেন সুজাপুরের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন। এনআইএ-র তলবে সাড়া দিয়ে সোমবার সকালে কলকাতার নিউটাউনে অবস্থিত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আঞ্চলিক দফতরে হাজিরা দেন তিনি।উল্লেখ্য, মালদার মোথাবাড়ি হিংসা মামলার তদন্তের স্বার্থে সোমবার বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন এবং তাঁর স্বামী মহম্মদ মেহবুব আলমকে দফতরে হাজির হওয়ার জন্য সমন পাঠিয়েছিল এনআইএ। এদিন নিউটাউনের এনআইএ দফতরে প্রবেশ করার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাবিনা ইয়াসমিন জানান, এসআই ইস্যুতে গত ১ এপ্রিল কালিয়াচকে যে জাতীয় সাক অবরোধ হয়েছিল, সেই সংক্রান্ত মামলায় আমাকে আজ আবারও সাক্ষী হিসেবে ডাকা হয়েছে। ভেতরে যাওয়ার পর আধিকারিকরা কী কী প্রশ্ন করেন, তা জানার পরেই আমি বিস্তারিত বলতে পারব।প্রসঙ্গত, চলতি বছরের এপ্রিল মাসে মালদার মোথাবাড়ি ও কালিয়াচক এলাকায় ছড়িয়ে পড়া অশান্তি ও হিংসার ঘটনার তদন্তভার হাতে নেয় এনআইএ। সেই ঘটনার প্রেক্ষাপট ও অবরোধের নেপথ্য কারণ খতিয়ে দেখতেই বিধায়ক ও তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে বলে তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে।

উত্তরাখণ্ডে ভোট প্রস্তুতি শুরু বিজেপির, হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত কর্মসমিতির বৈঠক

হরিদ্বার, ২৪ নভেম্বর ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে উত্তরাখণ্ডে দলের রণকৌশল চূড়ান্ত করতে হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত হলো ভারতীয় জনতা পার্টির বর্ধিত রাজ্য কর্মসমিতির বৈঠক। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দিয়ে দলীয় কর্মীদের সংগঠনকে সবার ওপরে স্থান দেওয়ার এবং সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনী লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। অন্যদিকে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি মহেন্দ্র ভাট রাজ্যে টানা তৃতীয়বারের মতো বিজেপি সরকার গঠনের জন্য দলের কার্যকর্তাদের সামনে ৬০টিরও বেশি আসনে জয়লাভের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছেন।বৈঠকে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে, আসন্ন নির্বাচনে 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের উন্নয়নমূলক কাজগুলিকেই প্রচারের মূল ভিত্তি করে তুলতে হবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুফল যাতে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করতে জনসংযোগ অভিযান আরও জোরদার করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এই বৈঠকে।

নয়ডায় পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াই, জখম দুষ্কৃতী গ্রেফতার

নয়ডা, ২৪ নভেম্বর ঃ পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে জখম হল এক দুষ্কৃতী। সোমবার গভীর রাতে উত্তর প্রদেশের নয়ড়ার দাদরি থানা এলাকায .এই ঘটনা ঘটে। পুলিশের গুলিতে পায়ে .আঘাত লাগে লোকেশ (২৩) নামে ওই দুষ্কৃতীর। তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় তাঁর এক সহযোগী।মঙ্গলবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে বোড়াকি গ্রামের কাছে ব্যারিকেড করে নাকা তল্লাশি চালাচ্ছিল দাদরি থানার পুলিশ। সেই সময় একটি মোটরসাইকেলে দুই ব্যক্তিকে আসতে দেখে তাঁদের থামার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু পুলিশের নির্দেশ অমান্য করে তাঁরা পালানোর চেষ্টা করেন। পুলিশ ধাওয়া করে তাঁদের ঘিরে ফেললে দুষ্কৃতীরা পুলিশকর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পাল্টা জবাব দেয় পুলিশও। সেই সময় .পুলিশের গুলিতে লোকেশের পায় .লাগে।

গুরু নানক জয়ন্তীতে ডানকুনির গুরুদ্বারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু, গুরু নানক দেবের নামে ' ভবন' তৈরির ঘোষণা

হুগলি, ২৪ নভেম্বর ঃপবিত্র গুরু নানক জয়ন্তী (প্রকাশ পর্ব) উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার হুগলি জেলার ডানকুনির গুরু গোবিন্দ সিং সাহিব গুরুদ্বারে গিয়ে প্রার্থনা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন গুরুদ্বার প্রাঙ্গণ থেকেই শিখ সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে গুরু নানক দেবের নামে একটি ' নির্মাণের কথা ঘোষণা করেন তিনি।সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আমি গুরু নানক দেবের নামে একটি ভবন প্রতিষ্ঠা করব। এটি তৈরি হওয়া উচিত এই ভবন নির্মাণের জন্য সরকারি জমি ব্যবহারের বিষয়টি আমি খতিয়ে দেখব এবং এই বিষয়ে সকলের সঙ্গে আলোচনা করব।উল্লেখ্য, এদিন গুরু নানক জয়ন্তী উপলক্ষে ডানকুনির এই গুরুদ্বারে ভোর থেকেই শিখ ধর্মাবলম্বী-সহ অসংখ্য ভক্তের সমাগম হয়। মুখ্যমন্ত্রীর এই উপস্থিতিতে এবং গুরু নানক দেবের নামে ভবন তৈরির আশ্বাসে খুশির হাওয়া দেখা গিয়েছে স্থানীয় শিখ সমাজের মধ্যে।

জয়নগর স্টেশনে পৌঁছল ' সরযূ - কমলা এক্সপ্রেস', ভারত-নেপাল রেল যোগাযোগে নয়া দিগন্ত



জয়নগর (বিহার), ২৪ নভেম্বর ঃ অযোধ্যা ধাম এবং নেপালের জনকপুর ধামের মধ্যে চালু হওয়া নতুন ট্রেন পরিষেবা ' সরযূ কমলা এক্সপ্রেস'-এর উদ্বোধনী বিশেষ ট্রেনটি মঙ্গলবার বিহারের জয়নগর রেলওয়ে স্টেশনে এসে পৌঁছেছে। ভারত ও নেপালের মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগকে আরও সুদৃঢ় করতে এই ট্রেন পরিষেবা শুরু করা হয়েছে।এদিন জয়নগর স্টেশনে ভারতীয় রেলের সমস্তিপুর ডিভিশনের জনসংযোগ আধিকারিক আর কে সিং জানান, এই যাত্রাটি একটি ' উদ্বোধনী বিশেষ' ট্রেন হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের নিয়ে ট্রেনটি নেপালে যাবে। সেখানে নেপাল সরকারের সহযোগিতায় সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে যাত্রীরা মাতা জানকী মন্দির দর্শন করবেন এবং পরবর্তীতে ট্রেনটি ফিরতি পথে যাত্রীদের নির্ধারিত স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে চূড়ান্ত গন্তব্যে ফিরে যাবে। তিনি আরও জানান, আগামী দিনে এটি একটি নিয়মিত সাপ্তাহিক পরিষেবা হিসেবে সপ্তাহে একবার অযোধ্যা ধাম থেকে জনকপুর ধাম এবং জনকপুর ধাম থেকে অযোধ্যা ধামের মধ্যে চলাচল করবে।আন্তর্জাতিক সীমান্ত পারাপারের প্রক্রিয়া সম্পর্কে রেল আধিকারিক আরকে সিং জানান, ভারত ও নেপালের মধ্যে আগে থেকেই ট্রেন চলাচল করে এবং বর্তমানে এই ট্রেনটি যে প্ল্যাটফর্মে দা।ঁয়ে রয়েছে সেটি ' ইয়ার্ড' নামে পরিচিত। নেপালগামী সমস্ত ট্রেন এই প্ল্যাটফর্ম থেকেই ছা।ে এবং এই ট্রেনটিও এখান থেকেই রওনা দেবে। প্রতিবেশী দেশের প্রয়োজনীয় সমস্ত অভিবাসন ও শুল্ক সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা এই প্ল্যাটফর্মেই সম্পন্ন করা হয় এবং তার পরেই ট্রেনটি নেপালের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে।

ফের জোট বাঁধল বিজেপি ও শিরোমণি অকালি দল, পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে একসঙ্গে লড়ার সিদ্ধান্ত



নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বরঃ দীর্ঘ ছয় বছরের ব্যবধান কাটিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এনডিএ জোটে ফিরে এল শিরোমণি অকালি দল। আগামী ২০২৭ সালের পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং শিরোমণি অকালি দল একসঙ্গে জোট বেঁধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে এই জোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।জোট ঘোষণার প্রাক্কালে নয়াদিল্লির বিজেপি সদর দফতরে কেঃন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন এবং দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব শিরোমণি অকালি দলের সভাপতি সুখবীর সিং বাদলকে সংবর্ধনা জানান।এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপি-অকালি দল জোটের কথা ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতির নেতৃত্বে আজ তাঁর কক্ষে একটি বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে শিরোমণি অকালি দল এবং ভারতীয় জনতা পার্টি-উভয় দলেরই শীর্ষ নেতারা একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, আগামী পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি এবং অকালি দল যৌথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সেই সঙ্গে আজ থেকেই অকালি দল এনডিএ-র একজন আনুষ্ঠানিক শরিক দল হিসেবে রাজনীতিতে কাজ করবে।উল্লেখ্য, ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে কৃষি আইনের বিরোধিতা করে বিজেপির সঙ্গে দীর্ঘ ২৪ বছরের জোট ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল শিরোমণি অকালি দল। গুরু নানক দেব জির প্রকাশ পর্বের পবিত্র দিনে দুই দলের এই পুনর্মিলন পঞ্জাবের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য রাজনীতিতে অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের অনন্য উদ্যোগ গীতা ও হনুমান চালিসা বিতরণ, চালু 'মা জগদ্ধাত্রী সনাতনী সম্মান'

চন্দননগর, ২৪ নভেম্বর ঃ চন্দননগরের বিশ্ববিখ্যাত জগদ্ধাত্রী পুজোর ঐতিহ্যবাহী শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে এক ব্যতিক্রমী ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করল হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। উসবের আবহে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করতে মঞ্চের তরফে এই বছর থেকে শুরু করা হলো ' জগদ্ধাত্রী সনাতনী সম্মান'। পাশাপাশি, শোভাযাত্রা দেখতে আসা প্রায় এক হাজার ভক্ত ও দর্শনার্থীর হাতে তুলে দেওযা হলো শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং হনুমান চালিসার অনুলিপি।হিন্দু জাগরণ মঞ্চ সূত্রে জানা গিয়েছে, শোভাযাত্রার দিন চন্দননগরের রাথার রোডের সামনে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ মঞ্চ ও প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছিল। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন পূজা কমিটির সুসজ্জিত ট্যাবলো, আলোকসজ্জা এবং সাংস্কৃতিক উপস্থাপনাগুলি এই মঞ্চ থেকেই পর্যবেক্ষণ করেন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের বিচারকমণ্ডলী। তাঁদের মূল্যায়নের ভিত্তিতেই ' জগদ্ধাত্রী সনাতনী সম্মান'-এর বিজয়ীদের নির্বাচন করা হয়েছে।এই বিশেষ সম্মানের আওতায় নিম্নলিখিত প্রধান বিভাগগুলিতে সেরা পূজা কমিটিগুলিকে পুরস্কৃত করা হচ্ছেঃসেরা মূর্তি-সেরা আলোকসজ্জা।সেরা ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি।সেরা পুজো কমিটি।সাংস্কৃতিক স্বীকৃতির পাশাপাশি এদিন মঞ্চ থেকে আধ্যাত্মিক সচেতনতার বার্তাও ছড়িয়ে দেওয়া হয়। শোভাযাত্রায় আগত প্রায় এক হাজার ভক্ত ও দর্শকের মধ্যে বিনামূল্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও হনুমান চালিসার বই বিতরণ করেন মঞ্চের সদস্যরা।চন্দননগরের জাঁকজমকপূর্ণ জগদ্ধাত্রী পূজার শোভাযাত্রার মাঝে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উসাহিত করার এই অভিনব প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা এবং অগণিত ভক্তবৃন্দ।

কলকাতা হাইকোর্টে ফের স্বস্তি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, বাড়ল অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষার মেয়াদ



কলকাতা, ২৪ নভেম্বর ঃকলকাতা হাইকোর্ট থেকে আরও একবার বড়সড় স্বস্তি পেলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে নথিভুক্ত তিনটি এফআইআর এবং ' সেবাশ্রয় প্রকল্প সংক্রান্ত মামলায় গ্রেফতারি থেকে তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষার মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে আদালত। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে যে, এই মামলাগুলিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্ষাকবচ আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এই সময়সীমার মধ্যে পুণ্ঠলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কোনো রকম কা। বা জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না।ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের বিরুদ্ধে কলকাতার ভবানীপুর থানা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা ও বিষ্ণুপুর থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। এর আগে গত ২৫ আগস্ট বিচারপতি ভট্টাচার্য তাঁকে এই তিনটি মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন, যার মেয়াদ আগামী ৩০ নভেম্বর শেষ হওয়ার কথা ছিল। এছাড়াও, তাঁর ' সেবাশ্রয় প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগে ডায়মন্ড হারবার, বিষ্ণুপুর এবং রবীন্দ্রনগর থানায় চলমান তদন্তের প্রেক্ষিতেও আদালত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্ষাকবচের মেয়াদ ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে।সোমবার মামলার শুনানি চলাকালীন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আদালতকে জানানো হয় যে, এই মামলাগুলির তদন্ত এখনও সম্পন্ন হয়নি। রাজ্যের তরফে আদালতে একটি প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট পেশ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরক্ষার মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে আপত্তি জানানো হয়। তবে আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সাংসদকে রক্ষাকবচ দেওয়া হলেও তাঁকে তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে।হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, তদন্তকারী সংস্থা তলব করলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাজিরা দিতে হবে, তবে সেক্ষেত্রে তাঁকে অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিস দিতে হবে। তিনি তদন্তে অসহযোগিতা করলে রাজ্য সরকার পুনরায় আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে বলেও জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয়ের পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে মোট ১৬টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, যেগুলিকে তিনি আদালতে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। অন্যদিকে, সোমবারই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক শমীম আহমেদের মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন খারিজ করে দেন। শমীমের আইনজীবী কিশোর দত্ত এই মামলার জরুরি ভিত্তিতে দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়েছিলেন। তবে বিচারপতি স্পষ্ট জানান, নির্ধারিত তালিকা ও সময়সূচি মেনেই এই মামলার শুনানি হবে এবং আলাদাভাবে দ্রুত শুনানি সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত, সরিষায় তৃণমূল কার্যালয় থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধারের ঘটনাটিকে ' পূর্ব পরিকল্পিত বলে দাবি করে সিবিআই তদন্তের আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বিধায়ক শমীম আহমেদ। ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাসের মতোই গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।

প্রদানের মাধ্যমে হলমার্কিং গ্রাহকদের সচেতন সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃসোনা ও রুপোর গয়নার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে হলমার্কিং গ্রাহকদের সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। নির্ধারিত মানদণ্ড, ডিজিটাল ট্রেসেবিলিটি এবং নিযন্ত্রক যাচাইয়ের মাধ্যমে ভারতীয় মানক ব্যুরো (BIS) এই ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করে। ২০২১ সালে বাধ্যতামূলক ভাবে সোনার হলমার্কিং চালু হওয়ার পর, এবছর ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত ৬৫ কোটিরও বেশি সোনার সামগ্রীতে হলমার্ক ইউনিক আইডেন্টি ফিকেশন (HUID) নম্বর দেওয়া হয়েছে। একই সময়ে, BIS-নিবন্ধিত গয়না ব্যবসায়ীর সংখ্যা ৪৩,১৫৩ থেকে বেড়ে ২,৩৬,৬২৪ হয়েছে। রুপোর ক্ষেত্রে হলমার্কিং এখনও স্বেচ্ছামূলক হলেও, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে হলমার্কযুক্ত সমস্ত রুপোর সামগ্রীতে -ভিত্তিক চিহ্নিতকরণ বাধ্যতামূলক হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ৯০ লক্ষেরও বেশি রুপোর সামগ্রীতে-সহ হলমার্কিং করা হয়েছে। অ্যাপের মাধ্যমে ডিজিটাল যাচাই এবং ধারাবাহিক নজরদারি গ্রাহকদের গযনার বিবরণ পরীক্ষা করতে সাহায্য করে এবং বাজারে আরও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়গ্রাহকের আস্থার প্রয়োজনীয়তা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভারতীয় পরিবারগুলিতে সোনার বিশেষ স্থান রয়েছে। এটি একদিকে যেমন মূল্যবান সম্পদ, অন্যদিকে তেমনই সঞ্চিত মূল্যের একটি মাধ্যম। পরিবারগুলি প্রায়শই মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকতে এবং জরুরি প্রয়োজনে গয়না বন্ধক রেখে ঋণ পাওয়ার সুবিধার্থে সোনা কেনে। তবে সোনার গয়নার বিশুদ্ধতা সবসময় সহজে নির্ধারণ করা যায় না।সোনা অত্যন্ত নরম হওয়ায় দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষয় সহ্য করতে পারে না। তাই গয়না তৈরির জন্য এর সঙ্গে অন্যান্য ধাতু মেশানো হয়। এই প্রক্রিয়া প্রয়োজনীয় হলেও, এর ফলে, ভেজাল মেশানো এবং বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ভুল তথ্য দেওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। তাছাড়া, একাধিক সংযোগস্থলযুক্ত জটিল নকশার গয়না কিংবা সোনার প্রলেপ দেওয়া সামগ্রীতে প্রকৃত সোনার পরিমাণ নির্ধারণ করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। এ ধরনের অনিয়ম থেকে ভোক্তাদের সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সরকার দেশে সোনার পণ্যের মান নির্ধারণ এবং হলমার্কিং চালুর লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।হলমার্কিং কি ?হলমার্কিং ভোক্তা-সুরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী মূল্যবান ধাতুর সামগ্রীর বিশুদ্ধতা প্রত্যতি হয়। এটি ভোক্তাদের সচেতনভাবে কেনাকাটার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে এবং যে বিশুদ্ধতার সোনা তাঁরা পাচ্ছেন, তার চেয়ে বেশি বিশুদ্ধতার জন্য মূল্য দেওয়ার ঝুঁকি কমায়।হলমার্কিং প্রকল্পঃস্বেচ্ছা ব্যবস্থা থেকে ব্যাপকতর পরিসরে ভারতের সোনার বাজারে নিযন্ত্রক ব্যবস্থার ঘাটতি দূর করার লক্ষ্যে ২০০০ সালে স্বেচ্ছামূলক হলমার্কিং প্রকল্প চালু করা হয়। ভারতে হলমার্কিং প্রকল্প পরিচালনার একমাত্র সংস্থা হিসেবে ভারতীয় মানক ব্যুরো (BIS)-কে চিহ্নিত করা হয়। ভোক্তাদের প্রতারণা থেকে সুরক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দাযিত্ব -কে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, রপ্তানি-প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি এবং ভারতকে সোনার গয়নার একটি অগ্রণী বৈশ্বিক বাজার হিসেবে গড়ে তোলার দাযিত্বও সংস্থাটিকে দেওয়া হয়।রুপোর সামগ্রীর জন্য হলমার্কিং প্রকল্প ২০০৫ সালে চালু হয়। বর্তমানে ভারতে হলমার্কিং প্রকল্পের আওতায় সোনা ও রুপো-উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।সোনার গযনার ক্ষেত্রে, ২০২১-এর ২৩ জুন থেকে ২৫৬টি জেলায় হলমার্কিং বাধ্যতামূলক করা হয়। অ্যাসেয়িং অ্যান্ড হলমার্কিং সেন্টারগুলির সম্প্রসারণের ফলে বর্তমানে এই আওতা বেড়ে ৩৯২টি জেলায় পৌঁছেছে। IS ১৪১৭ অনুযায়ী হলমার্কিং ব্যবস্থায় সোনার ৭টি ক্যারেটের মান (প্রতি হাজারে বিশুদ্ধতার অংশ) অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ ৯গ (৩৭৫), ১৪গ (৫৮৫), ১৮গ (৭৫০), ২০গ (৮৩৩), ২২গ (৯১৬), ২৩গ (৯৫৮) এবং ২৪গক্ষ (৯৯৫)।রুপোর হলমার্কিং স্বেচ্ছামূলক থাকলেও, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে BIS প্রকল্পের আওতায় হলমার্ক করা যেকোনও রুপোর সামগ্রীতে হলমার্ক ইউনিক আইডেন্টি ফিকেশন (HUID) কোড থাকা বাধ্যতামূলক হয়েছে। HUID প্রতিটি হলমার্কযুক্ত গয়নায় চিহ্নিত একটি ছয়-সংখ্যার অনন্য আলফানিউমেরিক কোড, যার মাধ্যমে সামগ্রীটির গতিপথ অনুসরণ করা যায়। সংশোধিত ২১১ঃ২০২৫ মান অনুযায়ী, রুপোর গয়না ও শিল্পসামগ্রীতে বিশুদ্ধতার আটটি মানে (প্রতি হাজারে) হলমার্কিং করা যায়৮০০ (৮০০.০), ৮৩৫ (৮৩৫.০), ৯০০ (৯০০.০), ৯২৫ (৯২৫.০), ৯৫৮ (৯৫৮.০), ৯৭০ (৯৭০.০), ৯৯০ (৯৯০.০) এবং ৯৯৯ (৯৯৯.০)।হলমার্কযুক্ত গয়না কিভাবে যাচাই করবেনহলমার্কযুক্ত গয়না বা শিল্পসামগ্রী কেনার সময় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন দেখে নেওয়া উচিতঃসোনার গয়নাশিল্পসামগ্রীর ক্ষেত্রেঃ BIS স্ট্যান্ডার্ড মার্কঃএই চিহ্নে BIS-এর লোগো থাকে।ন্ড-বিশুদ্ধতাফাইনেনস মার্কঃগয়নার বিশুদ্ধতা নির্দেশ করে যেমন, ২২গ৯১৬।"- HUID (Hallmark Unique Identification) কোড গয়নার জন্য নির্ধারিত অনন্য ছয়-সংখ্যার যাচাইকরণ নম্বর।রুপোর গয়নাশিল্পসামগ্রীর ক্ষেত্রে' শব্দ-সহ BIS স্ট্যান্ডার্ড মার্ক ন্ড-বিশুদ্ধতাফাইনেনস মার্কঃ

উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষায় বড়সড় রদবদলের পথে রাজ্য, নতুন স্কুল তৈরিরও ভাবনা রাজ্যের

নিজস্ব সংবাতা, কলকাতা, ২৪ নভেম্বর ঃ উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার খোলনলচে বদলাতে উদ্যোগী পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কোথাও কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে উচ্চপ্রাথমিক স্কুলের দেখা নেই, আবার কোথাও স্কুল থাকলেও পড়ুয়ার সংখ্যা অত্যন্ত কম। ফলে একদিকে যেমন স্কুলের অভাবে সমস্যায় পড়ছে গ্রামের শিশুরা, অন্যদিকে পড়ুয়া কম থাকায় কার্যত ধুঁকছে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এই দুই বিপরীত চিত্রের মোকাবিলায় এবার রাজ্যের উচ্চপ্রাথমিক স্কুলগুলির পরিকাঠামো ও পড়ুয়ার সংখ্যা নিয়ে নতুন করে তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্কুলশিক্ষা দপ্তর। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই সমস্ত জেলার স্কুল পরিদর্শকদের (এসআই) মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোথায় কত পড়ুয়া রয়েছে, কোন এলাকায় স্কুলের অভাব এবং কোথায় নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন, সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হবে।স্কুলশিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, রাজ্যের বেশ কিছু উচ্চপ্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ৫০-এরও কম। এই ধরনের স্কুলগুলিকে কাছাকাছি অবস্থিত অপেক্ষাকৃত বড় স্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রস্তাব আগেই উঠেছিল। মূলত পড়ুয়ার সংখ্যা কম থাকা স্কুলগুলির পরিকাঠামো ও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সামগ্রিক পরিকল্পনা করতেই এই উদ্যোগ। কিন্তু স্কুলগুলির সংযুক্তিকরণ নিয়ে প্রাথমিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সামনে এসেছে। দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের কিছু এলাকায় উচ্চপ্রাথমিক স্তরের স্কুলের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। কোথাও আবার কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে কোনও উচ্চপ্রাথমিক স্কুলই নেই। ফলে একই নীতিতে সব স্কুলের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয় বলেই মনে করছে শিক্ষা দপ্তর।শিক্ষার অধিকার আইন বা রাইট টু এডুকেশন



(আরটিই) অনুযায়ী, শিশুদের জন্য প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। সাধারণভাবে প্রাথমিক স্কুল এক কিলোমিটারের মধ্যে এবং উচ্চপ্রাথমিক স্কুল তিন কিলোমিটারের মধ্যে থাকার কথা। যাতে বাড়ির কাছাকাছি স্কুলে গিয়ে শিশুরা নিয়মিত পড়াশোনা করতে পারে এবং যাতায়াতের সমস্যায় তাদের শিক্ষা ব্যাহত না হয়, সেই লক্ষ্যেই এই বিধান। কিন্তু বাস্তবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই পরিকাঠামোগত ভারসাম্যের অভাব রয়েছে বলে প্রাথমিক তথ্য থেকে উঠে এসেছে।বিশেষ করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে স্কুলের দূরত্ব বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক স্তরের পড়াশোনা শেষ করার পর অনেক পড়ুয়াকেই উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষার জন্য দূরের স্কুলে যেতে হচ্ছে। কোথাও আবার পর্যাপ্ত স্কুল না থাকায় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। ফলে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের শিশুদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে কোন এলাকায় নতুন স্কুল তৈরি করা প্রয়োজন, কোথায় বিদ্যমান স্কুলের পরিকাঠামো সম্প্রসারণ করা দরকার, তা খতিয়ে দেখতে চাইছে রাজ্য।শিক্ষা দপ্তরের পরিকল্পনা অনুযায়ী, নতুন করে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হতে পারে। যে সমস্ত এলাকায় উচ্চপ্রাথমিক স্কুলের অভাব রয়েছে, সেখানে নতুন স্কুল তৈরির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে। আবার কোথাও উচ্চপ্রাথমিক স্কুল থাকলেও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলিকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে। অর্থা, শুধুমাত্র স্কুল সংযুক্তিকরণ নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন স্কুল তৈরি এবং পুরনো স্কুলের পরিকাঠামো সম্প্রসারণের দিকেও নজর দিতে চাইছে সরকার।তবে উচ্চপ্রাথমিক স্কুলগুলিকে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়ে শিক্ষক সংগঠনগুলির একাংশের মধ্যে আপত্তি রয়েছে। তাদের বক্তব্য, শুধুমাত্র পড়ুয়ার সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কোনও স্কুলকে অন্য স্কুলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। বরং যে সমস্ত স্কুল বর্তমানে দুর্বল অবস্থায় রয়েছে, প্রথমে সেগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি কীভাবে ওই স্কুলগুলিতে পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ানো যায়, সেদিকেও নজর দেওয়া উচিত।বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি এবং নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের একাংশের মতে, স্কুল সংযুক্তিকরণের আগে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করা জরুরি। অনেক ক্ষেত্রে স্কুলের পরিকাঠামোগত সমস্যা, পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাবের কারণে পড়ুয়ার সংখ্যা কমে যায়। সেই সমস্যাগুলির সমাধান না করে স্কুলগুলিকে অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করলে স্থানীয় স্তরে শিক্ষার সুযোগ আরও সংকুচিত হতে পারে।শিক্ষক সংগঠনগুলির মতে, কোনও স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা কম থাকলে প্রথমে সেখানে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ, শ্রেণিকক্ষের উন্নয়ন, পানীয় জল, শৌচাগার এবং অন্যান্য মৌলিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি অভিভাবকদের মধ্যে স্কুলের প্রতি আস্থা বাড়ানোর উদ্যোগও প্রয়োজন। তাতে পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়তে পারে এবং পরবর্তী সময়ে সংযুক্তিকরণের প্রয়োজনীয়তা থাকলে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াও সহজ হবে।সব মিলিয়ে, রাজ্যের উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। একদিকে পড়ুয়াহীন বা স্বল্প পড়ুয়ার স্কুলগুলির ভবিষ্য নির্ধারণ, অন্যদিকে স্কুলের অভাব রয়েছে এমন এলাকায় নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরির পরিকল্পনা-দুই দিকেই নজর দিতে চাইছে স্কুলশিক্ষা দপ্তর। তবে শেষ পর্যন্ত কোন স্কুল সংযুক্ত হবে, কোথায় নতুন স্কুল তৈরি হবে এবং কোন প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হবে, তা নির্ভর করছে জেলা থেকে আসা তথ্যের উপর। শিক্ষা দপ্তরের এই উদ্যোগে রাজ্যের উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষার পরিকাঠামো কতটা বদলায়, এখন সেদিকেই নজর শিক্ষামহলের।প্রতিবেদনটি ৬০০ শব্দে সংক্ষিপ্ত করিশিক্ষক সংগঠনের আপত্তি আরও ভারসাম্যপূর্ণ করি

ইচ্ছে ডানা' ভাবনায় সেজে উঠেছে মধ্য শ্রীরামপুর কিশোর স্টাফ ক্লাবের রাসপুজো, উদ্বোধনে পুলিশ সুপার

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী ঃ পূর্ব বর্ধমান ূরাস উৎসবকে কেন্দ্র করে উৎসবের আবহে মেতে উঠেছে পূর্বস্থলী ১ ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মধ্য শ্রীরামপুর। ঐতিহ্য ও সামাজিক দাযবদ্ধতার মেলবন্ধনে মধ্য শ্রীরামপুর কিশোর স্টাফ ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত রাসপুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। এবছর পুজো কমিটির বিশেষ ভাবনা ইচ্ছে ডানা'। এই ভাবনাকে কেন্দ্র করে আকর্ষণীযভাবে সাজিযে তোলা হয়েছে পুজো মণ্ডপ ও পারিপার্শ্বিক এলাকা।এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার পুলিশ সুপার পুষ্পা, এসডিপিও সুমন দাস, সঞ্জয শাস্ত্রী মহারাজ, থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ, বিধাযক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও পুজো কমিটির সদস্যরা। অতিথিদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে পুজোর উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে ঘিরে ক্লাব সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা।তবে শুধুমাত্র পুজো ও উৎসবের মধ্যেই নিজেদের উদ্যোগকে সীমাবদ্ধ রাখেনি পুজো কমিটি। সামাজিক দাযবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এলাকার দুস্থ ও অসহায় মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। পুজো কমিটির এই উদ্যোগে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ। উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি শীতের মরশুমে অসহায় মানুষের পাশে



দাঁড়ানোর এই প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসিত হযেছে।উল্লেখ্য, মধ্য শ্রীরামপুর কিশোর স্টাফ ক্লাবের রাসপুজোকে ঘিরে প্রতি বছরই দর্শনার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। শুধু পূর্বস্থলী বা আশপাশের এলাকা নয়, দূরদূরান্ত থেকেও বহু মানুষ এই পুজো মণ্ডপ দেখতে ভিড় জমান। পুজোর আকর্ষণ বাড়াতে প্রতি বছরই নতুন নতুন ভাবনা ও সাজসজ্জার মাধ্যমে দর্শনার্থীদের মন জয় করার চেষ্টা করে পুজো কমিটি। এছাড়াও দর্শনার্থীদের জন্য পুজো কমিটির পক্ষ থেকে প্রতি বছরই বিনামূল্যে আইসক্রিম, ফুচকা ও ঘুগনির স্টলের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে পুজো দেখতে আসা ছোট থেকে বড় সকলের কাছেই এই পুজো বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে।সব মিলিয়ে ইচ্ছে ডানা' ভাবনায় সাজানো এবছরের রাসপুজোকে ঘিরে মধ্য শ্রীরামপুরে তৈরি হয়েছে উৎসবের আমেজ। পুজোর আনন্দের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আবারও নজর কাড়ল মধ্য শ্রীরামপুর কিশোর স্টাফ ক্লাব।

আজ থেকেই চালু করতে হবে সাধক বামাক্ষ্যাপা', বড় নির্দেশ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৪ নভেম্বর দর্শকদের বিপুল ভালোবাসা ও প্রেক্ষাগৃহে উপচে পা।া ভি। সত্ত্বেও হল থেকে সরিয়ে দেওয়ার আশঙ্কায় পা।ছিল সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবি সাধক বামাক্ষ্যাপা'। তবে শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেঃদু অধিকারীর কড়া হস্তক্ষেপে কাটল সমস্ত জট। আজ থেকেই রাজ্যের যে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে ছবিটির প্রদর্শন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে পুনরায় শো চালু করার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। গত ২০ নভেম্বর বোলপুরের গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় সাধক বামাক্ষ্যাপার জীবনকাহিনি অবলম্বনে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি। কিন্তু মুক্তির মাত্র এক সপ্তাহের মাথায় প্রেক্ষাগৃহ থেকে ছবিটি সরিয়ে দেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। মঙ্গলবার এক প্রশাসনিক বৈঠকের শুরুতেই নিজে থেকেই এই বিষয়টি উত্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রিয়া সিনেমা হলের মালিককে কার্যত ভর্সনা করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন এই ছবির প্রদর্শন বন্ধ রাখা হয়েছে। স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানান, এই ধরনের ঘটনা বর্তমান সরকার কোনওভাবেই বরদাস্ত করবে না। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে এমন ঘটনা ঘটলেও এখন তা চলবে না। মুখ্যমন্ত্রীর এই কা।া নির্দেশের পরই আজ থেকে ফের প্রেক্ষাগৃহে ছবিটির প্রদর্শন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ছোটপর্দায় দর্শকদের মন জয় করার পর ব।পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেছে সাধক বামাক্ষ্যাপা'। নির্মাতাদের অভিযোগ ছিল, আসন্ন একটি হিন্দি ছবির মুক্তির কারণে একটি নির্দিষ্ট সংস্থার



হল মালিকদের পক্ষ থেকে এই বাংলা ছবিটির শো কমিয়ে দেওয়ার চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে সোমবার বিকেলে এক সাংবাদিক বৈঠকে নিজেদের ক্ষোভ ও হতাশা উগরে দেন ছবির পরিচালক সায়ন্তন ঘোষাল। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ছবির অন্যতম দুই অভিনেতা সব্যসাচী চৌধুরী এবং সাহেব চট্টোপাধ্যায়। সাংবাদিক বৈঠকে পরিচালক জানান, প্রেক্ষাগৃহে ছবি দেখে দর্শকরা আবেগে কঁদে ফেলছেন এবং প্রতিটি শো হাউজফুল হচ্ছে। তা সত্ত্বেও কেন ছবিটি দেখানোর জন্য পর্যাপ্ত হল পাওয়া যাচ্ছে না, তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, রামায়ণ পার্ট ১' মুক্তির সময়েও তাঁদের একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এমনকি কালীপুজোর সময় ছবিটি মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও হল সংক্রান্ত জট ও চাপের কারণেই তা পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন নির্মাতারা। অন্যদিকে, প্রেক্ষাগৃহগুলির বাস্তব চিত্র বলছে ভিন্ন কথা। বিনোদিনী থিয়েটারের বাইরে দুপুর একটার শোয়ের আগে দর্শকদের দীর্ঘ লাইন ও বিপুল উন্মাদনা চোখে পা।ছে। সাধারণ দর্শকদের বক্তব্য, তাঁরা সব ভাষার চলচ্চিত্রকেই সম্মান ও সমর্থন করেন, কিন্তু বাঙালি হিসেবে বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়ানোই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপে হল মালিকদের টনক নড়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন ছবির কলাকুশলী ও অগণিত সিনেমাপ্রেমী।

তোলাবাজিতে ধৃত বিজেপি নেত্রীর পাশে শমীক ও জগন্নাথ

দুরন্ত বার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৪ নভেম্বরঃ তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার এবং পরবর্তীকালে জামিনে মুক্ত রানাঘাটের বিজেপি নেত্রী পিয়া বিশ্বাস ওরফে পিয়ালির পাশে দাঁড়ালেন খোদ দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার। এই ঘটনায় সরাসরি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, পুলিশ ভুল পদক্ষেপ করেছে এবং তাদের বিবৃতি থেকেই স্পষ্ট যে ওই এলাকায় জুয়ার আড্ডা চলছিল। অন্যদিকে, দলীয় নেত্রীর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাকে মিথ্যা বলে দাবি করে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র কটাক্ষের মুখে পড়েছে গেরুয়া শিবির।রানাঘাটের ইন্দিরা কলোনির বাসিন্দাদের অভিযোগের ভিত্তিতে গত বুধবার গভীর রাতে বিজেপির নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সদস্যা পিয়ালি বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছিল রানাঘাট থানার পুলিশ। অভিযোগ ছিল, এলাকায় ৩০ হাজার টাকা তোলা দাবি করেছিলেন তিনি। ধৃত নেত্রীকে মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। অবশেষে গত রবিবার আদালত থেকে জামিন পান পিয়ালি। ধৃত নেত্রীর পাল্টা দাবি ছিল, তিনি তোলাবাজি করতে নয়, বরং এলাকায় চলতে থাকা জুয়ার ঠেক ভাঙতে গিয়েছিলেন।এবার সেই নেত্রীর সমর্থনে মুখ খুলে পুলিশের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ওখানে পুলিশ যে কাজ করেছে, ভুল করেছে। সেটা একটা বিচ্যুতি হয়েছে। পুলিশের নিজের বিবৃতিতেই বোঝা যাচ্ছে যে সেখানে জুয়ার আড্ডা চলছিল। আমরা রাজ্যে প্রান্তিক মানুষ, মহিলা এবং যেকোনও মানুষের জীবন ও যৌবনের স্বার্থে জুয়া বন্ধ করে দিতে চাই। এই ব্যাপারে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি। একই সুরে রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারও পুলিশি পদক্ষেপের সমালোচনা করে বলেন, যারাই এই মামলা করুক, মিথ্যা মামলা হয়েছে। সমস্ত জুয়ার ঠেক বন্ধ করে দিয়ে সুশাসন আনা উচিত। পিয়ালির ভুল বলতে এটাই যে, রাতেরবেলা ওইভাবে একা না গিয়ে দলগতভাবে যাওয়া উচিত ছিল। একা যাওয়ার কারণেই তাঁকে উল্টো মামলা দেওয়ার সুযোগ পেয়ে গিয়েছে। তবে পিয়ালি সত্যের জন্য লড়াই করেই জেলে গিয়েছে।নিজের সরকারের পুলিশের পদক্ষেপ নিয়ে বিজেপি সাংসদ ও রাজ্য সভাপতির এই মন্তব্যে তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ কটাক্ষ করে বলেন, পুলিশ কার অধীনে? মুখ্যমন্ত্রীই তো পুলিশমন্ত্রী।

১৭১ বছরের ঐতিহ্যকে আধুনিক গবেষণা ও প্রযুক্তির নতুন দিশায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা আইআইইসটি শিবপুরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৪ নভেম্বর ঃ ১৭১ বছরের ঐতিহ্যকে শুধু স্মৃতির পাতায় আটকে না রেখে আধুনিক গবেষণা, শিল্প সহযোগিতা, পরিবেশ সচেতনতা ও প্রযুক্তিগত উকর্ষের নতুন দিগন্তে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দিল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, শিবপুর। প্রতিষ্ঠানের ১৭১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের সূচনা হল ক্যাম্পাসে। একদিকে বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ইন্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেনের সঙ্গে মউ স্বাক্ষরের মাধ্যমে ক্যাম্পাসের উদ্ভিদ সম্পদকে বৈজ্ঞানিকভাবে চিহ্নিত ও নথিভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হলো, অন্যদিকে সাইকেল শিল্পের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও পরীক্ষার পরিকাঠামো গড়ে তুলতে এমএসএমই টেস্টিং সেন্টার এবং UNIROX Bikes Private Limited-এর সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি-সব মিলিয়ে প্রতিষ্ঠা দিবসকে ঘিরে একাধিক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলল। পাশাপাশি উদ্বোধন হল নতুন অ্যাকাডেমিক অ্যানেক্স ভবন এবং আধুনিক মাল্টি-স্পোর্টস সিন্থেটিক কোর্ট। এদিন প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর অধ্যাপক ভি এম এস আর মূর্তি সাংবাদিক বৈঠকে জানান, পরিবেশকে জানা, বোঝা এবং তার গুরুত্ব নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়াই বোটানিক্যাল গার্ডেন ও BSI-এর সঙ্গে এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। প্রাথমিক সমীক্ষায় আইআইইসটি ক্যাম্পাসে প্রায় তিন হাজার গাছের সন্ধান মিলেছে। প্রতিটি গাছের পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য ও তথ্য বৈজ্ঞানিকভাবে নথিভুক্ত



করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে কিউআর কোডের মাধ্যমে সেই তথ্য ছাত্রছাত্রী ও দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। আইটি ও কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্রছাত্রীদের উদ্ভাবনী ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে গোটা উদ্যোগকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তুলে ধরার ভাবনাও রয়েছে কর্তৃপক্ষের। অন্যদিকে, সাইকেল পরীক্ষার পরিকাঠামো তৈরির উদ্যোগকে শিক্ষা ও শিল্পের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন হিসেবে দেখছেন কর্তৃপক্ষ। ছাত্রছাত্রীরা বইয়ের পাতায় পড়া স্ট্রেন্থ অফ ম্যাটেরিয়ালসের তত্ত্বকে বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারবেন। ভবিষ্যতে ই-সাইকেল, ইভি, ব্যাটারি স্টোরেজ, গ্রিন এনার্জি ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রেও এই পরিকাঠামো নতুন সুযোগ তৈরি করবে বলে আশা। সাইকেল পরীক্ষার এই উদ্যোগকে ১৭১ বছরের ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির এক প্রতীকী মেলবন্ধন হিসেবেও তুলে ধরেন ডিরেক্টর। এদিন দুপুরে উদ্বোধন করা হয় পাঁচতলা নতুন অ্যাকাডেমিক অ্যানেক্স ভবনের। ২০২৪ সালের জুন থেকে প্রায় ২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই ভবনটি মূলত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের জন্য তৈরি। ভবনে রয়েছে ১০টি সাধারণ শ্রেণিকক্ষ, সাতটি গবেষণাগার, ২০০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, সেমিনার হল এবং শিক্ষক ও গবেষকদের জন্য বিশেষ বসার ব্যবস্থা। পাশাপাশি সন্ধ্যায় উলফেনডেন হলের কাছে উদ্বোধন হবে অত্যাধুনিক মাল্টি-স্পোর্টস সিন্থেটিক কোর্ট। বেঙ্গল বল্ডেড ওয়্যারহাউস লিমিটেডের CSR উদ্যোগে নির্মিত এই কোর্টে রয়েছে দুটি ব্যাডমিন্টন কোর্ট, দুটি পিকলবল কোর্ট এবং একটি টেনিস কোর্ট। ৫০০ লাক্স স্পোর্টস লাইটিংয়ের সুবাদে সন্ধ্যা ও রাতেও খেলাধুলার সুযোগ মিলবে। প্রতিষ্ঠা দিবসের মূল অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন॥IT খড়্গপুরের ডিরেক্টর অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী। প্রযুক্তিগত গবেষণা ও স্বনির্ভরতার গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন তিনি। সম্মানীয় অতিথি প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত তথা ওপিনিয়ন ও ডিপ্লোম্যাটিক প্র্যাকটিসের অধ্যাপক ড. জিতেন্দ্র নাথ মিশ্র বক্তব্য রাখেন Indian Diplomacy in the First Millennium' বিষয়ে। প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের উদ্যোগ তুলে ধরেন GAAABESU-র সভাপতি অমিতাভ দত্ত। এদিন ২৫ বছর বা তার বেশি সময় ধরে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের সার্ভিস মাইলস্টোন অ্যাওয়ার্ড দিয়ে সম্মানিত করা হয়। প্রকাশিত হয় IIEST, Shibpur - A Journey of 170 Years' নামে প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস ও পথচলা তুলে ধরা বিশেষ স্মারক বই। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি বক্তব্যে বোর্ড অফ গভর্নরসের চেয়ারপার্সন তেজস্বিনী অনন্তকুমার দেশের আধুনিক প্রযুক্তি ও শিক্ষাক্ষেত্রে আইআইইসটি-এর অবদানের কথা তুলে ধরে তরুণ প্রজন্মকে প্রযুক্তিগত উকর্ষের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও মানবিক দায়িত্ববোধ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। ১৭১ বছরের ঐতিহ্যের দিনে তাই শুধু অতীতের গৌরব উদযাপন নয়, আগামী দিনের গবেষণা, প্রযুক্তি ও শিক্ষার পরিকাঠামো নির্মাণের পথেও নতুন পদক্ষেপ নিল শিবপুরের এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান।

কেলেঙ্কারিতে নাম জড়ানোর পরেই মমতাবিমুখ ব্রাত্য,দাবি ঋতব্রতর

দুরন্ত বার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৪ নভেম্বরঃ বিভিন্ন কেলেঙ্কারিতে নাম জড়ানোর পর থেকেই শাসক দলের শীর্ষ নেতৃত্বের থেকে দূরত্ব বাড়িয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এবার সেই জল্পনায় ঘৃতাহুতি দিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ দাবি, আগামী দিনে ব্রাত্য বসু আর কখনওই কালীঘাটমুখো হবেন না এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাঁর ভাইপোর ত্রিসীমানায় ভুলেও পা রাখবেন না। একইসঙ্গে প্রাক্তন দলের সতীর্থদের মেধা ও মনন নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিতও দিয়ে রাখলেন তিনি।রাজনৈতিক মহলে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, সাম্প্রতিক নানা কেলেঙ্কারিতে নাম জড়ানো এবং নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকেই সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন ব্রাত্য বসু। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গেও তাঁর দূরত্ব ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। এই আবহেই ব্রাত্যর সুরে সুর মিলিয়ে তাঁদের দীর্ঘদিনের সম্পর্কের গভীরতার কথা তুলে ধরেন ঋতব্রত। তিনি জানান, তাঁদের





সম্পর্ক নিছক রাজনৈতিক গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল না, বরং বিশ্বসাহিত্য, মনস্তত্ত্ব ও মেধাচর্চার জায়গা থেকেই ব্রাত্যর সঙ্গে তাঁর নিবিড় ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল।অতীতের স্মৃতিচারণ করে ঋতব্রত বলেন, তৃণমূলে থাকাকালীন আমাকে যদি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নোবেলে মনোনয়ন কিংবা বরিস পাস্তেরনাক, সিলভিয়া প্লাথ, জেমস জয়েস, ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা বা অস্কার ওয়াইল্ড নিয়ে আলোচনা করতে হত, তবে ব্রাত্য বসু ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প ছিল না। শুধু সাহিত্যই নয়, সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব নিয়েও তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হত বলে জানান তিনি।এই প্রসঙ্গেই নাম না করে প্রাক্তন দলের মন্ত্রী ও নেতাদের বৌদ্ধিক মান নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিরোধী দলনেতা। তিনি জানান, ব্রাত্য বসু মন্ত্রী থাকাকালীন জীবনানন্দ দাশের একটি পঙ্‌ক্তি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বেরিং তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল' নামে একটি বই লিখেছিলেন। সেই বইয়ের নাম শুনে তৎকালীন কয়েকজন মন্ত্রী ও নেতা সেটি ঠিক কী জিনিস, তা জানতে চেয়েছিলেন বলে দাবি করেন ঋতব্রত। শাসক দলকে বিঁধে তাঁর তীব্র কটাক্ষ, যেখানে একটাই পোস্ট, বাকি সব ল্যাম্পপোস্ট, সেখানে ব্রাত্য বসু যে ভাষা প্রয়োগ করবেন, তা অনেকের মাথার উপর দিয়ে যাবেই। ভোটে পরাজয়ের পর ব্রাত্য বসুর রাজনীতির অন্তরালে চলে যাওয়াকে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি' বা স্বস্তির অনুভূতি হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন ঋতব্রত। বিশ্বখ্যাত কবি সিলভিয়া প্লাথের উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে জানান, ব্রাত্য বসু আগামী দিনে সক্রিয় রাজনীতি করুন বা না করুন

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৫০ সংখ্যা, বুধবার্ , ৮ অগ্রাহয়ণ, ১৪৩৩

ভারতের শিক্ষা

কিছুকাল আগে বোম্বায়ে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ বলেন, 'এদেশের সবচেয়ে বড় কর্তব্য আপামর জনসাধারণের ভেতর শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করা এবং বেকার-সমস্যার নিরঙ্কুশ সমাধান করা।' এ অতি সত্য কথা; এমনকি পৃথিবীর বর্বরতম দেশও এ তত্ত্ব মেনে নেবে। কিন্তু প্রশ্ন, শিক্ষার বিস্তার এবং প্রসার করা যায় কী প্রকারে? পূর্ববঙ্গে একটি প্রবাদ আছে - ''যত টাকা জমাইছিলাম শুঁটকি মাছ খাইয়া সকল টাকা লইয়া গেল গুলবদনীর মাইয়া।' যত রকমের খাজনা হতে পারে, যত প্রকারের ন্যায্য-অন্যায্য ট্যাক্স হতে পারে সবই তো চাঁদপানা মুখ করে দিচ্ছি। সরকারের হাতে সে টাকা জমা হচ্ছে এবং তার বেবাক খরচ হয়ে যাচ্ছে, এ-খাতে ও-খাতে, অর্থাৎ গুলবদনীর মাইয়াই সব টাকা নিয়ে যাচ্ছে, শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তার শতাংশের এক অংশও উদ্বৃত্ত থাকছে না। কাজেই গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলি কী করে, পুরনোগুলোই-বা চালু রাখি কোন কৌশলে? কিন্তু আমার মনে হয় পুরনো স্কুল চালু রাখা আর নতুন স্কুল খোলাই শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রধান কর্ম নয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, কোনও বিশেষ গ্রামে গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে একটি ভালো পাঠশালা উত্তমরূপে চালু আছে, প্রতি বৎসর দশ-বারোটি ছেলে শেষ পরীক্ষা পাস করে বেরিয়ে যাচ্ছে, কেউ কেউ বৃত্তিও পাচ্ছে, কিন্তু তবু যে কোনও সময় আপনি সে গ্রামে গিয়ে যদি হিসাব নেন, কটি ছেলে লিখতে পড়তে পারে, তবে দেখবেন দশ-বারোটির বেশি না; বাদবাকি আর সবই লেখাপড়া ভুলে গিয়েছে এবং যে দশ-বারোটি কেঁদে-কঁকিয়ে পড়তে পারে তারাও শীঘ্রই সম্পূর্ণ নিরক্ষর হয়ে যাবে। অবশ্যই আমি এস্থলে সাধারণ চাষা-মজুরের কথাই ভাবছি, মধ্যবিত্ত কিংবা বিত্তশালী পরিবারের কথা উঠছে না। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন, আমরা চাষার ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে দিয়ে ভাবি, আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এ কথা ভাবিনে, তারা পরীক্ষায় পাস করার পর পড়বে কী! তারা পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যায়, তার একমাত্র কারণ তাদের কাছে পড়বার মতো কিছু থাকে না। ইয়োরোপের চাষা-মজুর আমাদের মতো গরিব নয়। তারা যে নিরক্ষর হয়ে যায় না, তার একমাত্র কারণ তারা খবরের কাগজ পড়ে এবং মেয়েরা ক্যাথলিক হলে প্রেয়ার বুক আর প্রটেস্ট্যান্ট হলে বাইবেল পড়ে। অবসর সময়ে হয়তো একখানা নভেল কিংবা ভ্রমণকাহিনী পড়ে, কাজ না থাকলে হয়তো তারা চিঠি-চাপাটিও লেখে, কিন্তু এগুলো আসল কারণ নয়; আসল কারণ খবরের কাগজ, প্রেয়ার বুক এবং বাইবেল। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমাদের চাষা খেতে পায় না, সে খবরের কাগজ কেনার পয়সা পাবে কোথায়?তাই দেখতে পাবেন, সে-চাষা কোনও গতিকে তার ছেলেকে পাঠশালা পাসের সময় একখানা রামায়ণ কিংবা মহাভারত কিনে দিতে পেরেছিল তার বাড়িতে তবু কিছুটা সাক্ষরতা বেঁচে থাকে। এই আংশিক বাঁচাটাও কিন্তু প্রধানত বাঙলা দেশে। হিন্দিভাষীদের তুলসী রামায়ণ পড়ে সে লাভ হয় না, কারণ তুলসীদাসের ভাষা আর আধুনিক হিন্দিতে প্রচুর তফাত। তুলসীদাসের ভাষা দিয়ে আজকের দিনে চিঠি লেখা যায় না, কাশীরাম কিংবা কৃত্তিবাসের ভাষার সঙ্গে কিন্তু আধুনিক বাংলার খুব বেশি পার্থক্য নেই। তাই দেখতে পাবেন মুসলমান চাষা পাঠশালা পাসের পর খুব শিগগিরই নিরক্ষর হয়ে যায়, কারণ সে রামায়ণ-মহাভারত পড়ে না

কৃষ্ণনগরের 'বুড়ি মা'

নদিয়ার কৃষ্ণনগরের চাষাপাড়ার বুড়িমা। বয়স ২৫৪ বছর! শুধু পুজো নয়, তাঁকে ঘিরে রয়েছে এমন কিছু কাহিনি, যা জানলে অবাক হবে তুমি। একসময় যাঁর পরিচয় ছিল চাষা মা, কীভাবে তিনি হয়ে উঠলেন সকলের প্রিয় বুড়িমা? এক রিকশাচালকের মুখের ডাকের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর নামকরণের জনশ্রুতি। আবার দেবীর স্বপ্নাদেশেই নাকি চাষাপাড়ার লেঠেলদের হাতে এসেছিল পুজোর দায়িত্ব। ভক্তদের মানত পূরণ হলে দেবীর চরণে নিবেদন করা হয় সোনার গয়না। সেই গয়নার পরিমাণ এতটাই বেশি যে সারা বছর সেগুলি ব্যাঙ্কের লকারে সংরক্ষণ করতে হয়। রয়েছে বিশাল মহাভোগের আয়োজন, প্রসাদ ঘিরে ভক্তদের বিশ্বাস এবং বিসর্জনের এক ব্যতিক্রমী রীতি। কৃষ্ণনগরের অন্য সব প্রতিমার বিসর্জন শেষ হওয়ার পরেই সবার শেষে বিদায় নেন বুড়িমা। ২৫৪ বছরের এই ঐতিহ্যের পিছনে লুকিয়ে থাকা কাহিনিগুলি জানলে কৃষ্ণনগরের এই পুজোকে নতুন করে চিনবে তুমি। নদিয়ার কৃষ্ণনগরের চাষাপাড়ার বুড়িমা। বয়স ২৫৪ বছর। প্রতি বছর কার্তিক মাসে তাঁকে ঘিরে যে উন্মাদনা তৈরি হয়, তা শুধু একটি পুজোকে কেন্দ্র করে নয়, বরং কয়েক প্রজন্মের বিশ্বাস, ঐতিহ্য এবং নানা অজানা কাহিনির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। ভক্তদের বিশ্বাস, বুড়িমার কাছে মনস্কামনা জানিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করলে মনের ইচ্ছা পূরণ হয়। কেউ আসেন সংসারের মঙ্গল কামনায়, কেউ আবার জীবনের কঠিন সমস্যা থেকে মুক্তির আশায়। কিন্তু এই বুড়িমার নাম কীভাবে হল? কেনই বা তাঁর পুজোর দায়িত্ব রাজপরিবারের বদলে সাধারণ মানুষের হাতে এল? প্রচলিত ইতিহাস অনুযায়ী, ১৭৭২ সালে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর সূচনা হয়। কথিত রয়েছে, দুর্গাপুজোর সময় বন্দি থাকায় মহারাজা ঠিক সময়ে দেবীর আরাধনা করতে পারেননি। পরে স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু করেন। তবে চাষাপাড়ার বুড়িমার বারোয়ারি পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরও একটি আলাদা জনশ্রুতি। কথিত আছে, দেবীর নির্দেশেই চাষাপাড়ার লেঠেলদের হাতে এই পুজোর দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল। সেই থেকেই সাধারণ মানুষের উদ্যোগে পুজোর আয়োজন শুরু হয়। আরও চমকপ্রদ কাহিনি রয়েছে বুড়িমা নামকরণ নিয়ে। একসময় এই দেবী পরিচিত ছিলেন 'চাষা মা' নামে। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, এক রিকশাচালক দেবীকে 'বুড়িমা' বলে ডাকতেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। ধর্ম গ্রন্থ সব কিছুই ভরসা করে মায়ের শক্তির ওপরে।

সাধক রামপ্রসাদ



সাধক রামপ্রসাদ শ্যামা মায়ের সেবা করতেন। শুধু রামপ্রসাদকে নিজের সন্তানের মতো মা শ্যামা ভালোবাসতেন। শ্যামা মা তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলতেন, রামপ্রসাদ আমার প্রাণ। নরেনের গান না শুনলে আমার ভালো করে ঘুম হয় না। প্রতিদিন ভক্ত রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীত শুনতেন মা কালী। রামপ্রসাদ তো একেবারে শ্যামা সঙ্গীত গান গেয়ে বিহ্বল হয়ে যেতেন। যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললে তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত হন না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। মাতৃভক্তদের পরাস্ত করা খুবই কঠিন। কারণ মাতৃভক্তরা সব সময়ে সত্যের পুজারি। তারা সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী। রামপ্রসাদ সব সময়ে মা শ্যামাকে নিয়ে গান রচনা করে চলতেন। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। সত্যের উপাসক হতে হবে।

নবদ্বীপ রাসের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র 'পোড়া মা তলা'

নবেন্দু সাহা, নবদ্বীপ

বৈষ্ণবদের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র হলো নবদ্বীপ। কারণ এই নবদ্বীপেই আবির্ভূত হয়েছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাভূমি এই নবদ্বীপ। তাই প্রতিদিন প্রচুর সংখ্যক বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মানুষেরা নবদ্বীপে আসেন পূণ্যলাভের আশায়। এছাড়াও অনেক সাধারণ মানুষও নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতিবিজরিত বিভিন্ন স্থানসমূহ, মন্দির নগরী নবদ্বীপ দেখতে আসেন।

এই নবদ্বীপের অন্যতম দ্রষ্টব্য হল, পোড়ামা তলা। নবদ্বীপে যারা তীর্থ করতে, পুন্য অর্জন করতে কিংবা বেড়াতে, যে উদ্দেশ্যেই আসেন না কেন, তারা প্রত্যকেই একবার পোড়ামা তলায় এসে মাকে, দর্শন করে যাবেন, কেউবা পুজোও দেবেন। পোড়ামা তলার 'পোড়া মা'কে নিয়ে মানুষের মধ্যে কেন এত আকর্ষণ, কেন এতো কৌতূহল তাই নিয়েই আজকের এই পোস্ট। পোড়ামা তলার 'পোড়া মা'কে নিয়ে রয়েছে নানা লৌকিক/অলৌকিক কাহিনী, গল্প, মিথ জনশ্রুতি ও ইতিহাস।

কেউ কেউ বলেন আজ যেটা পোড়ামা তলা নামে খ্যাত কোনো এক সময় এই স্থানের নাম ছিল চিনাডাঙ্গা। নবদ্বীপ বৈষ্ণবদের তীর্থক্ষেত্র হলেও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পূজিত হয়ে আসছেন শক্তির দেবী, 'পোড়া মা' । পোড়া মা নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী লৌকিক দেবী। দেবী খুবই জাগ্রত এবং নিত্য পূজিত। এখানে দেবীর কোনো মূর্তি নেই। বট গাছের গোড়ার দিকের কোটরে দুটি ইঁটের ওপর ঘট স্থাপনা করে দক্ষিণাকালীকার ধ্যানমন্ত্রে দেবী পূজিত হন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বৃহদ্রথ নামে এক সিদ্ধ সন্ন্যাসী নবদ্বীপে এক বনের মধ্যে জগন্মাতার ঘট স্থাপন করে তার আরাধনা করতেন। পরবর্তী কালে পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম (এনার পিতামহ ছিলেন ব্রহদ্রথের শিষ্য) ওই ঘটটি নিয়ে এসে নবদ্বীপের কেন্দ্রস্থলে এক বটগাছের নীচে ঘটটি স্থাপন করে তার পূজার্চনা করতে থাকেন। এবং সেখানে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন।

একবার হঠাৎই এক অগ্নিকান্ডে বট বৃক্ষটি পুড়ে গেলে বাসুদেব সার্বভৌমের আরাধ্যা দেবী 'পোড়া মা' নামে খ্যাত হন। অন্য আর একটি মতে (গদাধর বংশীয় রামগোপাল তর্কতীর্থের বর্ণনা নুযায়ী) বাসুদেব সার্বভৌমের বহু আগে রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ নামে এক দক্ষিণাকালীর সাধক ছিলেন। তিনি ছিলেন কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের টীকাকার। কোনো এক সময় গোপাল মন্ত্রে সিদ্ধ এক পন্ডিতের সাথে শাস্ত্রীয় বিতর্ক হয়। সেই সময় এইরকম বিভিন্ন পন্ডিতদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক হতো। এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো। এবং সেই বিতর্কে কোনো না কোনো পক্ষ হেরে যেতেন। কিন্তু এই জয় পরাজয়কে কেউই খারাপ চোখে দেখতেন না। তারা মনে করতেন এই বিতর্কের মধ্যে দিয়ে আসল সত্যটা বেরিয়ে আসতো। এবং সেটাই সবাই গ্রহণ করতো বা মেনে চলতো।

তো সেই বিতর্কের সময় একটা শর্ত



আরোপ করা হয়েছিলো যে, যিনি পরাজিত হবেন তিনি জয়ী ব্যক্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন।

তো সেই বিতর্কে রামভদ্র সিদ্ধান্ত বাগীশ পরাজিত হয়ে তার ইষ্টমন্ত্র ত্যাগ করতে উদ্যত হলে হঠাৎই তার ইঁটের বাড়িতে আগুন লেগে ভস্মীভূত হতে থাকে। তিনি সেই সময় আগুনের ভেতর দেবীর করাল মূর্তি দেখতে পান, আরও দেখতে পান দেবীর কোলে গোপাল উপবিষ্ট। সিদ্ধান্তবাগীশ কোনোক্রমে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে আগুন নেভাতে সক্ষম হন। তার পুরো বাড়টি ভস্মীভূত হলেও বাড়ীর দুটি ইঁট বাঁচাতে সক্ষম হন। পোড়ামা তলায় বটগাছের অভ্যন্তরের ছোট্ট কুঠুরিতে আজও সেই দুটি ইঁটের ওপর ঘট স্থাপনা করে মায়ের পুজো হয়। ঐতিহাসিক ভোলানাথ চন্দ ১৮৪৫ সালে পোড়া মা তলার বট গাছটিকে একশো বছরের প্রাচীন বলে চিহ্নিত করেন।

আর এক মতে, পঞ্চদশ শতকে বা তারও আগে এক তান্ত্রিক সাধু নবদ্বীপের সিমুলিয়া গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'পরমা'কে, আজ যে স্থান পোড়ামাতলা নামে খ্যাত, সেই স্থানে নিয়ে আসেন। তখন এই অঞ্চল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ, বন্যপশুদের আবাসস্থল। তিনি সেই জঙ্গল পরিষ্কার করে একটি সংস্কৃত টোল প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় নবদ্বীপে অনেক টোল বা চতুষ্পাঠী ছিলো। সেখানে ছাত্ররা নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। সেই সময় নবদ্বীপ ছিল শিক্ষা ও সাধনার পীঠস্থান। সেইসময় বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন, আলোচনা, চর্চার ও নানা বিষয়ে বিতর্কসভার সমৃদ্ধস্থল ছিলো এই নবদ্বীপ। সেইজন্য নবদ্বীপকে, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হত। সেই তান্ত্রিকের প্রতিষ্ঠিত টোলে পড়ুয়াদের সমাগম হতো। সেই সাথে, দেবী পরমার আরা ধনাও হত। কালক্রমে তা, পড়ুয়া দের আরাধ্যা মা থেকেই 'পোড়া মা' কথাটার উৎপত্তি। সমাচার দর্পন পত্রিকায় (১২৩৩ সাল) একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদে জানা যায় নবদ্বীপে কাশীনাথ নামে এক পণ্ডিতের টোল ছিল। এক অগ্নিকাণ্ডে তার টোল ও ভদ্রাসন ভস্মীভূত হয়ে যায়। তবে সেটাই কি এই জায়গা এ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। আবার কারো মতে, নদীয়ারাজের দেওয়ান কার্তিক চন্দ্র রায় (১৮১০-১৮৮৫) 'পোড়া মা' সম্পর্কে লিখছেন যে, ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দশ শতকে জনৈক যোগী এই বটবৃক্ষমূলে দেবীর ঘট স্থাপনা করে পূজার্চনা করতে থাকেন। কালক্রমে বিভিন্ন ভক্ত আর পুন্যার্থীদের কাছে এই স্থানটি পবিত্র ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ভক্তের দল চিনি, সন্দেশ আর মালা দিয়ে মায়ের পুজো দিতেন।

এক সময়ে এই মায়ের থানে বলিপ্রথা চালু ছিলো। এখনো কৃতীদের উপাধি প্রদান করা হতো এই 'পোড়া মা' সামনে বটবৃক্ষাতলে। পোড়া মা তলা নামের পেছনে আরও দুটি মত পাওয়া যায়। এক, পাড়ার মা কথা থেকে পোড়া মা'র উৎপত্তি। দু নম্বর হলো, পরমায়া থেকে 'পোড়া মা' র উৎপত্তি। 'পোড়া মা' যে শুধু শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাই নয় তিনি পরম বিদ্যাদায়িনী বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী, বিদগ্ধজননী সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

আজও সরস্বতী পুজোর দিন, শ্রী পঞ্চমী তিথিতে 'পোড়া মা'কে নীল সরস্বতী রূপে পুজো করা হয়।কথিত আছে পুরাকালে কোনো এক সময়ে এই বটগাছটি শুকিয়ে যেতে থাকে। সেই সময় নবদ্বীপের বিভিন্ন পন্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা আলোচনা করে বটগাছটিকে পুনর্জীবীত করার জন্য হোম, যজ্ঞ করতে থাকেন। তারপর ১০৮ ঘড়া গঙ্গাজল ঢেলে বট গাছটিকে পুনর্জীবন দিতে সক্ষম হন। সেই থেকে প্রতি বছর স্নানযাত্রা তিথিতে মহা আড়ম্বরে পোড়া মা তলায় ১০৮ ঘড়া গঙ্গাজল ঢালা হয়।

রাস উৎসবের ইতিহাস

রবীন্দ্রকুমার শীল

পূর্ণিমায় নবদ্বীপের রাসযাত্রার মুল তত্ত্ব হল ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়ম বাংলায় বারো মাসে তেরো পার্বণ কথাটা প্রচলিত রয়েছে। বিদেশি দেশের কাছে ভারতবর্ষ হচ্ছে দেবদেবীর দেশ। পুরাণের দেশ। রামায়ণ, মহাভারতের দেশ। এই ভরত দেশ হচ্ছে ধর্মগুরুদের দেশ। ধর্মের দেশ হচ্ছে ভারতবর্ষ। ভরতের হিন্দু ধর্মের বহু পরিবর্তন হয়ে আজকের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। হিন্দু ধর্মের বিবর্তন ঘটেছে। প্রাচীন যুগের হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বর্তমান কালের হিন্দু ধর্মের মধ্যে কোনও মিল খুঁজে পাওয়া দুস্কর। বিস্তর ফারাক। তবুও বহু পুজোর মধ্যে এখনও প্রচীন রীতিনীতি স্পর্শ রয়েছে। তবে সেখানেও কিছু পরিবর্তন এসেছে যুগের তাগিদে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। সেই কারণে অতীতের শঙ্করাচার্যের ভারতের সঙ্গে বর্তমান কালের রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং চৈতন্যদেবের ভারতের মিল একেবারে দেখতে পাওয়া একবারে অসম্ভব। সেই কারণে বলা যেতে পারে যে নবদ্বীপের রাসযাত্রাতেও বিবর্তন এসেছে। অতীতের রাসযাত্রার সঙ্গে বর্তমান নবদ্বীপের রাসযাত্রার সঙ্গে একেবারে মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। প্রথম দিকে নবদ্বীপের রাসে ঘট পুজো। তখন বলা হতো 'ঘট পূর্ণিমা'। মাঝখানে শ্রীকৃষ্ণকে বসিয়ে চারদিকে সখীরা চাকা ঘুরিয়ে চক্ররাস শুরু করতো। নবদ্বীপে বৈষ্ণব আখড়া এবং বৈষ্ণব ভজন কুঠিতে এখনও এই ধরনের রাসযাত্রা দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন সাধকেরা তাঁদের ইষ্টদেবতাকে সন্তুষ্ট করতে পুজো শুরু করলেন। তার শুরু হল বর্ণ ভিত্তিক রাসযাত্রা। সেই কারণে দেখতে পাওয়া গিয়েছে নবদ্বীরে রাসযাত্রা বিভিন্ন দেবদেবীর পুজো হচ্ছে। আসলে ধর্ম বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হিন্দু দেবদেবী এক এবং অদ্বিতায়ম। সেই তত্ত্বকে বোঝাতে রাসের সময়ে বহু দেব দেবীর পজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। ভক্তরা তাদের প্রিয় দেব দেবীর পুজো করেন বটে। কিন্তু মনে প্রাণে নবদ্বীপের বাসীরা মনে করেন বিভিন্ন দেব দেবী পুজো করলেই সব পুজো কিন্তু একটি স্থানে গিয়ে পৌঁছায়। দেব দেবীর বিভিন্ন ভাবে ভক্তদের কাছে প্রকাশিত হলেও আসলে সবাই কিন্তু একই। দেব দেবীরা ভক্তদের কাছে বিভিন্ন রূপ নিয়ে উপস্থিত হন বটে। কিন্তু মুলত একই ঈশ্বরের পুজো করা হচ্ছে। পোড়ামাতলায় কংস বণিকের 'শ্যামা'। চারাচারি পাড়ায় কর্মকারদের 'ভদ্রকালী'। তেঘরি পাড়াতে মৎস্যজীবীদের 'মেজ শ্যামা'। শ্রীবাসঅঙ্গনে খাড়ালদের 'বিন্ধ্যবাসিনী'। মালঞ্চ পাড়ায় দাসদের (কর্মকার) 'শ্যামা' পুজো। ১৯৩০সাল থেকে জাতপাতহীন বারোয়ারী পুজো শুরু হয়ে গেল। সেই বারোয়ারী পুজোয় পাড়ার সব সম্প্রদায়রা অংশ গ্রহণ করতে থাকলো। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলোতে 'ভারত মাতা' বা 'ভবানী মাতা'র পুজো শুরু হল নবদ্বীপে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনও নবদ্বীপের রাসযাত্রাকে প্রভাবিত করেছিল। তার ফলে 'ভবানী মাতা' এবং 'ভারত মাতা'র পুজো শুরু হল। রয়েলস ক্লাব বিশাল আকারে আলোকমালা প্রচলন করলো। পোড়ামাতলায় 'মহিষমর্দ্দিনী' পুজো শুরু হয়। এই একটি মাত্র প্রতিমা তিনদিন পুজো হয়। শাক্তরসে ভক্ত রাজা নবকৃষ্ণ নবদ্বীপের রাসযাত্রাকে সফল করতে বহু অর্থ দান করতেন। কলকাতার দুর্গা পুজো, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো এবং নবদ্বীপের রাসযাত্রা জগৎ বিখ্যাত। নবদ্বীপের রাসযাত্রাকে কেন্দ্র করে সব ধর্মের মানুষেরা এসে মিলিত হয়। এই রাসযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে সব ধর্মের মনুষেরা। বৈষ্ণব এবং শাক্ত একেবারে মিলে মিশে এক হয়ে যায়। এদের মধ্যে কোনও বিভেদ দেখা দেয় না। পুরাণ মতে নরকাসুর লক্ষাধিক গোপীকে অপহরণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করে গৌপদের উদ্ধার করেন। শ্রীকৃষ্ণ যেখানেই নারীদের লাঞ্ছনা দেখেছেন সেইখানেই তিনি উপস্থিত হয়ে নারীদের রক্ষা করেছেন। সেই কারণে আমরা দেখতে পাই মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর লজ্জাকে রক্ষা করতে তিনি বস্ত্রদান করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কৌরবরা দ্রৌপদীকে একেবারে উলঙ্গ করে দিতে পারেনি। সেই কারণে শ্রীকৃষ্ণ একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন য়ে কৌরবদের একেবারে ধ্বংস করে দেবেন। সেই কারণে দেখতে পাওয়া যায় যে শ্রীকৃষ্ণ নারীদের সম্মান রক্ষা বদ্ধ পরিকর ছিলেন। ভারতের মহিলা মহল তাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রেম দিতে শুরু করে দিয়েছিল। রাধা কৃষ্ণ প্রেম একেবারে রোমিও জুলিয়েটের মতো জগত বিখ্যাত। বস্ত্রহরণের দিন শ্রীকৃষ্ণ ভগবত ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি কার্তিক পূর্ণিমায় গোপীদের সঙ্গে রাস লীলা করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাই যোগমায়াকে সঙ্গে নিয়ে রাসলীলায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীকৃষ্ণ। বহু গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ মিলিত হলে গোপীরা নৃত্য পরিবশন করে শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে থাকে। আসলে শ্রীকৃষ্ণকে মহিলাদের পচ্ছন্দের কারণ নারী সুরক্ষা।

বাংলাদেশের অস্থিরতা, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকা

শিবনাথ দাস

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজ নৈতিক অস্থিরতা এবং সংখ্যা লঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ আজ আর কেবল একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নয়। ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও আত্মীয়তার বন্ধনে দুই বাংলা গভীরভাবে যুক্ত। পদ্মা ও গঙ্গার জল আলাদা পথে প্রবাহিত হলেও দুই পারের মানুষের আবেগ ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার একই বৃহত্তর বাঙালি সত্তার পরিচয় বহন করে। তাই বাংলাদেশের কোনও অশান্তির খবর এপার বাংলার মানুষকে বিচলিত করবে, এটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে ওপার বাংলার সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, অগ্নিসংযোগ এবং নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ সামনে এলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উদ্বেগ আরও বেড়ে যায়।

এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ প্রশ্ন হল, বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার দাবিতে সরব হওয়ার পাশাপাশি কীভাবে পশ্চিমবঙ্গের শান্তি, সম্প্রীতি ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব? এই কঠিন সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বিজেপি সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাঃ মানবাধিকারের প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংঘাতের প্রভাব যেন কোনওভাবেই সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ওপর না পড়ে। বিশেষ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সে দেশের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নৈতিক ও সাংবিধানিক দায়িত্ব। ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে কোনও নাগরিককে আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করতে হবে, এমন পরিস্থিতি কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে কাম্য নয়। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেখানে বসবাস করছেন। তাঁদের বাড়ি, জমি, ব্যবসা, মন্দির এবং পূর্বপুরুষের স্মৃতি সেই দেশের মাটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। তাঁদের নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে

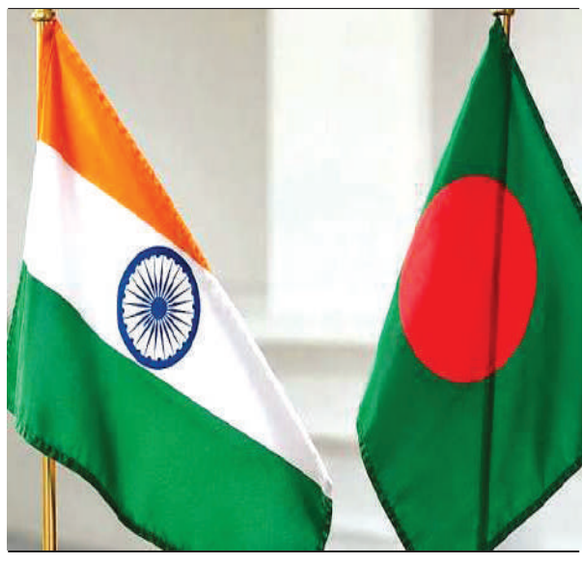

বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি হামলার অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং অপরাধীদের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। অপরাধীর রাজনৈতিক বা ধর্মীয় পরিচয় নয়, অপরাধের ভিত্তিতেই বিচার হওয়া উচিত।

কূটনৈতিক সংবেদনশীলতায় রাজ্য সরকারের ভূমিকা ঃ বিদেশনীতি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। তবে প্রতিবেশী দেশের পরিস্থিতির প্রভাব যখন রাজ্যের মানুষের ওপর পড়ে, তখন রাজ্য সরকারেরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকে।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্যোগ তাৎপর্যপূর্ণ। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্যবাসীর উদ্বেগ পৌঁছে দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য সমন্বয় গড়ে তোলাই একজন দায়িত্বশীল মুখ্যমন্ত্রীর কাজ।

রাজ্য সরকারের উচিত বিদেশমন্ত্রক ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা, সীমান্ত বর্তী এলাকার পরিস্থিতি এবং সম্ভাব্য মানবিক সংকটের বিষয়গুলি কেন্দ্রের কাছে তুলে ধরতে হবে। একই সঙ্গে চিকিৎসা ও জরুরি মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পদক্ষেপ করা প্রয়োজন।

সীমান্ত সুরক্ষা ও মানবিকতার ভারসাম্য ঃ বাংলাদেশের অস্থিরতার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে পড়তে পারে। উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, কোচবিহার ও দক্ষিণ দিনাজপুরের মতো জেলাগুলিতে প্রশাসনকে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।

সীমান্ত নিরাপত্তার প্রধান দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর। তবে রাজ্য পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বিএসএফের কার্যকর সমন্বয় থাকা জরুরি। অবৈধ অনুপ্রব

কেঁপে উঠল উত্তরবঙ্গ নেপালের ভূমিকম্পে কম্পন দার্জিলিং ও সিকিমেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ২৪ নভেম্বর ঃ মঙ্গলবার সকালে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরবঙ্গ। দার্জিলিং, শিলিগুড়ি- সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় কম্পন অনুভূত। আজ, মঙ্গলবার ভোরে নেপালের কোশি অঞ্চলে রিখটার স্কেলে ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। তার জেরে পরপর দু'বার কম্পন অনুভূত হয় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায়। দার্জিলিং-সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় এই কম্পন অনুভূত হয়। পরপর দু'বার ভূমিকম্পের জেরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। কেঁপে উঠেছে বিহারের বেশ কয়েকটি জেলাও। ভূমিকম্পের তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার ভারতীয় সময় সকাল ৭টা ২ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডে এই কম্পন রেকর্ড করা হয়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল নেপাল। বিহারের একাধিক জেলায় কম্পন অনুভূত হওয়ার খবর মিলেছে। তবে কোন কোন এলাকা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৩। ভূপৃষ্ঠ থেকে ২০ কিলোমিটার গভীরে ছিল এর উসস্থল। ভূমিকম্পের ভৌগোলিক অবস্থান রেকর্ড করা হয়েছে ২৭.৮৫৫ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৭.৯০৯ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে। ভূমিকম্পের জেরে এখনও পর্যন্ত কোনও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি বা কারও আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

কমল দৃশ্যমানতা, পারদ নামতেই ঘন কুয়াশা জলপাইগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৪ নভেম্বর ঃ তাপমাত্রার পারদ নিম্নমুখী হতেই ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকল উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি। মঙ্গলবার ভোর থেকেই গোটা জেলা জুড়ে ব্যাপক কুয়াশা লক্ষ্য করা গেছে। সকাল সোয়া ৭টা নাগাদও শহরের রাস্তাঘাট ও জাতীয় সড়ক ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল, যার জেরে দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে যায়। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, রাজ্যে শীতের আমেজ ক্রমশ জোরালো হচ্ছে এবং জলপাইগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে রাতের ও ভোরের তাপমাত্রা অনেকটাই কমেছে। তাপমাত্রার এই পতনের ফলেই এদিন সকালে ঘন কুয়াশার দাপট দেখা দেয়। দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ার কারণে সকাল থেকেই জলপাইগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকার সড়কপথে যান চলাচলের গতি অনেকটাই শ্লথ হয়ে পড়ে। দুর্ঘটনা এড়াতে সকালের দিকেও হেডলাইট জ্বালিয়ে ধীরগতিতে গাড়ি চালাতে দেখা যায় চালকদের। সূর্য ওঠার পর বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা কিছুটা কাটতে শুরু করলে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়।

কুয়ো থেকে বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার, ছেলের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২৪ নভেম্বর ঃ কোটশিলা থানার ম্যোটালা গ্রামে এক বৃদ্ধার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। কুয়ো থেকে তাঁর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ছেলে সাধন টুডুর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠেছে। তদন্তে নেমে পুলিশ সাধন টুডুকে গ্রেফতার করার পর এদিন পুরুলিয়া জেলা আদালতে পেশ করলে বিচারক তাকে ছয় দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। অভিযোগপত্র অনুযায়ী, ওই বৃদ্ধার ছেলে মদন টুডু জানিয়েছেন , গত ১০ আগস্ট ২০২৬ রাত আনুমানিক সাড়ে ৮ টা নাগাদ তাঁর মা দুমকি টুডু রাতের খাবার খেয়ে ঘরের বাইরে শৌচকর্মের উদ্দেশ্যে যান। অভিযোগ, এরপর থেকে তিনি আর ঘরে ফিরে আসেননি। পরদিন ঘরের পাশের একটি কুহুতে বৃদ্ধা মহিলাকে পড়ে থাকতে দেখেন। অভিযোগের ভিত্তিতে কোটশিলা থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ মৃতার ছেলে সাধন টুডুকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে এদিন পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতের ছয় দিনের পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করেন। ঘটনার প্রকৃত কারণ ও খুনের অভিযোগ খতিয়ে দেখছে কোটশিলা থানার পুলিশ।

অগ্রহায়ণ মানেই নবান্ন, রূপপুরে রুদ্রদেব মন্দিরে জাঁকজমক সহকারে পালিত হল নবান্ন উৎসব

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৪ নভেম্বর ঃ অগ্রহায়ণ মাস মানেই গ্রাম বাংলায় নবান্নের মাস। মাঠে মাঠে সোনালি ধান, কৃষকের হাতে কাস্তে, আর ঘরে ঘরে নতুন ধানের মিষ্টি সুবাস। এইসব নিয়েই শুরু হয় নবান্ন উৎসব।



বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের অন্যতম এই উৎসব। মুর্শিদাবাদের কান্দির রূপপুরে রুদ্রদেব মন্দিরে পালিত হল এই নবান্ন উৎসব। সকাল থেকেই মন্দির চত্বরে ছিল উৎসবের আমেজ। নবান্নের অর্থ নতুন অন্ন। নতুন ধান ঘরে তোলার পর সেই ধান দিয়ে প্রথম ভাত রান্না করে দেবতাকে নিবেদন করা হয়। তারপর প্রতিবেশীদেরকে খাওয়ানোর মাধ্যমে পালিত হয় নবান্ন উৎসব। রূপপুরে নবান্ন পালন করতে আসা গায়ত্রী দাস বলেন, অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই আমাদের ঘরে ঘরে নতুন ধান ওঠে। তখন সেই নতুন আতপ চালের সাথে দুধ, কলা, বিভিন্ন ফল মিশিয়ে আমরা প্রথমে দেবতাকে নিবেদন করি। তারপর সেই নতুন চাল দিয়ে ভাত তৈরি হয় এবং তার সঙ্গে থাকে পাঁচ তরকারি, ভাজা, পায়েস। আত্মীয়-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলে মিলে আমরা এই খাবার খেয়ে নবান্ন উৎসব পালন করি। রূপপুরের বাসিন্দা রাজশেখর দাস বলেন, এই নতুন চাল দিয়ে প্রথমে ঈশ্বরের পুজো করা হয়। যাতে আমাদের ঘরে সারাবছর সুখ- সমৃদ্ধি বজায় থাকে। এখানে বিভিন্ন মন্দিরেই নবান্ন উৎসব পালন করা হয়। তবে এর মধ্যে রূপপুরের এই রুদ্রদেব মন্দিরে অতি জাঁকজমক সহকারে পালিত হয় এই পার্বণ। তিনি আরও বলেন, ঠাকুরকে নিবেদিত প্রসাদ নিয়ে প্রথমে কলার ভেলা তৈরি করে তাতে পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হয়। তারপর আতপের গুঁড়ো সঙ্গে দুধ, ফল, চিনি মিশিয়ে 'নবান্ন' করে সেটাকে পান করা হয়। এছাড়াও নতুন চালের ভাত, তার সাথে ভাজা, তরকারি রান্না করে সবাইকে খাইয়ে আমাদের নবান্ন পালিত হয়। প্রসঙ্গত, নবান্নের দিন সকলের বাড়িতে সকাল থেকেই ফুটে ওঠে ব্যস্ততার চিত্র। উঠোনে আলপনা, কলাগাছ, আমপাতা দিয়ে সাজানো হয় ঘর। নতুন ধান থেকে চাল করে সেই চালের ভাত হয়। ভোর থেকেই রূপপুরের প্রতিটি বাড়িতে শুরু হয়ে যায় তোড়জোড়। মহিলারা ব্যস্ত চাল কোটা, তরকারি কাটা, পিঠে বানানোয়। পুরুষরা ব্যস্ত মন্দিরে পুজোর আয়োজনে। ছোটরা ব্যস্ত আলপনা দিতে, ফুল তুলতে। তবে নবান্ন শুধু খাওয়া-দাওয়ার উৎসব নয়, এটি কৃতজ্ঞতার উৎসব। যে মাটি ফসল দিল, যে কৃষক ঘাম ঝরালো, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর দিন। প্রথম অন্ন দেবতাকে দিয়ে, তারপর প্রতিবেশীকে নিয়ে খাওয়া - এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে বাংলার আসল সংস্কৃতি। বর্তমানে শহুরে জীবনে যখন নবান্নের মতো উৎসব হারিয়ে যেতে বসেছে, তখন কান্দির রূপপুরের এই আয়োজন যেন মনে করিয়ে দেয়, গ্রাম বাংলার মাটির টান এখনও অটুট। নতুন ধানের গন্ধে, পায়েসের মিষ্টতায়, আর একসঙ্গে বসে খাওয়ার আনন্দে, রূপপুরের রুদ্রদেব মন্দিরে এবারের নবান্ন হয়ে উঠল সত্যিকারের মিলন উৎসব।

পুকুরে ঝাঁপ দিয়েও রক্ষা পেলেন না তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য!

পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে তোলা, বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে মারধরের অভিযোগ, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে চাঞ্চল্য

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৪ নভেম্বর ঃ তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যকে পায়ে দড়ি বেঁধে পুকুর থেকে টেনে তোলা হচ্ছে। এরপর তাঁকে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছে। এমনই চাঞ্চল্যকর ছবি ধরা পড়েছে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কালনা ১ নম্বর ব্লকের কাকুড়িয়া পঞ্চায়েত এলাকায়। আক্রান্ত পঞ্চায়েত সদস্যের নাম সুমিত ঘোষ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই গ্রামছাড়া ছিলেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য সুমিত ঘোষ। অভিযোগ, দীর্ঘদিন পর গতকাল তাঁকে এলাকায় দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরই তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয়। সেই সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, গ্রামবাসীদের হাত থেকে বাঁচতে সুমিত ঘোষ একটি পুকুরে ঝাঁপ দেন। কিন্তু সেখানেও রক্ষা পাননি তিনি। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, তাঁর পায়ে দড়ি বেঁধে পুকুরের জল থেকে টেনে তোলা হচ্ছে। এরপর তাঁকে একটি বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয় এবং মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে কালনা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পরে এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে তৃণমূলের ওই পঞ্চায়েত সদস্য সুমিত ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানা গেছে। এই ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। স্থানীয় এক বিজেপি নেতার দাবি, সুমিত ঘোষ কাকুড়িয়া পঞ্চায়েত এলাকার অত্যন্ত প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার, সমবায় সমিতির টাকা তছরুপ এবং বিদ্যালয়ের অর্থ তছরুপের মতো একাধিক অভিযোগ রয়েছে। যদিও এই অভিযোগগুলির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি। ওই বিজেপি নেতার আরও দাবি, ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই সুমিত ঘোষ গ্রামছাড়া ছিলেন। গতকাল তাঁকে এলাকায় দেখতে পেয়ে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা ঘিরে ধরেন। সেই সময় তিনি পুকুরে পড়ে যান। পরে তাঁকে জল থেকে তোলা হয়। বিজেপি নেতার দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে গ্রামবাসীদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। বরং বিজেপির কর্মীরাই তাঁকে উদ্ধার করে পুলিশের হাতে



তুলে দিয়েছেন। অন্যদিকে, একজন জনপ্রতিনিধিকে এভাবে ঘিরে ধরে পুকুর থেকে টেনে তোলা এবং বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে রাখার ঘটনা ঘিরে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। অভিযোগ যতই গুরুতর হোক, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার কারও নেই। গোটা ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা এবং তদন্তের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার দ্বারা তিনসুকিয়া ডিভিশনে রেলওয়ে সুরক্ষা ও পরিকাঠামো বিকাশের পর্যালোচনা

মালিগাঁও, ২৪ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার বিবেক খারে তিনসুকিয়া ডিভিশনে



তাঁর দুদিনের সফর শেষ করেছেন এই সফরের অংশ হিসেবে তিনি বিভিন্ন মেজর ও মাইনর ব্রিজের পাশাপাশি বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল পরিচালনগত সুরক্ষা, পরিবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, যাত্রী-সুবিধা এবং চলমান নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। পরিদর্শনের সময়, তিনসুকিয়া ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য কার্যালয় ও ডিভিশনের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ব্রিজ পরিদর্শনের সময়, বিবেক খারে সেগুলির স্থিতি ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার পর্যালোচনা করেন, যেখানে তিনি কাঠামোগত সুরক্ষা এবং পরিচালনগত নির্ভরযোগ্যতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই পর্যালোচনাটিতে ব্রিজ পরিকাঠামোর নিয়মিত পর্যবেক্ষণও সময়মতো রক্ষণাবেক্ষণের ওপর আলোকপাত করা হয়, যাতে যাত্রী ও মালবাহী ট্রেনগুলির সুরক্ষিত চলাচল নিশ্চিত করা যায়। এই পরিদর্শনটি ২৩ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া পরিদর্শন কার্যসূচির একটি অংশ ছিল, এর আওতায় ডিব্রুগড়ের কোচ রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা, ডিব্রুগড় ও সিলাপথার স্টেশনের যাত্রী পরিষেবা, বগিবিল ব্রিজ এবং চলমান ট্র্যাক রিনিউয়াল কাজের পরিদর্শন করা হয়। নিয়মিত পরিদর্শন ও অগ্রগতি পর্যালোচনার মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সুরক্ষা মজবুত করা, রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি উন্নত করা এবং পরিকাঠামোগত বিকাশের কাজ এগিয়ে নেওয়া অব্যাহত রেখেছে। এই প্রচেষ্টাগুলি নির্ভরযোগ্য রেল পরিষেবা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকে সমর্থন করে।

বনভূমিতে রিসর্ট নির্মাণের অভিযোগ, নোটিস বন দফতরের

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৪ নভেম্বর ঃ জঙ্গলমহলে পর্যটকদের মধ্যে জঙ্গলের পরিবেশে রাত কাটানোর আকর্ষণ বাড়ছে। সেই চাহিদাকে ঘিরে ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় তৈরি হচ্ছে হোটেল ও রিসর্ট। তবে পর্যটনের প্রসারের আড়ালে বনভূমি দখল করে নির্মাণের অভিযোগ উঠতেই কড়া পদক্ষেপ করল বন দফতর। বেলপাহাড়ির শিমুলপালে একটি বিলাসবহুল রিসর্টের কর্তৃপক্ষকে নোটিস পাঠিয়ে নির্মাণকাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, ওই রিসর্টের নির্মাণ বন দফতরের জমিতে হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জমি সংক্রান্ত কিছু অসঙ্গতি নজরে আসার পরেই রিসর্ট কর্তৃপক্ষকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। আপাতত রিসর্টের প্রাচীর তৈরির কাজ এবং পিছনের অংশে চলা নির্মাণ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। তবে জমির মালিকানা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি বন দফতর। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে যৌথ জমি সমীক্ষা করা হবে। সেই সমীক্ষায় বন দফতরের জমি দখল করে নির্মাণের প্রমাণ মিললে বেআইনি অংশ ভেঙে দেওয়ার পদক্ষেপ করা হতে পারে। শুধু শিমুলপালেই নয়, জেলার জঙ্গল লাগোয়া অন্য এলাকাতেও বনভূমিতে হোটেল বা রিসর্ট তৈরি হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।



বিভিন্ন এলাকা থেকে এ ধরনের নির্মাণের তথ্যও সংগ্রহ করা হচ্ছে। নোটিসে আপাতত কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশের কথা জানানো হয়েছে। ফলে সমীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওই রিসর্টে নির্মাণের কাজ এগোনোর সুযোগ থাকছে না। জমির প্রকৃত অবস্থান ও সীমানা নির্ধারণের পরেই বোঝা যাবে, নির্মাণের কোনও অংশ বন দফতরের জমির মধ্যে পড়েছে কি না। তা স্পষ্ট হবে। জঙ্গল, পাহাড় ও প্রাকৃতিক পরিবেশের টানে সারা বছরই ঝাড়গ্রামে পর্যটকেরা আসেন। সাম্প্রতিক সময়ে জঙ্গলের কাছাকাছি রাত্রিবাসের চাহিদা বেড়েছে। সেই সুযোগে একের পর এক বেসরকারি পর্যটনকেন্দ্র গড়ে উঠছে। কিন্তু সেই নির্মাণের জন্য বনভূমি ব্যবহারের অভিযোগ উঠলে তা যে বরদাস্ত করা হবে না, শিমুলপালের ঘটনায় সেই বার্তাই দিতে চাইছে বন দফতর। ঝাড়গ্রামের ডিএফও উমর ইমাম বলেন, বেলপাহাড়ির একটি রিসর্ট কর্তৃপক্ষকে নোটিস পাঠিয়ে নির্মাণকাজ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ভূমি দফতরের সঙ্গে যৌথ সমীক্ষা করে চূড়ান্ত পদক্ষেপ করা হবে।

মহম্মদবাজারে পরিত্যক্ত বাথরুমে কঙ্কাল উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৪ নভেম্বর ঃ মহম্মদবাজার থানার রামপুর পঞ্চায়েতের মুর্গাবনী গ্রাম থেকে একটি কঙ্কাল উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া কঙ্কালটি একটি শিশুর। মঙ্গলবার দুপুরে এলাকার কয়েক জন শিশু গরু চরাতে গিয়ে মুর্গাবনী বাইপাস রাস্তার ধারে একটি পরিত্যক্ত বাড়ির বাথরুমের চৌবাচ্চায় একটি বস্তা পড়ে থাকতে দেখে। কৌতূহলবশত বস্তাটি তুলতেই তার ভিতর থেকে একটি কঙ্কাল ও বেশ কিছু জামাকাপড় বেরিয়ে আসে। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় ভিড় জমে যায় এবং আতঙ্ক ছড়ায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মহম্মদবাজার থানার পুলিশ। তারা কঙ্কাল ও উদ্ধার হওয়া জামাকাপড় সংগ্রহ করে থানায় নিয়ে যায়। যে জায়গা থেকে কঙ্কালটি উদ্ধার হয়েছে, সেই এলাকাটি ঘিরে রেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ওই এলাকা থেকেই ছ'বছরের এক শিশু নিখোঁজ হয়ে যায়। উদ্ধার হওয়া কঙ্কাল ও জামাকাপড় দেখে নিখোঁজ শিশুর পরিবারের দাবি, কঙ্কালটি ওই শিশুরই। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, ওই শিশুকে খুন করে দেহটি বস্তাবন্দি করে পরিত্যক্ত বাড়ির চৌবাচ্চায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তবে উদ্ধার হওয়া কঙ্কালটি সত্যিই নিখোঁজ ওই শিশুর কি না, তা ফরেনসিক ও অন্যান্য পরীক্ষার পরেই নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

দাঁতনে গরু পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করল পুলিশ, উদ্ধার আটটি গবাদি পশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৪ নভেম্বর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন এলাকায় গরু পাচারের ছক বানচাল করে আটটি গবাদি পশু উদ্ধার করল পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে দাঁতন-২ ব্লকের সাবড়া এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে। পাচারের কাজে ব্যবহৃত একটি পিকআপ ভ্যানও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকালে একটি পিকআপ ভ্যানে আটটি গরু বোঝাই করে সাবড়া এলাকা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই সময় বেলদা থানার অন্তর্গত জোড়াগেড়িয়া পুলিশ ফাঁড়ির একটি টহলদারি ভ্যানের নজরে পড়ে সন্দেহজনক গাড়িটি। পুলিশ গাড়িটিকে থামানোর সংকেত দিলে চালক পিকআপ ভ্যানটি রাস্তায় ফেলে রেখেই ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। এরপর পুলিশ গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে আটটি গরু উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর উদ্ধার হওয়া গবাদি পশুগুলিকে নিকটবর্তী গোশালায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। পলাতক চালকের খোঁজে এবং এই পাচার চক্রের নেপথ্যে কারা জড়িত, দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নিকাশি নালা থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর ঃ মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ির হায়দরপাড়া এলাকার একটি নিকাশি নালা থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে হায়দরপাড়ার শিবরামপল্লি নেতাজি সরণি সংলগ্ন গৌড়ীয় মঠের কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এ দিন সকালে এলাকার বাসিন্দারা ওই নিকাশি নালার মধ্যে এক যুবকের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। মুহূর্তের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড় জমতে শুরু করে। এলাকার মানুষজন ভক্তিনগর থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভক্তিনগর থানার পুলিশ। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। মৃত যুবকের নাম ও পরিচয় এখনও জানা যায়নি। যুবকটি কীভাবে ওই নিকাশি নালায় পড়ে গেলেন, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মৃতের পরিচয় জানার পাশাপাশি মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত করছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

অঙ্গনওয়াড়ি ভবনের শুভ সূচনা করলেন বিজেপি বিধায়ক

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ২৪ নভেম্বর ঃ বলরামপুর বিধানসভার অন্তর্গত পুরুলিয়া-১ ব্লকের ভুল গ্রামে ৪ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নতুন ভবনের শুভ উদ্বোধন হলো। মঙ্গলবার ফিতে কেটে এই নতুন বিল্ডিংটির সূচনা করেন বলরামপুরের বিজেপি বিধায়ক জলধর মাহাতো। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক জলধর মাহাতো ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি বিশাল দুবে এবং এলাকার অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও গ্রামবাসীরা। নতুন ভবনটি চালু হওয়ায় এলাকার শিশু এবং প্রসূতি মায়েদের পরিষেবা পেতে আরও সুবিধা হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় খুশি গ্রামের সাধারণ মানুষ।



ভুয়ো লটারি চক্রের হদিশ শক্তিগড়ে, পুলিশের জালে ৪ অভিযুক্ত

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৪ নভেম্বর ঃ ভুয়ো লটারির কারবারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড় থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শক্তিগড় থানার অন্তর্গত বাম এলাকায় একটি ভুয়ো লটারির আস্তানায় হানা দিয়ে চারজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ১৩ হাজার ১২০ টাকা, চার সংখ্যার নম্বর লেখা বেশ কিছু চিরকুট এবং ডিয়ার লটারির ফলাফলের কপি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতরা হলেন বিক্রম দাস, শেখ ইমরান, শেখ মুক্ত ও সানি শেখ। অভিযোগ, ডিয়ার লটারির ফলাফলকে হাতিয়ার করে চার সংখ্যার বিভিন্ন নম্বর সাজিয়ে সাধারণ মানুষকে নিশ্চিত পুরস্কার জেতার প্রলোভন দেখানো হতো। সেই প্রলোভনে ফেলে মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায় করত অভিযুক্তরা। দীর্ঘদিন ধরেই এই চক্র সক্রিয় ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের। গোপন সূত্রে খবর পেয়েই অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেফতার করে শক্তিগড় থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতদের বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হয়। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে এবং এর পিছনে আরও বড় কোনও চক্র কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

যোগান, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং কমিশ্বনিঙের কাজ

ই-টেণ্ডার নং. সি-সিওএমএম-সাইনেজ-০৩-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে "ই" টেণ্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিস্তৃত তথ্য অনুসারে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলের ০৩ টি রেলওয়ে ষ্টেশনে অর্থাৎ বারসোই জংশন-সালমারি-লাভা ষ্টেশনে ষ্ট্যাণ্ডার্ড সাইনেজ বোর্ডের যোগান, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং কমিশ্বনিং সহিত সেই একই ০২ বৎসরের জন্যে রক্ষণাবেক্ষণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৮৩,৮০,৭৮৫.০৭/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৫,৬৭,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ১১-১২-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। ওপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

তিনসুকিয়া মণ্ডলে টিআরডি কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. টিএসকে/ইলেক্ট/২৬৬ তারিখঃ ২০-১১-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে "ই" টেণ্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিস্তৃত তথ্য অনুসারে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. এলভি-টি-১৪-টিএসকে-টিআরডি-২৩। কাজের নামঃ** তিনসুকিয়া মণ্ডলের অধীনের ০৪ টি এলসি গেট নং. এফএম/৪৯, এফএম/৬৮, এফএম/৭৮ এবং এফএম/৭৯ এর ইন্টারলকিঙের সঙ্গে সম্পর্কিত টিআরডি কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ ১৭,২৬,৫৫২.৭৭/-টাকা। বায়না রাশিঃ ৩৪,৫০০/-** টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১৪-১২-২০২৬** তারিখের **১৩.০০** ঘন্টায় এবং **খোলা হবেঃ ১৪-১২-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টার পরে। ওপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী **১৪-১২-২০২৬** তারিখের **১৩.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট/টিআরডি), তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that the Certificate for Birla Corporation Limited bearing Equity Share Certificate Nos. 11104-11105, 14213, 20029, 32591 - 32594, 46379-46385, 9584, 20030, 20031, 129378 - 129391, 245647-245660 and Distinctive Nos. 1240963 – 1241074, 1448055 - 1448104, 1738607 - 1738631, 2982838 - 2983164, 5059991-5060644, 899066 - 899165, 1

তাজমহল ঘুরে ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা! স্কুলবাসে পিছন থেকে ট্রাকের ধাক্কা, মৃত্যু ৪ পড়ুয়ার, আহত ৩২

মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা উত্তরপ্রদেশের কনৌজে। শিক্ষামূলক ভ্রমণ সেরে বাড়ি ফেরার পথেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল পড়ুয়াবোঝাই একটি স্কুলবাস। পিছন থেকে দ্রুতগতিতে ছুটে আসা একটি ট্রাক সজোরে ধাক্কা মারে বাসটিকে। সংঘর্ষের অভিঘাতে কার্যত দুমড়ে-মুচড়ে যায় বাসের একাংশ। ভিতরে আটকে পড়েন বহু পড়ুয়া। দুর্ঘটনার পর উদ্ধারকাজে নেমে বাসের ভিতর থেকে চার পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার করেন স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশকর্মীরা। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৩২ জন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মঙ্গলবার সকালে লখনউ-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েতে এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ভোরে প্রায় ৬টা নাগাদ কনৌজের কাছে লখনউ-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়ের উপর দুর্ঘটনাটি ঘটে। একটি স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণে তাজমহল গিয়েছিল বাসটি। সেখান থেকে ফেরার পথেই বিপত্তি। বাসটিতে প্রায় ৫০ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই স্কুলপড়ুয়া। আচমকাই বাসটির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে একটি দ্রুতগতির ট্রাক। ধাক্কার তীব্রতায় বাসটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বাসের ভিতরে।প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ আগে বাসের কয়েকজন পড়ুয়া শৌচকর্ম সারতে গাড়ি থেকে নেমেছিলেন। সেই কারণে রাস্তার পাশে বাসটি দাঁড় করানো হয়েছিল। সেই সময় পিছন দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। তবে ঠিক কী কারণে ট্রাকটির চালক বাসটিকে দেখতে পাননি কিংবা কীভাবে এই সংঘর্ষ ঘটল, তা এখনও নিশ্চিত নয়। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।বিকট শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দুর্ঘটনার ভয়াবহতা দেখে প্রথমে হতবাক হয়ে যান তাঁরা। বাসের ভিতরে তখন আহত পড়ুয়াদের আর্তনাদ। অনেকে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া আসনের মধ্যে আটকে পড়েছিলেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও প্রশাসনকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল। আহতদের একে একে বাস থেকে বের করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।উদ্ধারকাজ চলাকালীন বাসের ভিতর থেকে চার পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের প্রত্যেকের বয়স ১৪ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। অল্প বয়সি চার পড়ুয়ার এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে তাঁদের পরিবারে। অন্যদিকে, দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৩২ জন। তাঁদের মধ্যে পড়ুয়া ছাড়াও স্কুলের



অন্যান্য কর্মী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিসকদের তত্ত্বাবধানে তাঁদের চিকিসা চলছে।কনৌজের পুলিশ সুপার বিনোদ কুমার জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন। পুলিশও দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে সহযোগিতা করে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে স্কুলের ম্যানেজার এবং এক পড়ুয়ার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাঁদের উন্নত চিকিসার জন্য কানপুরের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।এদিকে, দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতালে ভিড় জমাতে শুরু করেন আহত পড়ুয়াদের পরিবারের সদস্যরা। সন্তানদের খোঁজে উদ্বিগ্ন অভিভাবকদের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে হাসপাতাল চত্বর। আহতদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে এদিন হাসপাতালে যান স্থানীয় জেলাশাসক। চিকিসকদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় চিকিসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন তিনি। প্রশাসনের তরফে গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে।এই দুর্ঘটনা ফের একবার জাতীয় সড়ক ও এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহনের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। বিশেষ করে পড়ুয়াদের নিয়ে দূরপাল্লার শিক্ষামূলক ভ্রমণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সতর্কতা এবং যানবাহনের নিরাপত্তা কতটা নিশ্চিত করা হচ্ছে, তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িকে পিছন থেকে ধাক্কা মারার ঘটনা কীভাবে ঘটল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ট্রাকের গতি, চালকের ভূমিকা এবং দুর্ঘটনার সময় বাসের অবস্থান-সহ একাধিক বিষয় তদন্তের আওতায় রয়েছে। প্রয়োজনে প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গেও কথা বলা হবে।তবে তদন্তের ফলাফল যা-ই হোক, চারটি তরতাজা প্রাণের অকালমৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা এলাকা। যে তাজমহল ভ্রমণ পড়ুয়াদের কাছে আনন্দের স্মৃতি হয়ে থাকার কথা ছিল, সেই সফরই শেষ পর্যন্ত পরিণত হল ভয়াবহ দুঃস্বপ্নে। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছেন তাঁদের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

গুরু নানকের জন্মজয়ন্তীতে পাঞ্জাবে

১-র পাতার পর-উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালের নভেম্বর থেকে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ ২৪ বছর জোটসঙ্গী ছিল বিজেপি ও অকালি দল। সেই সময় পাঞ্জাব বিধানসভার ১১৭টি আসনের মধ্যে ছোট শরিক হিসেবে বিজেপি লড়ত ২৩টি আসনে এবং অকালি দল লড়ত বাকি ৯৪টি আসনে। জোট বেঁধে ১৯৯৭, ২০০৭ এবং ২০১২ সালে পাঞ্জাবে সরকারও গড়েছিল তারা। কিন্তু পরবর্তীতে বাতিল হওয়া তিনটি কৃষি আইনের প্রতিবাদে ২০২০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর এনডিএ ছাড়ে অকালি দল। সেই সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন ভাটিন্ডার সাংসদ হরসিমরত কৌর বাদলও। ২০২৭ সালের পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য বিজেপির অধিকাংশ নেতৃত্ব এতদিন একলা চলার কথা বললেও, অকালি নেতৃত্ব বারবার জোটের ইঙ্গিত দিচ্ছিল এবং একে মানুষের সঙ্গে আবেগের সংযোগ বলে ব্যাখ্যা করছিল। স্বয়ং অমিত শাহও এর আগে গত ২৭ অক্টোবর দিল্লির এক অনুষ্ঠানে এবং পরে ১ নভেম্বর চণ্ডীগড়ে, ২০২৭ সালে পাঞ্জাবে এনডিএ-র ক্ষমতায় ফেরার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিলেন। এবার জোট চূড়ান্ত হওয়ার পর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে দুই দলের মধ্যে আসন বণ্টনের সমীকরণ, অর্থাৎ কোন দল কতগুলি আসনে লড়বে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, যৌথ ঘোষণার জন্য গুরু নানক দেবের জন্মজয়ন্তীকে বেছে নেওয়ার পেছনে গভীর তাৎপর্য রয়েছে। এর মাধ্যমে পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা দিতে চেয়েছে দুই দল। প্রসঙ্গত, যে তিনটি কৃষি আইনের জেরে অকালি দল এনডিএ ছেড়েছিল, ২০২১ সালের ১৯ নভেম্বর এই গুরু নানক দেবের জন্মজয়ন্তীর দিনেই সেই আইনগুলি প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

কংগ্রেসের ১৩০ আসনের দাবির পাল্টা ২৬ আসন ছাড়লেন অখিলেশ

১-র পাতার পর-কংগ্রেসের পারফরম্যান্সের কথা মাথায় রেখে এত বড় সংখ্যক আসন ছাড়তে নারাজ ছিল সমাজবাদী পার্টি। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২২ সালের গত বিধানসভা নির্বাচনে একা লড়ে ৩৯৯টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল কংগ্রেস, কিন্তু জিতেছিল মাত্র দুটি আসনে। সেখানে সমাজবাদী পার্টি জিতেছিল ১১১টি আসনে। তার আগে ২০১৭ সালে যখন দুই দল জোট বেঁধে লড়েছিল, তখন সপা ৫৪টি এবং কংগ্রেস মাত্র ৭টি আসনে জয় পেয়েছিল। তবে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশের ৮০টি আসনের মধ্যে জোট বেঁধে দারুণ ফল করেছিল দুই দল। সেবার ১৭টি আসনে লড়ে ৬টিতে জিতেছিল কংগ্রেস, আর সমাজবাদী পার্টি জিতেছিল ৩৭টি আসনে। ২০১৯ সালের ৬২টি আসন থেকে বিজেপির আসন সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছিল ৩৩-এ। লোকসভা ভোটের সেই সাফল্যের রেশ ধরেই আগামী বছর ৪০৩ আসনের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় কংগ্রেস বেশি আসন দাবি করলেও, অখিলেশ যাদবের ২৬ আসনের পাল্টা প্রস্তাবে জোটের অঙ্ক এখন কোন দিকে মোড় নেয়, সেটাই দেখার।

বাসভাড়া বাড়ার ইঙ্গিত পরিবহণমন্ত্রীর

১-র পাতার পর-আসন বুকিং করে রাখছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাসে উঠছেন না- যার ফলে পুরো দূরপাল্লার বাস খালি যাচ্ছে। একে সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে 'অন্তর্ঘাত' বলে অভিহিত করে মন্ত্রী জানান, এ বার থেকে মোট আসনের মাত্র ৩০ শতাংশ অনলাইনে বুকিং নেওয়া হবে এবং বাকি ৭০ শতাংশ আসন 'অন দ্য স্পট' টিকিট কেটে বসার জন্য রাখা থাকবে। এ ছাড়াও, ভুয়ো বুকিং রুখতে নতুন প্রযুক্তি আনা হচ্ছে বলে জানান তিনি। মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, ফোন নম্বর ও আধার কার্ড ব্যবহার করে কেউ যদি পরপর তিন বার আসন বুকিং করার পরও বাসে না ওঠেন, তবে তা ইচ্ছাকৃত ক্ষতি হিসেবে ধরে নেওয়া হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বুকিং ব্যবস্থা ছ'মাসের জন্য সাসপেন্ড (স্থগিত) করার পথে হাঁটবে দফতর।

তদন্তে বিচারপতি বসুর কমিশন!

১-র পাতার পর-অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেছিলেন, অভিযোগকারিণীকে তিনি কোনও দিন চোখেই দেখেননি। এ ছাড়া ব্রাত্য এবং রাজ্যের আর এক প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। প্রসঙ্গত, পুজোর পাস সংক্রান্ত মামলায় ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছেন ইন্দ্রনীল। অন্য দিকে, শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে যাবতীয় অভিযোগের দায় সরাসরি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাড়ে ঠেলে দিয়েছেন ব্রাত্য বসু। তাঁর সাফাই, যে দফতরকে ঘিরে এই অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তিনি সেই দফতরের দায়িত্বেই ছিলেন না। ব্রাত্যের প্রশ্ন, ''আমি ওই দফতরের মন্ত্রী ছিলাম না। যা আমার হাতে ছিল না, সেখানে প্রভাব খাটাব কী করে?'' এর পরেই নাম করে তিনি বলেন, ''ওই দফতরের মন্ত্রী ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।''

'বাবাকে খুন করার জন্যই নিরাপত্তা সরানো হয়েছিল!'

১-র পাতার পর-জনসভায় রাজীব নিজেও যেন সেই কথাই বলেছিলেন। ৫ মে বিহারে রাজীব বলেছিলেন যে, ১৯৮৪ সালে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন তিনি এভাবেই প্রচার চালাতেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সিস্টেমের হাতে বন্দি হয়ে গিয়েছিলেন। হুমকি যে কমেনি, তা স্বীকার করে নিয়েও তিনি বলেছিলেন যে বিকল্প নেই - হয় প্রচার চালাতে হবে, নয়তো নিজের নিরাপত্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। এর পরের গন্তব্য ছিল তামিলনাড়ুর শ্রীপেরুম্বুদুর, তারিখ ২১ মে। চন্দনের মালা পরাতে এগিয়ে আসা এক মহিলা ঝুঁকতেই বিস্ফোরণ ঘটে এবং প্রাণ হারান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৪৬ বছর। রাহুলের সেই আগের আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়েছিল। শ্রীপেরুম্বুদুর সফরের ঠিক আগে রাহুল তাঁর বাবার সঙ্গে বিহারে গিয়েছিলেন, যাকে সোনিয়া এক ভয়াবহ সফর হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যেখানে তাঁর স্বামীর ওপর পাথর ছোড়া হয়েছিল। রাহুলের কথায়, তাঁর অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল যে বাবার নিরাপত্তা সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল যাতে তিনি খুন হন। নিরাপত্তা প্রত্যাহার কোনও দুর্ঘটনা ছিল না, বরং হত্যার উদ্দেশেই তা করা হয়েছিল এবং এমন এক পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল যাতে তিনি প্রাণ হারান। কী ঘটছে তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল বলে দাবি রাহুলের। তনি জানান, বিষয়টি তিনি বাবাকেও বলেছিলেন, মাকেও বলেছিলেন এবং এ নিয়ে বাবার সঙ্গে তাঁর তর্কও হয়েছিল।

৬ বছরের বিচ্ছেদে ইতি! ফের বিজেপি-আকালি জোট, ক্ষমতায় এলে ২০২৯-এর মধ্যে পাঞ্জাবকে মাদকমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি শাহর

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর ঃ ২০২৭ সালের পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ফের একজোট হল বিজেপি ও শিরোমণি আকালি দল। দীর্ঘ ছ'বছরের রাজনৈতিক বিচ্ছেদের অবসান ঘটিয়ে এনডিএ-র ছাতার তলায় ফিরল দুই পুরনো শরিক। মঙ্গলবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিকভাবে জোটের ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উপস্থিত ছিলেন শিরোমণি আকালি দলের প্রধান সুখবীর সিং বাদল এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। জোট ঘোষণার পাশাপাশি পাঞ্জাবের মানুষের উদ্দেশে একাধিক প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন শাহ। তাঁর সবচেয়ে বড় ঘোষণা, ক্ষমতায় এলে ২০২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পাঞ্জাবকে সম্পূর্ণ মাদকমুক্ত রাজ্যে পরিণত করবে বিজেপি ও আকালি দল।রাজনৈতিক মহলের মতে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পাঞ্জাবে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে বিজেপির এই পদক্ষেপ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সঙ্গী হলেও কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ২০২০ সালে দুই দলের সম্পর্কে ফাটল ধরে। কেন্দ্রের বিতর্কিত কৃষি আইনের প্রতিবাদে এনডিএ ছেড়ে বেরিয়ে যায় আকালি দল। সেই থেকে দুই দলের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। অবশেষে ছ'বছরের বিচ্ছেদ পর্বের অবসান ঘটিয়ে ফের হাত মেলাল দুই দল। গুরু নানকের জন্মবার্ষিকীর দিন এই জোট ঘোষণার সিদ্ধান্তও রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে অমিত শাহ বলেন, সুখবীর সিং বাদলের নেতৃত্বাধীন শিরোমণি আকালি দল বিজেপির অন্যতম পুরনো রাজনৈতিক বন্ধু। অতীতে দুই দল একসঙ্গে একাধিক নির্বাচনে লড়াই করেছে। কখনও জয়



এসেছে, কখনও পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়েছে। কিন্তু একটা সময় দুই দলের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং জোট ভেঙে যায়। সেই বিচ্ছেদ কাটিয়ে ফের একসঙ্গে পথ চলার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তিনি খুশি।শাহের কথায়, সুখবীর সিং বাদলের নেতৃত্বাধীন আকালি দল আমাদের সবচেয়ে পুরনো বন্ধু। আমরা একসঙ্গে বেশ কয়েকটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি। কখনও জিতেছি, কখনও হেরেছি। তবে এক পর্যায়ে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আজ সেই সম্পর্ক পুনরায় গা৫ উঠল। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।তবে এবারের জোটের লক্ষ্য শুধুমাত্র নির্বাচনে জয়লাভ নয়, বরং পাঞ্জাবের একাধিক দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান করাও। সাংবাদিক সম্মেলনে সেই বার্তাই দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি জানান, পাঞ্জাবের ভবিষ্য এবং রাজ্যের উন্নয়নকে সামনে রেখে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে যৌথ নির্বাচনী ইস্তেহারে জায়গা দেওয়া হবে। দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গঠন, জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং রাজ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার মতো বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।তবে দুই দলের নির্বাচনী রণকৌশলে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে মাদক সমস্যা। দীর্ঘদিন ধরেই মাদক পাচার ও নেশার বিস্তার পাঞ্জাবের অন্যতম বড় সামাজিক ও প্রশাসনিক সমস্যা। বিশেষত পাকিস্তানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমান্ত ভাগ করে নেওয়া এই রাজ্যে সীমান্তপথে মাদক পাচারের অভিযোগ বারবার সামনে এসেছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মাদকের বিস্তার নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মাদক নির্মূলকেই নির্বাচনী প্রচারের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার করতে চাইছে বিজেপি-আকালি জোট।এদিন অমিত শাহ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পাঞ্জাব থেকে মাদক নির্মূল করাই তাঁদের সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হবে। শুধু মাদক পাচার বন্ধ করাই নয়, রাজ্যে দুর্নীতি দূর করা এবং জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলিকে আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনাও রয়েছে তাঁদের। এ প্রসঙ্গে শাহ বলেন, পাঞ্জাব থেকে মাদক নির্মূল করা হবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এইসঙ্গে রাজ্য থেকে দুর্নীতি দূর করা এবং জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলিকে শক্তিশালী করাও হবে আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।মাদকমুক্ত পাঞ্জাব গড়ার প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি সেই লক্ষ্যে পঁটিছনোর নির্দিষ্ট সময়সীমাও ঘোষণা করেছেন শাহ। তাঁর দাবি, ২০২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পাঞ্জাবকে সম্পূর্ণ মাদকমুক্ত রাজ্যে পরিণত করা হবে। অর্থাৎ, ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতায় এলে সরকার গঠনের পর মাত্র দু'বছরের মধ্যেই এই লক্ষ্য পূরণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে বিজেপি-আকালি জোট। যদিও এই বিশাল কর্মযজ্ঞ কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে পাঞ্জাবের বর্তমান শাসকদল আম আদমি পার্টিকেও নিশানা করেন কেঃ

ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৬৯তম সর্বভারতীয় আন্ত ঃরেলওয়ে পুরুষ বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ



কলকাতা, ২৪ নভেম্বরঃ রেলওয়ে স্পোর্টস প্রোমোশন বোর্ডের (আরএসপিবি) তত্ত্বাবধানে ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (ইআরএসএ) কলকাতার বেহালার ঘোলসাপুরস্থিত জেমস লং সরণির ইস্টার্ন রেলওয়ে ইনডোর স্টেডিয়ামে ৬৯তম সর্বভারতীয় আন্ত ঃরেলওয়ে পুরুষ বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-২৭ সফলভাবে আয়োজন করেছে।

পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার এবং ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষক শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডে আজ (২৪.১১.২০২৬) সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ী দল ও কৃতী খেলোড়দের হাতে ট্রফি এবং পুরস্কার তুলে দেন। উক্ত অনুষ্ঠানে পূর্ব রেলের অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার শ্রী শীলেন্দ্র প্রতাপ সিং, প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার ও ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী নীরজ ভার্মা সহ পূর্ব রেলের অন্যান্য প্রিন্সিপাল অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন। ১৭ থেকে ২৪ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত আয়োজিত এই মর্যাদাপূর্ণ চ্যাম্পিয়নশিপে বিভিন্ন জোনাল রেলওয়ে এবং প্রোডাকশন ইউনিটের প্রতিনিধিত্বকারী ২১টি দল উসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। লিগ-কাম-নকআউট পদ্ধতিতে পরিচালিত এই প্রতিযোগিতায় প্রায় ৩৩০ জন খেলোয়াড়, কোচ এবং আধিকারিক অংশ নেন, যেখানে ভারতীয় রেলের সমৃদ্ধ ক্রীড়া সংস্কৃতি, অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্য এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের প্রতিফলন ঘটে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডে দেশে ক্রীড়ার প্রসার ও উন্নয়নে ভারতীয় রেলের অসামান্য অবদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ভারতীয় রেল ধারাবাহিকভাবে প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের গড়ে তুলেছে, যাঁরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অসামান্য কৃতিত্বের মাধ্যমে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

কুলিয়া থেকে পারবাকসী পর্যন্ত নদীবাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের শুভ সূচনা

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া ঃ মঙ্গলবার আমতার কুলিয়া থেকে পারবাকসী পর্যন্ত নদীবাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের শুভ সূচনা হলো। এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী অরূপ কুমার দাস । এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমতা বিধানসভার বিধায়ক অমিত সামন্ত ,উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভার বিধায়ক চিরন বেরা , হাওড়া গ্রামীণ জেলা বিজেপির সভাপতি দেবাশীষ সামন্ত , আমতা-২ ব্লকের বিডিও-সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট নেতৃত্ব, সমাজকর্মী এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উল্লেখ্য এই নদীবাঁধ নির্মাণ প্রকল্প এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং নদীভাঙন রোধের পাশাপাশি এলাকার মানুষের জীবন ও সম্পত্তি সুরক্ষায় সহায়ক হবে।

প্রতিরক্ষা আধিকারিকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাক চর! ১৪টি গ্রুপে অনুপ্রবেশ, সংবেদনশীল তথ্য পাচারের অভিযোগে তৎপর গোয়েন্দারা

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর ঃ দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বড়সড় ফাঁক! যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলিতে প্রতিরক্ষা বাহিনীর আধিকারিক এবং নিরাপত্তা সংস্থার কর্মীরা নিজেদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদানপ্রদান করেন, সেখানেই নাকি আড়ি পাতছে পাকিস্তানি



গুপ্তচরেরা! ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ এবং নিরাপত্তা নজরদারি সংস্থার সাম্প্রতিক তদন্তে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। গোয়েন্দাদের দাবি, সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সেস (সিএপিএফ) এবং প্রতিরক্ষা আধিকারিকদের ব্যবহৃত অন্তত ১৩-১৪টি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ইতিমধ্যেই অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে সংঃদহভাজন পাক চররা। শুধু গ্রুপে ঢুকে তথ্য সংগ্রহই নয়, সেখান থেকে সংবেদনশীল তথ্য পাচারের অভিযোগও উঠেছে। বিষয়টি সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে কেঃ দ্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলি।সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই কয়েকজন সংঃদহভাজনকে শনাক্ত করেছেন গোয়েন্দারা। তাঁদের পরিচয় এবং কার্যকলাপ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আইনি ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত যোগাযোগের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থা, শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ নয়, প্রতিরক্ষা আধিকারিকদের যোগাযোগের কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমও এবার গোয়েন্দাদের নজরদারির আওতায় আসতে চলেছে।কীভাবে এই চক্র কাজ করত? গোয়েন্দাদের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, ভারতীয় মোবাইল নম্বরের পরিচয় ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলিতে প্রবেশ করেছিল সংঃদহভাজনরা। এক্ষেত্রে পরিচিত বা বৈধ সদস্যদের নম্বরের আড়াল নেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। ফলে গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদের পক্ষে সহজে তাদের সংঃদহ করা সম্ভব হয়নি। বিশেষত যাঁরা নিয়মিত কোনও বার্তা পাঠান না, শুধুমাত্র গ্রুপে উপস্থিত থেকে কথোপকথন পড়েন, তাঁদের পরিচয় ব্যবহার করেই এই অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।গোয়েঃ দাদের নজরে এসেছে, এই ধরনের গ্রুপগুলিতে বেশ কিছু সদস্য থাকেন যাঁরা কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। হোয়াটসঅ্যাপের ভাষায় তাঁদের বলা হয় সাইলেঃট মেম্বার'। তাঁরা গ্রুপে থাকা সমস্ত কথোপকথন পড়েন, বিভিন্ন বার্তা ও নথি দেখতে পান, কিন্তু নিজেরা কোনও আলোচনায় অংশ নেন না। তদন্তকারীদের আশঙ্কা, এই নীরব সদস্যদের পরিচয় ও নম্বরকে হাতিয়ার করেই সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহের কাজ চালানো হয়েছে। গ্রুপে কোনও সংঃদহজনক বার্তা না পাঠিয়েও দীর্ঘদিন ধরে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।তদন্তকারীদের মতে, গোটা বিষয়টি কোনও বিচ্ছিন্ন সাইবার অপরাধ নয়। বরং পরিকল্পিত এবং লক্ষ্যভিত্তিক সাইবার গুপ্তচরবৃত্তির অংশ হতে পারে এই কর্মকাণ্ড। প্রতিরক্ষা আধিকারিকদের মধ্যে আদানপ্রদান হওয়া তথ্য, গুরুত্বপূর্ণ বার্তা এবং বিভিন্ন নথির উপর নজর রাখাই ছিল অভিযুক্তদের উদ্দেশ্য। এরপর সংগৃহীত তথ্য নির্দিষ্ট জায়গায় পঁটিছে দেওয়া হত বলে সংঃদহ। এই তথ্য পাচারের বিনিময়ে আর্থিক লেনদেনও হয়ে থাকতে পারে বলে অভি

বালুরঘাটের মিষ্টির স্বাদে আজও বিশেষ আকর্ষণ নলেন গুড়ের রসগোল্লা ও সন্দেশ

রতন দে, বালুরঘাট, ২৪ নভেম্বর ঃ শীতের সকাল ভোরের কুয়াশা



আর খেজুরের রসের মিষ্টি গন্ধ। বাঙালির শীতকালীন খাদ্যসংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে এই পরিচিত অনুষঙ্গ। আর শীতের মরশুমে মিষ্টিপ্রেমীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ নলেন গুড়ের রসগোল্লা ও সন্দেশ। বালুরঘাট শহর এবং পার্শ্ববর্তী শহরতলির মিষ্টির পসরা ও রসনাতৃপ্তির আলোচনাতেও এই দুই মিষ্টির বিশেষ জায়গা রয়েছে। সময়ের সঙ্গে মিষ্টির জগতে নানা নতুন স্বাদ ও বৈচিত্র্য এলেও নলেন গুড়ের নিজস্ব সুগন্ধ ও স্বাদের আবেদন আলাদা। নলেন গুড়ের মূল উৎস খেজুর গাছের রস। শীতকালে গাছের শীর্ষভাগের ফুলের ডাঁটায় বিশেষ পদ্ধতিতে চিরে তার সঙ্গে বাঁশের নল যুক্ত করে মাটির হাঁড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। রাতভর সেই হাঁড়িতে জমা হয় খেজুরের রস। ভোরে সেই রস সংগ্রহ করে ছেঁকে জ্বাল দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও ঘনত্বে জ্বাল দেওয়ার মাধ্যমে তৈরি হয় খেজুরের গুড়। তরল অবস্থায় তা ঝোলা গুড় এবং আরও ঘন করে ছাঁচে ঢেলে জমাট বাঁধানো হলে তৈরি হয় পাটালি গুড়। নলেন গুড়ের বিশেষত্ব তার স্বতন্ত্র ঘ্রাণ ও মরশুমি বৈশিষ্ট্যে। এই গুড়ের সঙ্গে ছানার মেলবন্ধনে তৈরি হয় রসগোল্লা ও সন্দেশের মতো জনপ্রিয় মিষ্টি। রসগোল্লায় গুড়ের রসের মিষ্টত্ব ছানার কোমল স্বাদের সঙ্গে মিশে যায়। অন্যদিকে, সন্দেশে নলেন গুড়ের নিজস্ব সুগন্ধ ও স্বাদ বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। প্রস্তুতপ্রণালী ও গুড়ের ব্যবহারের তারতম্যে দুই মিষ্টির স্বাদ ও গঠনে ভিন্নতা দেখা যায়। সাধারণ চিনির পরিবর্তে নলেন গুড়ের ব্যবহারই এই মিষ্টিগুলিকে শীতের বিশেষ আকর্ষণে পরিণত করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের প্রকাশিত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সংক্রান্ত সমীক্ষাতেও খেজুরের গুড় তৈরির পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে গাছ থেকে রস সংগ্রহ, তা ছেঁকে জ্বাল দেওয়া এবং নির্দিষ্ট ঘনত্বে পৌঁছনোর পর ছাঁচে ঢেলে গুড় তৈরির প্রক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে। শীতের মরশুমি উৎপাদন হওয়ায় আবহাওয়া ও রসের জোগানের উপর নির্ভর করে এই গুড়ের প্রাপ্যতা ও গুণমান। বালুরঘাট শহর ও পার্শ্ববর্তী জনপদের মিষ্টিপ্রেমীদের কাছেও নলেন গুড়ের রসগোল্লা ও সন্দেশ শীতের পরিচিত আকর্ষণ। পরিবারের জন্য মিষ্টি কেনা অতিথি আপ্যায়ন কিংবা প্রিয়জনদের সঙ্গে স্বাদ ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে এই দুই মিষ্টির আবেদন রয়েছে। তবে ব্যবহৃত গুড়ের উৎস ও গুণমানের উপর নির্ভর করে মিষ্টির স্বাদ ও সুগন্ধেও পার্থক্য হতে পারে। নতুন নতুন মিষ্টির বৈচিত্র্য বাজারে এলেও খেজুরের রস থেকে তৈরি গুড়ের স্বতন্ত্র ঘ্রাণের সঙ্গে ছানার মেলবন্ধনের আকর্ষণ আজও বিশেষ। বালুরঘাটের মিষ্টিপ্রেমীদের শীতকালীন রসনাতৃপ্তিতে নলেন গুড়ের রসগোল্লা ও সন্দেশ তাই পরিচিত স্বাদের এক বিশেষ অনুষঙ্গ।

বারুইপুরে চুরি, লক্ষাধিক টাকার গয়না ও নগদ টাকা লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর, ২৪ নভেম্বর ঃ বারুইপুরে চুরির ঘটনায় ফের চাঞ্চল্য ছড়াল। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে রাতের অন্ধকারে তালা ভেঙে ঢুকে দু ঃসাহসিক চুরি চালাল দুষ্কৃতীরা। বাড়ির আলমারি ভেঙে লক্ষাধিক টাকার সোনা ও রুপোর গয়না, নগদ টাকা এবং বেশ কিছু শাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে কাটাখাল রঘুনন্দনপুরের পালপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা প্রথমে বাড়ির বাইরের গেটের তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর ঘরের মধ্যে থাকা আলমারি ভেঙে মূল্যবান সামগ্রী হাতিয়ে নেয় তারা। বাড়ির ভিতরে বিভিন্ন জিনিসপত্র তছনছ করে চুরির পর নির্বিঘ্নে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। মঙ্গলবার বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর বাড়ির বাসিন্দা বাপি মণ্ডল বারুইপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, বাড়ির ভিতরে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়ে মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা। একইসঙ্গে এলাকায় নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধির কারণে চুরির মতো ঘটনা বাড়ছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। উল্লেখ্য, বারুইপুর এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে রাতের বেলায় বাড়িঘরের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি চুরির ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি উঠেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। দুষ্কৃতীরা কীভাবে এলাকায় ঢুকেছিল, তাদের পরিচয় এবং চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারের বিষয়ে তদন্তকারীরা খোঁজখবর নিচ্ছেন। পরপর চুরির ঘটনায় দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য রুখতে পুলিশ কী পদক্ষেপ করে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা।

মূল্যবৃদ্ধি শুধু রাজ্যের নয়, গোটা দেশের সমস্যা, মন্তব্য অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৪ নভেম্বর ঃ বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা স্বীকার করলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হাওড়ার সালকিয়ার



বাঁধাঘাটের কাছে একটি মন্দিরে দেব দীপাবলি উপলক্ষ্যে গঙ্গা আরতিতে অংশ নেন তিনি। সেখানেই বাজারদরের ঊর্ধ্বগতি প্রসঙ্গে মুখ খুলে অর্থমন্ত্রী বলেন, মূল্যবৃদ্ধি শুধুমাত্র রাজ্যের সমস্যা নয়, এটি গোটা দেশের সমস্যা। এর পিছনে চাহিদা ও সরবরাহের একটি চক্র কাজ করে। বাজারের কয়েকজনকে গ্রেফতার করলেই এই সমস্যার সমাধান হবে না। বরং তাতে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। দেশের প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টি দেখছেন বলেও জানান তিনি। এদিন সিঙ্গুরে শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গেও কথা বলেন স্বপন দাশগুপ্ত। তাঁর বক্তব্য, সিঙ্গুরে কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই জমিতে নতুন করে শিল্প গড়তে গেলে অধিগ্রহণের বিষয়টি ফের বিবেচনা করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অশোক লেল্যান্ড কোম্পানির আলোচনা হয়েছে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে একটি কেমিক্যাল কোম্পানির আলোচনা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন অর্থমন্ত্রী। সিঙ্গুরে শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে সরকার আগ্রহী বলেও তাঁর বক্তব্য। তবে আগের সরকার জমি নিয়ে জটিলতা তৈরি করে রেখেছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি। শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফেরার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে অর্থমন্ত্রী জানান, এই বিষয়ে বিদেশ মন্ত্রক বলতে পারবে।

বাড়ি হারানোর মুখে অসহায় পরিবার, সাহায্যে এগিয়ে এলেন বিধায়ক রাজু পাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৪ নভেম্বর ঃ বাড়ি হারানোর আশঙ্কায় দিশাহারা একটি পরিবারের পাশে দাঁড়াতে নিজের গলার সোনার চেন বন্ধক রাখলেন গলসির বিধায়ক রাজু পাত্র। বিধায়ক ভাতার টাকা হাতে আসতে



দেরি থাকায় তড়িঘড়ি অর্থের ব্যবস্থা করতে এই সিদ্ধান্ত নেন তিনি। নিজের গয়না বন্ধক রেখে অসহায় পরিবারটির হাতে তুলে দেন ১ লক্ষ টাকার চেক। ঘটনাটি গলসি থানার বেলান গ্রামের। গ্রামটি খণ্ডঘোষ বিধানসভার অন্তর্গত। স্থানীয় বাসিন্দা সমর পাল ২০১৬ সালে বাড়ি তৈরির জন্য একটি ঋণদানকারী সংস্থা থেকে ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। পরিবারের দাবি, ইতিমধ্যে প্রায় সাড়ে ৯ লক্ষ টাকা সুদ-সহ পরিশোধ করলেও আর্থিক অনটনের কারণে ঋণ শোধ করতে পারেননি তিনি। এর মধ্যে আদালতের নির্দেশে বাড়ির দখল নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় চরম দুশ্চিন্তায় পড়ে পরিবারটি। উপায় না দেখে সমর পাল পরিবারকে নিয়ে গলসির বিধায়ক রাজু পাত্রের দ্বারস্থ হন। তাদের সমস্যার কথা শুনে সাহায্যের আশ্বাস দেন বিধায়ক। কিন্তু বিধায়ক ভাতার টাকা আসতে আরও প্রায় দশ দিন দেরি থাকায় অপেক্ষা না করে নিজের সোনার চেন বন্ধক রেখে এক লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন তিনি। পাশাপাশি সমর পালের মেয়ে সুজাতার পড়াশোনা পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা করার আশ্বাসও দিয়েছেন বিধায়ক। অন্য বিধানসভার বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও অসহায় পরিবারটিকে ফিরিয়ে না দিয়ে তাঁর এই উদ্যোগ এলাকায় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

পৌষ মেলার প্রস্তুতি তুঙ্গে! বাড়ল ১০ স্টল ভাড়া, সামনে এল নতুন রেট চার্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৪ নভেম্বর ঃ আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা, তারপরেই ঐতিহ্যবাহী ৭ পৌষ থেকে শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীর মাঠে বসতে চলেছে বিশ্বখ্যাত পৌষ মেলা। মেলাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই জোরকদমে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রস্তুতি। এবার মেলার স্টলের ভাড়া এবং বিন্যাস সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নতুন রেট চার্ট প্রকাশ করল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের তুলনায় চলতি বছর অধিকাংশ ক্যাটাগরির স্টলের ভাড়া ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। একনজরে জেনে নিন স্টলের নতুন ভাড়ার তালিকা (প্রতি বর্গফুট হিসেবে)। বাঁশ, বেত, মাদুর, হস্তশিল্প, বই ও নার্সারি ৪৪ টাকা, কোম্পানির কসমেটিক্স, ওষুধ ও গৃহস্থালির সামগ্রী ১১০ টাকা, সরকারি স্টল ও প্রদর্শনী ১১০ টাকা, শালের স্টল ৪৯ টাকা ৫০ পয়সা খাবার, রেস্তরাঁ ও মনিহারি স্টল ২৭ টাকা ৫০ পয়সা, হার্ডওয়্যার, কম্বল ও পাথরের সামগ্রী ২২ টাকা। ভাড়ার পাশাপাশি মেলায় বিদ্যুতের খরচও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। জানানো হয়েছে, মেলার ছয় দিনের জন্য প্রতি ১০০ ওয়াট বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের মোট ৮৮০ টাকা চার্জ দিতে হবে। চলতি বছর মেলার স্টল বিন্যাস এবং লোকেশনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। দর্শনার্থীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে এবছর ফুড স্টল বা খাবারের দোকানের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। অন্যদিকে, গতবারের তুলনায় কমানো হয়েছে মনিহারি স্টলের সংখ্যা। পাশাপাশি জায়গা বদল হওয়ায় এবছর নতুন লোকেশনে পসরা সাজিয়ে বসতে হবে মনিহারি স্টল মালিকদের। পুরনো স্টল মালিকদের জন্য বুকিংয়ের সময়সীমা আরও একদিন বাড়িয়ে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত করা হয়েছে। বিশ্বভারতী সূত্রে জানানো হয়েছে, পুরনো ব্যবসায়ীদের বুকিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরেই নতুন আবেদনকারীরা স্টল বুকিংয়ের সুযোগ পাবেন। শান্তিনিকেতনের এই পৌষ মেলা কেবল একটি বাণিজ্যিক মেলা নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস ও রবীন্দ্র- ঐতিহ্য। ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর (বাংলা ১২৫০ সনের ৭ পৌষ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সেই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৮৪৫ সালে শান্তিনিকেতনে প্রথম ব্রাহ্মমন্দির স্থাপন ও উপাসনার সূচনা হয়। পরবর্তীকালে ১৮৯১ সালে (১২৯৮ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ) শান্তিনিকেতনে উপাসনা গৃহ বা কাচমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বছরই মন্দিরের উল্টোদিকের মাঠে স্থানীয় মানুষজন ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের অংশগ্রহণে একদিনের জন্য ছোট আকারে এই মেলার সূচনা হয়েছিল। পরবর্তীকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে এবং বিশ্বভারতীর উদ্যোগে এই মেলা গ্রামীণ হস্তশিল্প, লোকসংস্কৃতি, বাউল গান এবং গ্রামীণ অর্থনীতির এক বিশাল মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়। ১৮৯৪ সাল থেকে এই মেলা নিয়মিত ও বড় আকারে অনুষ্ঠিত হতে শুরু করে। আজও সেই ঐতিহ্য বহন করে প্রতি বছর ৭ পৌষ থেকে শান্তিনিকেতনের মাটিতে বসে এই প্রাণের মেলা, যেখানে দেশ-বিদেশের পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের ঢল নামে।

বর্ধমানে ফুড প্রসেসিং শিল্প গড়ার উদ্যোগ, সিঙ্গুরেও শিল্প ফেরানোর আশাবাদী রাজ্য ঃ মৌমিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৪ নভেম্বর ঃ কৃষিপ্রধান পূর্ব বর্ধমান জেলায় ফুড প্রসেসিং শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই বিষয়ে একটি সংস্থার সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা ইতিবাচক পর্যায়ে রয়েছে। পাশাপাশি সিঙ্গুরেও নতুন করে শিল্প গড়ে ওঠার ব্যাপারে আশাবাদী রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার এমনই জানালেন রাজ্যের শিল্প প্রতিমন্ত্রী তথা বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়িকা মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। গুরু নানকের জন্মদিন উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার বর্ধমানের ময়ূরমহলের গুরুদ্বারে প্রার্থনায় যোগ দেন মন্ত্রী। সেখানেই উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানানোর পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলার শিল্প সম্ভাবনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন তিনি।মন্ত্রী জানান, পূর্ব বর্ধমানে ফুড প্রসেসিং শিল্প গড়ার বিষয়ে একটি সংস্থার সঙ্গে সরাসরি আলোচনা হয়েছে। কথাবার্তা ইতিবাচক হলেও কারখানা কোথায় তৈরি হবে, তা জমির প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করছে। বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, জল জমার সমস্যার স্থায়ী সমাধান এবং দুটি স্টেডিয়াম তৈরির কাজ এগিয়ে চলেছে বলেও জানান তিনি। সিঙ্গুরে শিল্প ফেরানোর প্রসঙ্গে মৌমিতা বলেন, সিঙ্গুর বাংলার মানুষের আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। সেখানে আবার শিল্প গড়ে উঠুক, সেটাই রাজ্যবাসীর প্রত্যাশা। মুখ্যমন্ত্রী নিজে শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গে আলোচনা করছেন। দ্রুত এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী।

পর্যটনের আনন্দে মিশল আধ্যাত্মিক আমেজ, রাস পূর্ণিমায় দিঘায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ২৪ নভেম্বর ঃ রাস পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার সকাল থেকেই পূর্ব মেদিনীপুরের জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র দিঘার সমুদ্রসৈকতে নেমে আসে যায় এক অনন্য জনসমাগমের ছবি। ভিড় ক্রমেই বাড়ে। রাস পূর্ণিমার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভক্তি, সাধনা ও ঐতিহ্যের দীর্ঘ পরম্পরা। কার্তিক মাসের একাদশী তিথি



পুণ্যার্থীদের ঢল। পুণ্যস্নানকে ঘিরে সৈকতজুড়ে তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। হাজার হাজার ভক্তের সমাগমে মুখরিত হয়ে ওঠে সমুদ্রতীরবর্তী শহর। ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রাচীন রীতিনীতি মেনে বহু মানুষ সমুদ্রের জলে স্নান করে পূর্ণিমার পুণ্যতিথি পালন করেন। ভোর থেকেই দিঘার বিভিন্ন প্রান্তে ভক্তদের আনাগোনা শুরু হয়। কেউ পরিবার- পরিজন নিয়ে, কেউ আবার দলবদ্ধভাবে দূরদূরান্ত থেকে এসে এই বিশেষ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তাঁদের উপস্থিতিতে সৈকতে দেখা থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত টানা পাঁচ দিন ধরে অনেকেই পঞ্চক ব্রত পালন করেন। এই সময় শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মদেবের আরাধনায় নিমগ্ন হন ভক্তরা। ব্রত, উপাসনা ও পুণ্যস্নানের মাধ্যমে তাঁরা ধর্মীয় আস্থা প্রকাশ করেন। দিঘায় আগত পুণ্যার্থীদের অনেকের কাছেই এই স্নান শুধু আচার নয়, বরং আত্মিক শান্তি ও আশীর্বাদ লাভের এক বিশেষ উপলক্ষ। সেই বিশ্বাসকে সঙ্গী করেই সকাল থেকে সমুদ্রের ঢেউয়ে স্নান করেন অসংখ্য মানুষ। এই আচার বহু পরিবারের বিশ্বাসের অংশ। সৈকতজুড়ে এদিন শোনা যায় ঢাক, ঢোল ও কাঁসর- ঘণ্টার ধ্বনি। কোথাও ভক্তিমূলক স্তোত্র, কোথাও আবার প্রার্থনা ও পূজার্চনা, সব মিলিয়ে দিঘার পরিবেশ পায় ধর্মীয় আবহের বিশেষ মাত্রা। সমুদ্রের নীল জল, পূর্ণিমার পুণ্যতিথি এবং ভক্তদের সমবেত উপস্থিতি উৎসবকে করে তোলে আরও প্রাণবন্ত। পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত দিঘা এদিন ধর্মীয় তীর্থস্থানের আবহও ধারণ করে। পুণ্যস্নানকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাজার ও সৈকত সংলগ্ন এলাকাতেও বাড়ে মানুষের চলাচল। উৎসবের আনন্দে ভক্তদের মধ্যে ছিল উচ্ছ্বাস, শ্রদ্ধা ও আধ্যাত্মিক আবেগের মেলবন্ধন। দৃশ্যটি পর্যটকদেরও আকর্ষণ করে। বিপুল জনসমাগমের কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রশাসন। সমুদ্রসৈকতের বিভিন্ন অংশে পুলিশ মোতায়েন রাখা হয় এবং পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালানো হয়। পুণ্যার্থীদের নিরাপদে স্নান ও চলাচল নিশ্চিত করতে সতর্কতামূলক নজরদারির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। ভিড় সামাল দেওয়া এবং উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করাই ছিল প্রশাসনের অন্যতম লক্ষ্য। সব মিলিয়ে রাস পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে দিঘার সমুদ্রসৈকত হয়ে ওঠে ধর্মীয় নিষ্ঠা, লোকাচার ও উৎসবের এক প্রাণবন্ত মিলনক্ষেত্র। সৈকতে দিনভর উৎসবের আবহ থাকে।

নিরাপত্তার প্রশ্নে বন্ধ রাসের মেলা! থমকে গেল ৫০ বছরের ঐতিহ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৪ নভেম্বর ঃ নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ, আর সেই কারণেই বন্ধ রাখতে হল পাঁচ দশকের পুরনো রাসের মেলা। রাস পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে হাওড়ার নেতাজি রোডের ময়রাপাড়ায় প্রতি বছর যে মেলার আয়োজন হয়ে আসছিল, এবছর তার আর দেখা মিলল না। রামকৃষ্ণ অ্যাসোসিয়েশন হরিসভা রাধাকৃষ্ণ মন্দির কমিটির তরফে এবছর মেলার আয়োজন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর ধরে এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল মাটির পুতুলের মডেল ও জীবন্ত মডেলের নানা উপস্থাপনা। সেই আকর্ষণে প্রতি বছর মেলা দেখতে আসতেন বহু মানুষ। কিন্তু এবছর মেলার মাঠে সেই ভিড়, উৎসবের ব্যস্ততা কিংবা সাজসজ্জা কোনওটাই নেই। কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন, এবারের দুর্গাপুজোয় চোরবাগানের মর্মান্তিক ঘটনার পর নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণের প্রবেশ ও বেরোনোর পথ অত্যন্ত সরু হওয়ায় বড় জমায়েতের ক্ষেত্রে ঝুঁকি রয়েছে। কোনও দুর্ঘটনা বা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলে দর্শনার্থীদের সামলানো কঠিন হয়ে উঠতে পারে। তাই আগাম সতর্কতা হিসেবেই মেলা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই হতাশ মেলা দেখতে আসা মানুষজন। গত বছরও রাস পূর্ণিমায় ময়রাপাড়া ছিল উৎসবমুখর। এবছর সেই চেনা ছবি বদলে গেছে। মেলার আয়োজন না হলেও ধর্মীয় রীতি মেনে শ্রীকৃষ্ণের পুজো হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে নেওয়া সিদ্ধান্তে এক বছরের জন্য থেমে গেল ময়রাপাড়ার পাঁচ দশকের রাসের মেলার ঐতিহ্য।

জুয়া খেলার আসরে পুলিশের অভিযান, গ্রেফতার চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ২৪ নভেম্বর ঃ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে জুয়া খেলার অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করল জয়নগর থানার পুলিশ। সোমবার জয়নগর থানার জয়নগর মিত্রগঞ্জ এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে জুয়া খেলার খবর পেয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার পুলিশের একটি দল অভিযানে নামে। সেই অভিযানে জুয়া খেলার অভিযোগে চার জনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের নাম মঙ্গল হালদার, বাড়ি বকুলতলা থানার ন'পুকুরিয়া এলাকায়, সাবির হোসেন লস্কর, বারুইপুর কালাম সরদার, বাড়ি জয়নগর থানার পাঁচঘড়া এলাকায় এবং মোক্তার হোসেন লস্কর, বাড়ি জয়নগর থানার কাকাপাড়া এলাকায়। পুলিশের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার ধৃত চারজনকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। এলাকায় জুয়া খেলার বিরুদ্ধে পুলিশের এই অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে বলে জানা গিয়েছে।

হারানো ফোনের সূত্র ধরে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ১.৩৯ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ, ধৃতকে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২৪ নভেম্বর ঃ হারানো মোবাইল ফোনের সুযোগ নিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪৩৪ টাকা প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম রাজু কালিন্দী। এদিন তাকে আদালতে তোলা হলে বিচারক চারদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ ও অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চা থানার অন্তর্গত পৈরাচালি ডাকঘরের বনকাটি গ্রামের বাসিন্দা কিঙ্কর মাহাতো গত ০৩.০৯.২০২৬ তারিখে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি জানান, গত ১৪.০৭.২০২৬ তারিখে তার একটি মোবাইল ফোন হারিয়ে যায়। ওই ফোনটি তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সাথে সংযুক্ত ছিল। ফোন হারানোর সুযোগে অজ্ঞাত পরিচয় দুস্কৃতকারীরা উক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অননুমোদিতভাবে প্রবেশ করে। এরপর কিঙ্করবাবুর অজান্তে এবং কোনো রকম সম্মতি ছাড়াই প্রতারণামূলকভাবে মোট ₹১,৩৯,৪৩৪।- টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুঞ্চা থানার পুলিশ রাজু কালিন্দী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। এই প্রতারণার চক্রে আর কারা যুক্ত রয়েছে এবং আত্মসাৎ করা অর্থ কোথায় সরানো হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় পুলিশ। এদিন ধৃতকে আদালতে পেশ করা হলে বিচারক চারদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

উদ্ধার যুবকের দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ২৪ নভেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমানের রায়না থানার অন্তর্গত বেলারপাড় এলাকায় এক যুবকের রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। মঙ্গলবার সকালে রায়নাগড়-বেলারপাড় রেললাইনের ধারে ঢালাই রাস্তার পাশ থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই যুবককে উদ্ধার করা হয়। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এ দিন সকালে প্রাতঃভ্রমণকারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা রায়নাগড়-বেলারপাড় রেললাইনের পাশের ঢালাই রাস্তায় ওই যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। মুহূর্তের মধ্যেই খবর ছড়িয়ে পড়লে ঘটনাস্থলে বহু মানুষের ভিড় জমে যায়। স্থানীয়রাই তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর পর কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে জানান, যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

২৪ নভেম্বর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় নিরঞ্জন বাঁশবেড়িয়ার কার্তিক ঠাকুরের

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৪ নভেম্বর ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বৃষ্টির বাধা কাটিয়ে অবশেষে , মঙ্গলবার হুগলির বাঁশবেড়িয়া ও সাহাগঞ্জ অঞ্চলের



ঐতিহ্যবাহী কার্তিক পুজোর প্রতিমা বিসর্জন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ২১ নভেম্বর নিরঞ্জন হওয়ার কথা থাকলেও, প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে তা পিছিয়ে এই দিনটি ধার্য করা হয়। চলতি বছর ১৬ নভেম্বর থেকে বাঁশবেড়িয়া সাহাগঞ্জ কেন্দ্রীয় কার্তিক পুজো কমিটির অনুমোদনে মোট ৮৫টি পুজো আয়োজিত হয়। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো একই সময়ে পড়ায় প্রথম দিকে ভিড় কিছুটা কম ছিল। পরবর্তীতে ভিড় বাড়ার আশা থাকলেও গত ১৯ নভেম্বরের টানা বৃষ্টিতে একাধিক মণ্ডপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সেদিন জরুরি বৈঠকে বিসর্জনের দিন পিছিয়ে ২৪ নভেম্বর করার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় কমিটি। নতুন সূচি অনুযায়ী মঙ্গলবার সুশৃ

মেসির বিরুদ্ধে শাস্তির আশঙ্কা, নিষিদ্ধ হতে পারেন মায়ামির বাঁচা-মরার ম্যাচে

সংবাদ সংস্থা, মায়ামি, ২৪ নভেম্বরঃ লিওনেল মেসির একটি বিতর্কিত থ্রো-ইন ঘিরে নতুন করে শাস্তির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ইন্টার মায়ামিতে। গত ২১ সেপ্টেম্বর কলম্বাস ক্রুর বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে হারের ম্যাচে প্রতিপক্ষের ফরোয়ার্ড গনজালো তাপিয়ার মুখে বল ছুড়ে মারেন মেসি। ঘটনাটি নিয়ে এবার তদন্তে নামতে পারে মেজর লিগ সকারের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। মেসির জরিমানা কিংবা নিষেধাজ্ঞার সম্ভাবনাও রয়েছে। মায়ামির নু স্টেডিয়ামে প্লে-অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচে ঘটনাটি ঘটে প্রথমার্ধের অ্যাডেড টাইমে। সেই ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন ইন্টার মায়ামিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে সিরিজে এগিয়ে যায় কলম্বাস ক্রু। ঘটনার সূত্রপাত হয় মেসি ও তাপিয়ার মধ্যে বল দখলের লড়াই থেকে। তাপিয়া চ্যালেঞ্জে জিতে বল মাঠের বাইরে পাঠানোর পর সেটি আনতে এগিয়ে যান। এই সময় পিছন থেকে তাঁকে ধাক্কা দেন মেসি। পরে মাঠে ফেরার পথে মেসির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন তাপিয়া। একসময়ে থ্রো-ইন করার সময় মেসি কাছ থেকে তাঁর মুখে বল ছুড়ে মারেন। বলটি তাপিয়ার নাক



ও মুখে আঘাত করে। ঘটনার পর রেফারি অ্যালেন চ্যাপম্যান মেসি ও তাপিয়া দু'জনকেই হলুদ কার্ড দেখান। তবে মেসিকে লাল কার্ড না দেখানোয় সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সমালোচনা হয়। অনেকের মতে, ঘটনাটি সরাসরি লাল কার্ড দেখানোর মতো ছিল। কলম্বাস ক্রুর অন্তর্বর্তীকালীন কোচ লরাঁ কুর্তোয়াও রেফারির সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ম্যাচের পর তিনি বলেন, ''সবাই জানে, এটি হলুদ কার্ডের চেয়েও বেশি শাস্তির যোগ্য ছিল। বিষয়টি দুঃখজনক। সত্যিই খুব দুঃখজনক।'' এমএলএসের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, প্লে-অফের প্রথম ম্যাচগুলোর সব ঘটনা ২৪ নভেম্বরের পর পরীক্ষা করে দেখবে ডিসিপ্লিনারি কমিটি। তবে মেসি ও তাপিয়ার মধ্যের ঘটনাটি আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনার আওতায় পড়বে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানাননি তিনি। আগামী ২৫ নভেম্বর অথবা ২৭ নভেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচ শুরুর আগে অতিরিক্ত শাস্তির সিদ্ধান্ত জানাতে পারে লিগ কর্তৃপক্ষ। মেসির নিষেধাজ্ঞা হলে তা ইন্টর মায়ামির জন্য বড় ধাক্কা হবে। কারণ, ২৭ নভেম্বর কলম্বাসের বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে মায়ামি। তিন ম্যাচের সিরিজে এটি হবে তাদের বাঁচা-মরার লড়াই। এই ম্যাচে হারলেই প্লে-অফ থেকে বিদায় নিতে হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের।

৬৮ বলে ১৮১, ইনিংসে ১৯ ছক্কা!

রাহুলের রেকর্ড ভেঙে টি-২০-তে নয়া নজির প্রিয়াংশ আর্যের



সংবাদ সংস্থা, ইন্দোর, ২৪ নভেম্বরঃ ভারতীয় টি-২০ ক্রিকেটে নয়া নজির গড়লেন দিল্লির অধিনায়ক প্রিয়াংশ আর্য। মঙ্গলবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে তামিলনাড়র বিরুদ্ধে ৬৮ বলে ১৮১ রানের ইনিংস খেললেন তিনি। ইন্দোরের ডেলি কলেজ গ্রাউন্ডে গ্রুপ 'বি'-র ষষ্ঠ ম্যাচে এই ইনিংসের সুবাদে ২০ ওভারে ২৭৫/৫ তোলে দিল্লি। জবাবে ১৮.৩ ওভারে ১৫৯ রানে অলআউট তামিলনাড়ু। ১১৬ রানে লড়াই জেতে দিল্লি। ওপেন করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন প্রিয়াংশ। চতুর্থ ওভারে আর সিলাম্বারাসনের বলে তোলেন ২২ রান। পরের ওভারে সাই কিশোরের বিরুদ্ধেও আসে ২২। মাত্র ১৮ বলেই পূর্ণ অর্ধশতরান। পাওয়ার-প্লে পেরিয়েও রানের গতি কমেনি। দশম ওভারে ৩৬ বলে শতরান হাঁকান দিল্লি অধিনায়ক। এক প্রান্তে কয়েকটি উইকেট হারালেও অন্য প্রান্তে তিনি রান তোলার গতি বজায় রাখেন। ১৭তম ওভারে সাই কিশোরকে ছক্কা মেরে ৬০ বলে পৌঁছন ১৫০ রানে। ১৯তম ওভারে মণিমারন সিদ্ধার্থের বলে আউট হওয়ার আগে নামের পাশে জ্বলজ্বল করছে ১৯টি ছক্কা ও ৭টি চার। এই ইনিংসের সুবাদে ভারতীয়দের মধ্যে টি-২০ ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোরার প্রিয়াংশ। এতদিন এই রেকর্ড ছিল কেএল রাহুলের দখলে। চলতি বছরের ২০২৬ আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে অপরাজিত ১৫২ রান করেছিলেন রাহুল। বিশ্ব টি-২০-তে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের তালিকায় দুই নম্বরে উঠে এলেন প্রিয়াংশ। মাত্র ৭ রানের জন্য হাতছাড়া বিশ্বরেকর্ড। গত মাসে সিএসএ প্রো-২০ কাপে নাইটসের বিরুদ্ধে টাইটান্সের হয়ে লুয়ান-দ্রে প্রিটোরিয়াসের অপরাজিত ১৮৮ রান এখনও শীর্ষে। এছাড়া এক ইনিংসে ১৯টি ছক্কা মেরে নিউজিল্যান্ডের ফিন অ্যালেনের বিশ্বরেকর্ডও স্পর্শ করেছেন তিনি। মেজর লিগ ক্রিকেটে ওয়াশিংটন ফ্রিডমের বিরুদ্ধে সান ফ্রান্সিসকো ইউনিকর্নসের হয়ে ৫১ বলে ১৫১ রানের ইনিংসে ১৯টি ছক্কা মেরেছিলেন অ্যালেন। পাশাপাশি দিল্লির ২৭৫/৫ স্কোরটি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ইতিহাসে যুগ্মভাবে তৃতীয় সর্বোচ্চ দলগত রান- আগে রয়েছে সিকিমের বিরুদ্ধে বরোদার ৩৪৯/৫ এবং হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের ৩১০/৫।

হার্দিককে পাওয়ার পর পাঞ্জাব কিংস পেল নতুন বোলিং ও ফিল্ডিং কোচ



সংবাদ সংস্থা, চন্ডীগড়, ২৪ নভেম্বরঃ আসন্ন আইপিএল মরশুমের আগে কোচিং বিভাগে বড়সড় পরিবর্তন আনতে চলেছে পাঞ্জাব কিংস। দলের নতুন বোলিং কোচ হিসেবে পরশ মামরে এবং ফিল্ডিং কোচ হিসেবে রাজীব কুমারকে নিয়োগ করতে চলেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। তাঁদের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হলে অস্ট্রেলিয়ার জেমস হোপস ও ব্র্যাড হ্যাডিনের জায়গায় দেখা যাবে এই দুই ভারতীয় কোচকে। গত মাসেই নিজেদের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন হোপস ও হ্যাডিন। সম্প্রতি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে পরশ মামরের। এবার পাঞ্জাব কিংসে যোগ দিতে চলেছেন ৫৪ বছর বয়সি এই অভিজ্ঞ কোচ। পাঞ্জাবের প্রধান কোচ রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে এর আগে কাজ করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। ২০১৫ সালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে পন্টিংয়ের কোচিং স্টাফের সদস্য ছিলেন মামরে। ভারতীয় ক্রিকেটেও কোচ হিসেবে যথেষ্ট পরিচিতি রয়েছে মামরের। ২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত রাহুল দ্রাবিড়ের কোচিং জমানায় ভারতীয় দলের বোলিং কোচের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। তাঁর অভিজ্ঞতা পাঞ্জাবের বোলিং বিভাগকে আরও শক্তিশালী করবে বলে আশা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, রাজীব কুমার এর আগে চেন্নাই সুপার কিংসের সহকারী কোচ হিসেবে কাজ করেছেন। সম্প্রতি তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে সিএসকে। এবার পাঞ্জাব কিংসের ফিল্ডিং বিভাগের দায়িত্ব নিতে চলেছেন তিনি। উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত আইপিএলের খেতাব জেতা হয়নি পাঞ্জাব কিংসের। ২০১৪ ও ২০২৫ সালে ফাইনালে উঠলেও শেষ পর্যন্ত ট্রফি অধরা থেকেছে তাদের। গত মরশুমে শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বাধীন পাঞ্জাব দল পঞ্চম স্থানে শেষ করে প্লে-অফে জায়গা করে নিতে পারেনি। নতুন কোচিং স্টাফের হাত ধরে আগামী মরশুমে ঘুরে দাঁড়ানোই লক্ষ্য থাকবে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির।

সেনা দেশে ভারতের ন'টি টেস্ট জয়ের নেপথ্যে সিরাজ

ক্রাইস্টচার্চে ফিরবেন 'লাকি চার্ম'?

সংবাদ সংস্থা, ২৪ নভেম্বরঃ ওয়েলিংটনে প্রথম টেস্টে জয়ের খুব কাছে পৌঁছেও শেষ পর্যন্ত ড্র নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে ভারতকে। ম্যাচের শেষ দিকে জয়ের জন্য মরিয়া চেষ্টা করেও নিউ জিল্যান্ডের শেষ উইকেটটি ফেলতে পারেনি ভারতীয় বোলাররা। এ বার সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে সেই আক্ষেপ মেটাতে চাইবে শুবমান গিলের দল। ২৭ নভেম্বর ক্রাইস্টচার্চে শুরু হবে এই ম্যাচ। তার আগে ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে মহম্মদ সিরাজকে রাখার দাবি জোরালো হচ্ছে। কারণ, বিদেশের মাটিতে ভারতের সাফল্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই পেসারের একটি বিশেষ রেকর্ড। ২০২০ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউ জিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় মোট ন'টি টেস্ট জিতেছে ভারত। এই চার দেশকে একসঙ্গে ক্রিকেটের পরিভাষায় বলা হয় সেনা দেশ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ভারতের সেই ন'টি জয়ের প্রতিটিতেই প্রথম একাদশে ছিলেন সিরাজ। অর্থাৎ, গত ছ'বছরে এই চার দেশে সিরাজকে



ছাড়া কোনও টেস্ট জিততে পারেনি ভারত। এই পরিসংখ্যান থেকেই সিরাজকে দলের 'লাকি চার্ম' হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। তাই ক্রাইস্টচার্চে জয়ের লক্ষ্যে নামার আগে তাঁকে প্রথম একাদশে রাখার পক্ষেই জোরালো সওয়াল করা হচ্ছে। যদিও শুধু পরিসংখ্যান নয়, বিদেশের মাটিতে সিরাজের বোলিংয়ের অভিজ্ঞতাও ভারতের কাজে আসতে পারে। ওয়েলিংটনে প্রথম টেস্টে সিরাজকে প্রথম একাদশে রাখেনি ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে ম্যাচের শেষ দিকে নিউ জিল্যান্ডের ব্যাটারদের আউট করতে ভারতীয় বোলারদের সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে সিরাজের মতো অভিজ্ঞ পেসার দলে থাকলে ছবিটা অন্য রকম হতে পারত কি না, উঠছে সেই প্রশ্নও। দ্বিতীয় টেস্টে ভারতকে জিততেই হবে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার আশা বাঁচিয়ে রাখতে পয়েন্ট নষ্ট করার সুযোগ কম। তাই ক্রাইস্টচার্চে বোলিং আক্রমণ সাজানোর ক্ষেত্রে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইবে না ভারতীয় দল। সে ক্ষেত্রে সিরাজের প্রত্যাবর্তন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। সিরাজকে খেলানো হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে অধিনায়ক শুবমান গিল এবং কোচ গৌতম গম্ভীরকে। প্রথম টেস্টে তাঁকে বাইরে রাখার পর যে ভাবে প্রশ্ন উঠেছে, তাতে দ্বিতীয় ম্যাচে তাঁকে ফেরানোর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় দল কী কম্বিনেশন নিয়ে মাঠে নামে, তা জানা যাবে ম্যাচের আগে। ক্রাইস্টচার্চে সিরাজকে প্রথম একাদশে দেখা যায় কি না, এখন সেটাই দেখার।

চোটে ছিটকে গেলেন ব্লেয়ার

স্বস্তি গিলের, দ্বিতীয় টেস্টের আগে বিপাকে নিউজিল্যান্ড!

সংবাদ সংস্থা, ক্রাইসচার্চ, ২৪ নভেম্বরঃ ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে দলে ছিলেন না মিচেল স্যান্টনার। দ্বিতীয় টেস্টেও তাঁর দলে ফেরার সম্ভাবনা নেই। এই পরিস্থিতিতে 'মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা' হয়ে দেখা দিয়েছে পেসার ব্লেয়ার টিকনারের হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট। যার জেরে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন তিনি। প্রথম টেস্ট ড্র হওয়ার ফলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার আশা ভারতের প্রায় নেই বললেই চলে। এই অবস্থায় অঙ্কের হিসেবে টিকে থাকতে হাতে থাকা সব ম্যাচই জিততে হবে গিলদের। এই অবস্থায় কিউয়ি শিবিরের চোটআঘাত দ্বিতীয় তারকা অলরাউন্ডার ও সীমিত ওভারের অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার সিরিজের শুরু থেকেই চোটের গ্রাসে। টিকনার প্রথম টেস্টে না খেললেও ছয় টেস্টে ২২ উইকেট নেওয়া বোলার যে কোনও সময়ই দলে ঠাঁই পেতে পারতেন। এর মধ্যে ইনিংসে দু'বার চার ও একবার পাঁচ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্বও রয়েছে তাঁর। এমন বোলার ছিটকে গেলে চাপ যে বাড়বেই, তা বলাই বাহুল্য। এদিকে প্রথম টেস্ট নিষ্প্রাণ ড্র হয়েছে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় চার নম্বরেই রয়েছে ভারত। ১২টি ম্যাচ খেলে পাঁচটিতে জয়, চারটিতে হার এবং তিনটি ড্র। সব মিলিয়ে ভারতের পয়েন্ট ৭২।



ম্যাচের আগে যে ভারতকে স্বস্তি দেবে তা বলাই যায়। আইসিসির তথ্য অনুযায়ী, হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে টিকনার ছিটকে যাওয়ায় দলে নেওয়া হয়েছে ম্যাট ফিশারকে। ভারতের বিপক্ষে সদ্য সমাপ্ত ওয়ানডে সিরিজে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সেরই 'পুরস্কার' পেলেন তিনি। ওয়ানডে সিরিজে তিন ম্যাচে ৬টি উইকেট পেয়েছিলেন ম্যাট। মাত্র ১৩.৬৬ গড়ে। সেরা বোলিং ফিগার ছিল ৩১ রানে ৩ উইকেট। যার মধ্যে রো-কোর উইকেটও ছিল। তবে টেস্টে শেষপর্যন্ত তাঁকে খেলানো হবে কিনা সেটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কেননা টিকনারও কিন্তু প্রথম ম্যাচে দলে ছিলেন না। নিউজিল্যান্ড যদি তাদের বোলিং লাইনআপে পরিবর্তন আনে, সেক্ষেত্রেই একমাত্র ম্যাটকে প্রথম একাদশে দেখা যেতে পারে। উল্লেখ্য, পয়েন্টের শতাংশ ৫০.০০। এই টেস্টের আগে যা ছিল ৫১.৫২। অর্থাৎ, ড্রয়ের খেসারত দিতে হয়েছে ভারতকে। তবে ভারতের ফাইনালে ওঠার আশা এখনও শেষ হয়ে যায়নি। সামনে রয়েছে আরও ছ'টি টেস্ট। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি এবং দেশের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ। ফাইনালের দৌড়ে টিকে থাকতে এই ছ'টি ম্যাচের মধ্যে অন্তত পাঁচটিতে জিততেই হবে ভারতকে। তবে সবচেয়ে ভালো হবে সব ক'টি ম্যাচেই জিততে পারলে। যদিও সেক্ষেত্রেও তাকিয়ে থাকতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ডের ম্যাচের ফলাফলের দিকে। তবে আপাতত কোনও পয়েন্ট নষ্ট না করাই যে গিলদের লক্ষ্য হবে তা বলাই বাহুল্য।

১৫ ওভার বাকি থাকতেই ড্র!

জেতার তাগিদ নিয়ে প্রশ্ন অশ্বিনের, শুভমান আকাশকে ধমকানোয় অসন্তুষ্ট রাহানেও

■ নিজস্ব প্রতিবেদন

৭২০ রান তুলেও জয় অধরা। ওয়েলিংটনে প্রথম টেস্টের শেষ দিন ১৫ ওভার বাকি থাকতেই হাত মিলিয়ে ড্র। ডব্লিউটিসি-র ১২ পয়েন্টের বদলে ঝুলিতে এল মাত্র ৪। টিম ইন্ডিয়ার এহেন সিদ্ধান্তে এবার কড়া প্রশ্ন তুললেন আর অশ্বিন। তাঁর সাফ কথা, শুভমান গিলদের মাঠে জেতার বিশ্বাসই ছিল না। অন্যদিকে, রান আউট ফস্কানোয় পেসার আকাশ দীপকে প্রকাশ্যে বকাঝকা করায় ভারত অধিনায়কের সমালোচনায় অজিঙ্ক রাহানে। বেসিন রিজার্ভে ৩৫২ রানের লিড নিয়েও দ্বিতীয় ইনিংসে ১২০ ওভারে ২৩৯/৫ স্কোরে থামে কিউয়িরা। ড্যারিল মিচেল ও গ্লেন ফিলিপসের প্রতিরোধে ড্র। সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও শেষ ঘণ্টা কেন লড়ল না ভারত? বিরাট কোহলির উদাহরণ টেনে অশ্বিনের মন্তব্য, ''ওদের মধ্যে ম্যাচ জেতার বিশ্বাস দেখিনি। কোহলির অধিনায়কত্ব থেকে একটা জিনিস শেখার আছে। আমি বলছি না ওই অবস্থায় অন্য কেউ টেস্টটা জিতিয়ে দিত, তবে তাগিদটা কাজে আসে।'' মাঠে কিউয়ি ব্যাটার মিচেলের নির্ভার আচরণও চোখ এড়ায়নি অশ্বিনের। তাঁর তোপ, ''দেখলাম সাইট স্ক্রিন ঠিক করার নামে সময় নষ্ট করছে মিচেল। আমাদের অধিনায়ক, খেলোয়াড়দের সঙ্গে গল্প করছে, ফিল্ডারদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করছে! আমাদের দলে এসব হতো না। ফলের খোঁজে থাকলে আমরা লড়াইয়ে মুখিয়ে থাকতাম। ব্যাটারকে স্বস্তির জায়গায় ছাড়া যায় না, অথচ ফিল্ডাররাও কাছে আসছিল না।'' পেসারদের ক্লান্তির যুক্তি দেন গিল। তা উড়িয়ে অশ্বিনের পাল্টা, মিড-অনে থাকা আকাশ দীপ বল ধরে থ্রো করতে ব্যর্থ। পরে ওই মিচেলই অপরাজিত ৪৯ রানে ম্যাচ বাঁচান। সুযোগ নষ্ট হতেই মাঠেই আকাশকে বকাঝকা করেন শুভমান গিল, যা মুহূর্তে ভাইরাল। সোনি স্পোর্টসে রাহানের মতে, প্রকাশ্যে ধমকে বোলারের মনোবল ভাঙার বদলে পাশে দাঁড়ানো উচিত ছিল



''বুমরাহ ক্লান্ত মনে হলে স্পিনারদের দিয়ে সাত ওভার করাতেন, ব্যাটারদের ঘিরে ধরতেন। টেস্ট ক্রিকেটের চাহিদাই এটা। অষ্টম দিনে না গেলে এই পিচে টার্ন মিলত না। তবু বিদেশে এমন দাপুটে জায়গায় পৌঁছেও পিছিয়ে আসাটা অস্বস্তিকর। স্রেফ দাপট দেখালেই তো টেস্ট জেতা যায় না!'' বিতর্ক বাড়িয়েছে ৭১তম ওভারের ঘটনাও। ওয়াশিংটন সুন্দরের বলে রান নিতে গিয়ে মাঝপিচ থেকে ফেরেন মিচেল। শুভমানের। তাঁর বক্তব্য, ''ভুল হতেই পারে, কিন্তু তখন সতীর্থের সমর্থনটা জরুরি। আকাশের ওই মুহূর্তে দরকার ছিল, এসে বল কর, ওরাই তোমাকে উইকেট এনে দেবে। অতীত ভুলে বর্তমানে ফিরলে হয়তো দারুণ ক্যাচ বা দু'টি ভাল বলে উইকেট মিলত।'' ২৭ নভেম্বর ক্রাইস্টচার্চে দ্বিতীয় টেস্টের আগে এই জোড়া সমালোচনার জবাব দিতে নিশ্চয় মুখিয়ে থাকবেন শুভমান।

ইনফান্তিনোর গোপন নথি ফাঁস

ট্রাম্পের জামাইয়ের ভাইয়ের সংস্থাকে ৯৬ বছরের জন্য বিশ্বকাপের স্বত্ব দেওয়ার ছক!

■ নিজস্ব প্রতিবেদন

ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাই জ্যারেড কুশনারের ভাই জশুয়া কুশনার। তাঁর বিনিয়োগ সংস্থা 'থ্রাইভ ক্যাপিটাল'-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রায় এক শতাব্দীর জন্য বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক স্বত্ব ছেড়ে দেওয়ার ছক কষেছিলেন ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনো। 'দ্য টেলিগ্রাফ'-এর হাতে এসেছে গোপন নথি। যেখানে স্পষ্ট লেখা ২০ বিলিয়ন ডলারের (প্রায় ১৫ বিলিয়ন পাউন্ড) ব্যর্থ পরিকল্পনার যাবতীয় তথ্য। চার মাস আগে এই উদ্যোগ জানাজানি হতেই বিতর্কের মুখে ক্ষমা চেয়েছিলেন ইনফান্তিনো। এবার সামনে এল সার্বিক খতিয়ান। সহজ কথায় বললে-এই পরিকল্পনার অর্থ, বিশ্বকাপ-সহ ফিফার সমস্ত প্রতিযোগিতার বাণিজ্যিক স্বত্ব ও আয়ের অধিকার দীর্ঘমেয়াদে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া। ২০২৬ বিশ্বকাপ ফাইনালের দু'দিন আগে, ১৭ ও ১৮ জুলাই তৈরি ফিফার অভ্যন্তরীণ নথি ও ঝুঁকি মূল্যায়ন রিপোর্টে মিলেছে সমূহ তথ্য। 'ফিফা ফরওয়ার্ড



এন্টারপ্রাইজ' বা 'প্রজেক্ট বক্স' নামের ওই প্রকল্পে একটি লাভজনক সাবসিডিয়ারি সংস্থা গড়ার কথা ছিল। প্রতি ১২ বছর অন্তর নবীকরণযোগ্য চুক্তিতে সর্বোচ্চ ৯৬ বছরের জন্য সেই সংস্থায় সব বাণিজ্যিক স্বত্ব হস্তান্তর হত। নথি অনুযায়ী, থ্রাইভের সঙ্গে চুক্তিতে প্রায় ৮০ শতাংশ স্বত্ব থাকার কথা থাকলেও, অভ্যন্তরীণ আলোচনায় তা কমে ৫১ শতাংশে নামার বিষয়টি উঠে আসে। তবে সাত সদস্যের বোর্ডে সভাপতি ও মহাসচিব-সহ চারটি পদ রেখে নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখার কথা ছিল। আট বছর পর শেয়ার বাজারে আংশিক তালিকাভুক্তির মাধ্যমে অর্থ তোলার পথও খোলা রাখা হয়। বিতর্ক বাড়িয়েছে 'ম্যানেজমেন্ট ইনসেনটিভ প্ল্যান'। ১৭ জুলাই থ্রাইভের তৈরি টার্ম শিটে উল্লেখ, সংস্থার বাজারদর বা।লে ৫ শতাংশ শেয়ার নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের বোনাসের জন্য রাখা হবে। তাতে কর্মকর্তাদের পকেটে যেত কয়েক কোটি পাউন্ড। ফিফার মেমোতে এর যুক্তি-'ভাল কাজের যথেষ্ট উৎসাহ জোগানো'। অথচ এত বড় বিনিয়োগে কোনও টেন্ডার ডাকা হয়নি ফিফার নিজস্ব অর্থ দফতরও শর্তগুলি সরাসরি জানত না! বিতর্কে দশ বছরের জমানায় সবচেয়ে বড় সংকটে পড়লেও ফের চার বছরের জন্য নির্বাচিত হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে ইনফান্তিনো। তবে নতুন নথি বিরোধীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে পারে। ফিফা মুখপাত্রের সাফাই, 'এফএফই প্রস্তাবটি সদস্য দেশ ও ফিফা কাউন্সিলের অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল। বোনাস পরিকল্পনা কেবল এফএফই ম্যানেজমেন্টের জন্য, ফিফা কর্তারা এর অংশ হতে পারতেন না। বোর্ডের পদ থেকে বাড়তি পারিশ্রমিকও মিলত না।'



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com